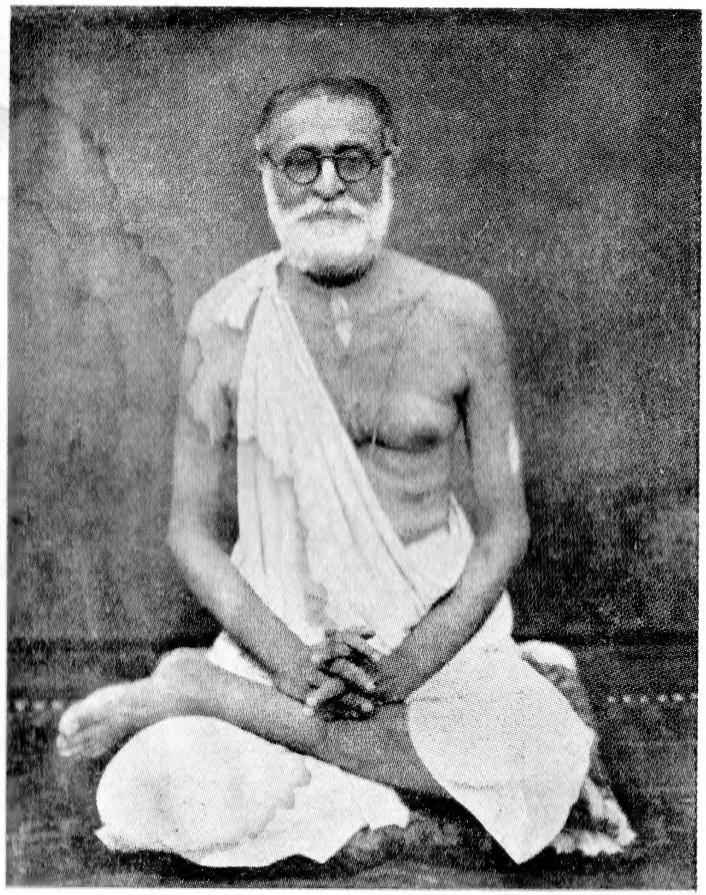

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
(ঊর্জ্জব্রতকালে)

উপোদ্ঘাত

চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ-সাধনের মধ্যে পরিক্রমা অন্যতম। শালগ্রামের, শ্রীমন্দিরের, শ্রীধামের ও শ্রীমণ্ডলের পরিক্রমা উত্তরোত্তর ব্যাপকতা জ্ঞাপন করে।

'পরিক্রমা'—পাদসেবন ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্গত। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে নবধা ভক্তি-লক্ষণের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

অস্য(পাদসেব্যায়াঃ) শ্রীমূর্ত্তিদর্শন স্পর্শন-পরিক্রমা-অনুব্রজন ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি-তদীয় তীর্থস্থান-গমনাদয়োঽপ্যন্তর্ভাব্যাঃ।

অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন পরিক্রমা ও অনুগমন এবং ভগবন্মন্দির গঙ্গা, পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমনাদি ক্রিয়াও পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ, শ্রীগোবিন্দ মন্দির, শ্রীগোবিন্দ-ধাম, মাথুরী গোষ্ঠবাটী শ্রীমণ্ডল পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ভগবদ্ভক্তগণ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানজ্ঞানে মণ্ডলাদি পরিক্রমা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়-মণ্ডলের অভিন্নজ্ঞানে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা বহুদিন হইতেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙ্গালা ১৩০৯ সালে ভক্তগোষ্ঠী-বেষ্টিত হইয়া চতুরশীতি-ক্রোশব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার অনুষ্ঠান আমাদের

গ্য হইয়াছিল। সেই বিবরণ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক যত্নের
ত সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ 'গৌড়ীয়' প্রভৃতি সাময়িক
ত্র, পরিশেষে গন্থাকারে প্রকাশিত করিতেছেন।
পরিক্রমা সম্বন্ধে যাবতীয় কথা ইহাতে সুষ্ঠুভাবে স্থান
ইয়াছে। তদ্দ্বারা পাঠকবর্গের সমধিক উপকার হইবে,
ই আমার বিশ্বাস। শুদ্ধ-ভক্তগোষ্ঠীর সহিত পরিক্রমায়
াপ্রকার অভিজ্ঞতা হয়, যাহা সাধারণ পরিক্রমাকারি-
র অবিদিত নাই। পাঠক পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ
রিয়া সর্ব্বতোভাবে লাভবান্ হইবেন আশা করা যায়।
এই গ্রন্থের প্রথমভাগে শ্রীমথুরা হইতে পরিক্রমা আরব্ধ
া শ্রীরাধাকুণ্ড পর্য্যন্ত বৃত্তান্তসমূহ প্রকটিত হইয়াছে।
র্ত্তী ভাগে শ্রীব্রজমণ্ডলের অবশিষ্ট অংশের বিবরণ
ত হইয়াছে। তাহাও যথাকালে প্রকাশিত হইবে।
কল বর্ণের ও সকল আশ্রমের ব্যক্তিগণেরই এই
মা-নামক সাধনভক্তিপর্য্যায়ে যোগ্যতা আছে, তজ্জন্য
ান্থ সকলেরই উপযোগী ও সুখপাঠ্য হইবে।

ব্রজস্থানন্দসুখদকুঞ্জ
শ্রীরাধাকুণ্ড
শীশারদীয়-পূর্ণিমা
১৩৪২ বঙ্গাব্দ
৪৪৯ গৌরাব্দ

অকিঞ্চন—
শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস

বিষয়-সূচী

প্রাথমিক উদ্যোগ ১-৪
শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের কীর্ত্তন ৫-৭
গোষ্ঠানন্দী গৌরজন ৮-১৪
শ্রীমথুরায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ১৫-১৭
শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রচার ১৮-১৯
যাত্রিসঙ্ঘের আগমন ১৯-২১
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ২১-৩১
শ্রীল প্রভুপাদের মথুরা-প্রসঙ্গ ৩১-৪৫
শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন-প্রসঙ্গ ৪৬-৫৩
পরিক্রমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস—মথুরা-পরিক্রমা—মথুরায় বলদেও-বিলাসে রাত্রিযাপন, আচার্য্যের আনুগত্যে পরিক্রমা, শ্রীকেশবদেবের মন্দির, দুইদিন মথুরা-পরিক্রমা, শ্রীমথুরার ক্ষেত্রপাল, শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীগতশ্রমদেব, শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, সুদামাগৃহ, রজকবধস্থান, ধনুকভঙ্গ-স্থান, কুবলয়াপীড়বধ-স্থান, রঙ্গস্থল, মঞ্চস্থান, কংসখালি, কুব্জার মন্দির, কুব্জা-কূপ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী, গোপালস্থান, বলদেবক্রীড়াস্থলী, আদিবরাহদেব, মথুরার মেলা-মহোৎসব ৫৪-৮০

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস—শ্রীমধুবন-পরিক্রমা—বন-পরিক্রমার নানা আয়োজন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরিক্রমা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সাধারণের অভিমত, চলন্ত চিকিৎসাগার, রাজকর্ম্মচারিগণের সাহায্য, আদর্শ পরিক্রমা, পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য, মধুবনাভিমুখে পরিক্রমা, প্রথম বনে প্রবেশ, পরিক্রমার সেবকগণের পালনীয় ও জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী, ধ্রুবটীলা, মধুবনে বিশ্রাম

৮১-১০৯

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস—তালবন, কুমুদবন ও মধুবন-পরিক্রমা, তালবনাভিমুখে, বলভদ্রকুণ্ড, তালবনের মন্দির, তালবনের তথ্য, তালবন (তারসী) হইতে কুমুদবনাভিমুখে দুই মাইল পশ্চিমে, কুমুদ সরোবর, শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক, উচাগাঁও, মধুবন পরিক্রমার পথের পরিমাণ, মধুবনের কথা, শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক, মধুবনের তথ্য, মধুকুণ্ড, মধুবনে হরিকথা

১১০-১৩১

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস—শান্তনুকুণ্ড ও বহুলাবন, শান্তনুকুণ্ডের পথ, শান্তনুকুণ্ড বা সাতোঙা, শান্তনুকুণ্ডের মন্দির, সাতোঙা গ্রাম, কিংবদন্তী, অন্যান্য বিষয়, বক্তৃতা, শান্তনুকুণ্ড হইতে বহুলাবনাভিমুখে, শ্রীভক্তিরত্নাকরে পরিক্রমার অন্যান্য দর্শনীয় স্থান, দতিহা, দতিহার অবস্থান, শ্রীমদ্ভাগবতে দন্তবক্রের

বধ-বর্ণন, পদ্মপুরাণের বর্ণন, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উক্তি, 'আয়োরে', 'আয়োরে' নামের কারণ, 'গৌরবাই' বা 'গৌরাই', চানা, শ্রীগোপালচম্পূতে 'গৌরাই' নামের উল্লেখ, ষষ্ঠীকরাটবী, শকটারোহণ, গরুড়-গোবিন্দ, গন্ধেশ্বরা-স্থান, খিচরী-গ্রাম বা খিচরবন, বহুলাবনে আগমন, বহুলাবন-পরিক্রমা—বহুলাকুণ্ড ও বহুলা-মন্দির, বহুলাবনের নাম ও তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী, বহুলাবন ও কুণ্ড-সম্বন্ধে স্থানীয় ব্যক্তিগণের উক্তি, অন্যান্য বিবরণ, পরিক্রমার শিবির ও ভক্তসঙ্ঘ, বহুলাবনে ভজন-কুটীর (?), শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ও ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, সখাস্থলী বা চন্দ্রসরোবর সম্বন্ধে শ্রীরূপানুগবরের বিচার, বাটীগ্রামে শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দির ও তদ্‌বিবরণ, শ্রীমোহনজীর মন্দির, রাত্রিতে বহুলাবনের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, বহুলাবনে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণন, শ্রীভক্তিরত্নাকরের বর্ণন, দক্ষিণগ্রাম, বসতিগ্রাম, রাল, তোষ

১৩২-১৭০

পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস—বহুলাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা, রালগ্রাম, ব্রজের পঞ্চ বলদেব, পথের পরিচয় ও বিহারবন, 'জনতী' নামের কারণ, কদমখণ্ডী, শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ, শ্রীরাধাকুণ্ডের

ও ললিতাকুণ্ডের তীরে পরিক্রমার শিবির-শ্রেণীর শোভা, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাকুণ্ড-বার্ত্তা কীর্ত্তন, শ্রীরাধাময় শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীরাধাবিরহী শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাসখী শ্রীতুলসী, শৈব্যা-বঞ্চনা, শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগগণের ভজনচাতুরী ব্যাখ্যা ও শ্রীকুণ্ড-মহিমা পাঠ, শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ, শ্রীল প্রভুপাদের "শ্রীউপদেশামৃত" পাঠ, শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান, শ্রীল প্রভুপাদের "প্রাকৃতরস-শতদূষণী" পাঠ ও ব্যাখ্যা, প্রাকৃতরস-শতদূষণী ১৭১-১৯৩

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ—প্রকৃতির বিচারে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের 'তৃণাদপি সুনীচ' হইবার উপায় নাই, "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য, ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণকারী জীবের পঙ্গুত্ব, কামদাহের পরিণাম ও শরণাগতি, ব্রহ্মসূত্র-ফলপাদের শেষকথা, মাথুরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা, শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকুণ্ডসেবা প্রদানের মূল মহাজন কে? সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-সাফল্য-সন্ধান, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত, ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়, ভগবদ্ধামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ, শ্রীমথুরার স্বরূপ, 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকই প্রকৃত মহাবাক্য ১৯৪-২১৩

পরিক্রমার সপ্তম দিবস—শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-পরিক্রমা—শ্রীরাধাকুণ্ডের বিভিন্ন স্থান দর্শন ও সেবা, শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক-সংকীর্ত্তন, আরিট গ্রামের বৃত্তান্ত, শ্রীগৌরহরির শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড আবিষ্কার ও নির্দ্দেশ, জনৈক শ্রেষ্ঠীর শ্রীকুণ্ডের সংস্কার-সেবা, বজ্রনাভ-কুণ্ড ও অন্যান্য স্থান, কুণ্ডতটে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভজনস্থানাদি-বর্ণন, শ্রীরাধাকুণ্ডের কতিপয় প্রসিদ্ধ ঘাট, শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রকটতিথি, শ্রীরাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ-বিতরণ, শ্রীল প্রভুপাদের শিবির-সম্মুখে সভা, অন্যধর্ম্মীর বিচার ২১৪-২৩৭

শ্রীরাধাকুণ্ড-ললিতাকুণ্ডের তট—শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা ২৩৮-২৫১

পরিক্রমার অষ্টম দিবস—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা—শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীকুসুম-সরোবরাভিমুখে, কুসুম-সরোবরের অন্যান্য বৃত্তান্ত, ব্রজে পশুহিংসা নিষিদ্ধ, শঙ্খচূড়-বধ-বৃত্তান্ত, দুধের ধার বর্ষণ করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা, খেলনবন, বাহ্যদর্শনে গিরিরাজ, ব্রজবাসিগণের সকল কার্য্যই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর, দ্বাপরে ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রপূজার উদ্যোগ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রহস্যের উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে দেবতান্তর পূজা অবৈধ,

গোবর্দ্ধনের স্বরূপ, ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ ও কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ, শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা-দান, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও শ্রীগোবর্দ্ধন, মানসীগঙ্গা, শ্রীহরিদেবের মন্দির, গৌরপদাঙ্কিত স্থান, ব্রহ্মকুণ্ড, গোবর্দ্ধনের ধর্ম্মশালা, বাজার প্রভৃতি, শ্রীহনূমান্‌জীর মন্দির, চক্রেশ্বর মহাদেব, শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর, শ্রীসনাতনের গোবর্দ্ধনশিলা পরিক্রমা, গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাকালীনদর্শনীয় স্থানসমূহ—২৫২-২৯০

ইন্দ্রধ্বজ-বেদি ২৯০

ঋণমোচন ও পাপমোচন কুণ্ড ২৯২

চন্দ্রসরোবর ২৯২

সঙ্কর্ষণকুণ্ড ২৯৫

পরাসৌলি ২৯৫

পৈঠগ্রাম—ইঁহারই প্রকাশ আলালনাথ ২৯৭

গৌরীতীর্থ ৩০১

পরিক্রমার অষ্টম দিবস অপরাহ্ণ—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমার যাত্রিগণের শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডতটস্থ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি আবিষ্কার, গোবিন্দকুণ্ড ও আনোয়ার গ্রাম প্রভৃতি দর্শনাদি বিষয় বর্ণন এবং শ্রীললিতা-কুণ্ড-তটে হরিকথা-কীর্ত্তন ৩০৪

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা ৩০৮

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা ও পদ্যানুবাদ পাঠ সমাপ্ত হইবার পর কতিপয় ব্রজবাসী পণ্ডিতের প্রভুপাদকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন ও তদুত্তরে প্রভুপাদের উক্তি ৩৪৮

সূর্য্যকুণ্ড ও শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-বিবরণ ৩৫১

শ্রীল ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ৩৫৪

শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিক্ পরিক্রমণান্তে পরিক্রমা-সঙ্ঘের (১৭ই অক্টোবর, ১৯৭২) গাঁঠুলি অভিমুখে যাত্রা ৩৫৫

চিত্রসূচী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ (উর্জ্জব্রতকালে).....গ্রন্থারম্ভে

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিজয়-বিগ্রহ ৫৫

শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডতটে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শিবির-শ্রেণী ১৭৫

শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডতটে শিবিরশ্রেণীপার্শ্বে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন ১৯৫

শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সূর্য্যকুণ্ডস্থ সমাধি-মন্দির ৩৫৫

পাত্র-সূচী

অ

অজগর সাপ ৩৫৩
অজিতনাথ কুণ্ডু ৯৪
অটলগোপাল ৭০
অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩৬
অধোক্ষজ সেবাকোবিদ ৩
অনন্তদেব ব্রহ্ম ৯৪
অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ ২, ৪, ৮, ১২, ১৮, ৯৩, ১৯৩, ২১৮, ৩৫৫
অনিরুদ্ধ বিষ্ণু ৩৬ ২১২, ২৭৬
অপ্যয়দীক্ষিত ২৯
অভিমন্যু ১৫৮
অমরদাস ১৩৬
অম্বরীষ ৩২৮
অযোধ্যাদাস ১০৭
অমৃতকান্তি সান্যাল ৯১, ১২২
অরণ্য মহারাজ ২০
অরিষ্টাসুর ২২১
অর্জ্জুন ২৬৮, ৩৩৫

আ

আউলবিহারী কপুর ৯৩, ২৩৭
আকবর ২৮২, ২৯৮
আচার্য্য রামানুজ ৩২৫, ৩৪৩
আদিকেশব ৬২
আদিবরাহ ৭৫, ৭৬
আনন্দগিরি ২৯
আনন্দ গোস্বামী ১৯২
আলাউল্লা খাঁ ৬৫
আওরঙ্গজেব ৬২, ৬৫, ৬৬, ১০৬, ১৬১, ২৮৩, ২৯৮, ২৯৯
আলালনাথ শ্রীবিগ্রহ ৩০০

ই

ঈশা ৭৬, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৭১, ২৮৭, ২৯১
ইন্দুলেখা ১৮০

উ

উগ্রসেন ৭৩
উত্তানপাদ ৫৭
উদ্ধব ৭০, ২২৭, ২৫৪
উদ্ধবদাস অধিকারী ৯৪
উদ্ধারণ দাস ২৫৫
উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী ৯৪
উরুক্রমদাস অধিকারী ৯৪

গঙ্গাজী ৬৬
গঙ্গাদাস ১৬০, ৩৫২
গঙ্গাদেবী ৬৫, ২৭৯
গঙ্গামাতা ২২৬
গঠন ৬৩
গণেশ ৪১
গতশ্রমদেব ৫৭, ৭০
গতশ্রম-বিগ্রহ ৫৯
গভস্তিনেমি মহারাজ ৪, ২১
গরুড় ১৪৯, ২০৯
গরুড়গোবিন্দ ৭৮, ৭৯, ১৩৯, ১৪৮
গর্দ্দভাসুর ১১৭
গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ৩৬, ২১২
গল্‌তেশ্বর মহাদেব ৫৯
গান্ধীজী ১২৯
গিরিধারী ২৬১, ৩৫২, ৩৫৩
গিরিবর ১২৯
গিরিবর গোস্বামী ১৯২
গিরি মহারাজ ২, ৩
গিরিরাজ ২৮৯, ২৯০
গিরিরাজ দাস ৬৩
গিরিরাজমল বৈশ্য ৬৩

গুণমঞ্জরী ২৪৫
গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ৮১
গুরুদাস সরকার ৯৪
গোকর্ণ-মহাদেব ৭০
গোকর্ণেশ্বর ৭৬
গোকুলদাস ১২১
গোকুলানন্দ ২১৭, ২২৭
গোপাল ৭৪, ৭৫, ২৭২, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৬
গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন ২
গোপালদাস ২৩৪, ৩০৬
গোপালদেব ৬২, ১০৬
গোপালভট্ট গোস্বামী ২২৮
গোপাল রায় ২৭৩
গোপাল-লালজী ১২১
গোপীনাথ ২০৪, ২১৩, ২১৭, ২২৮
গোবর্দ্ধন-গোপ ১৫৮
গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল ২৭৬
গোবর্দ্ধনের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ৩০৮
গোবিন্দ ১৪৯, ২১৩, ২৭০, ২৮২
গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী ১৭৩
গোবিন্দজী ২৮২

গোবিন্দ দাস ১৬০, ২২৯
গোবিন্দদেব ৬০, ২০৪
গোপালচাঁদ ১৬০
গোপী ২৯৬, ৩১৩, ৩০০
গোষ্ঠীপূর্ণপাদ ৩২০
গৌড়ীয়-সম্পাদক ৩৫৪
গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ ৭, ২৪৫, ৩০৫, ৩৫৪
গৌরগোপাল-বিগ্রহ ২২৭
গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৯১, ৯৪
গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ ১৯
গৌরদাস বাবাজী ৩৫৩
গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি ২৮৯
গৌরপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী ৯৫
গৌরবাই বা গৌরাই ১৪৬
গৌরসুন্দর ১, ২১, ২৫, ৭১, ১২০, ১৬২, ১৬৬, ১৯৮, ২০৩, ২১৩, ২১৬, ২১৭, ২২৮, ২৭২, ২৭৩, ৩৪৫
গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ২
গৌরসুন্দর-বিগ্রহ ৫৫
গৌরাঙ্গদাস ১৭৩
গৌরী ৩০২
গৌরীশঙ্কর ১৩৫
গ্রাউস্ সাহেব ২৮৩, ২৮৪, ২৯৩, ২৯৮, ২৯৯

ঘ

ঘনশ্যাম ২৬১
ঘনশ্যাম দাস ২৬০

চ

চন্দ্রশেখর মহাদেব ২৮৯
চতুর্ভুজ নারায়ণ ২৯৯
চন্দ্রশেখর ২৯৩
চন্দ্রা ২৩৫
চন্দ্রাবলী ১৫৮, ১৫৯, ১৭৮, ১৭৯, ২৯৪, ৩০২, ৩০৩, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৫
চন্দ্রাবিহারীর মূর্ত্তি ২৯৪
চম্পকলতা ১৮০
চামুর ৭০, ৭৩
চিত্রক ২৩, ২৪, ৩১৩, ৩৩৩, ৩৩৫
চিত্রা ১৮০
চিন্তামণি (বেশ্যা) ৪৪
চিরঞ্জীবলাল (পূজারী) ৬৩
চিরঞ্জীবলাল শর্ম্মা ৩৪৮, ৩৫০
চৈতন্যদেব ২০২, ২০৮, ২৪১, ২৪২, ২৪৭, ২৪৮
চৌখেলাল সিং ১৩০
চৌবে মদনমোহনজী ৬৩
চৌবেসিং ১৩০

জ

জগদানন্দ (পণ্ডিত) ১৯, ২৭৪, ২৭৫
জগদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব ২, ৯, ৮২, ৮৩
জগন্নাথ ৬১, ১৩৪
জগন্নাথ দাস ১১২
জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ২৮০, ৩০৪, ৩৪৭, ৩৫০
জগন্নাথ দেব ৭০
জগন্নাথ সরীণ ৬৫
জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন ৮২
জগমোহন ২৮৩
জগাইমাধাই ৩৫১
জটিলা ১৭৭, ৩০৩
জয়কৃষ্ণ দাস ৩৫৩
জয়দেব ২৬
জয়দেব দাস ১৭১
জাহাঙ্গীর ২৮২
জাহ্নবাঠাকুরাণী ২৩৩
জাহ্নবী দেবী ২১৭
জাহ্নবী মাতা ২২৮
জীবগোস্বামী ২১৫, ২৩০, ২৩২, ২৫৫, ৩০৬, ৩১১, ৩১৮, ৩১৯, ৩২১
জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী ৯৪

জীবনদাস ১০৭
জ্ঞানমঞ্জরী ২১৬

ঠ

ঠাকুর নরোত্তম ১৩৫
ঠাকুর বৃন্দাবন ৭৯
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ২০৪, ২৩৫
ঠাকুরমহাশয় ১৫৯, ৩০৯, ৩১১, ৩৩১

ত

তীর্থ মহারাজ ৬, ২০, ১৩০, ২৩৬
তুঙ্গবিদ্যা ১৮০
তুলসী ১৭৭, ১৭৮, ৩৩৮
তুলসীদাসজী ৩২৯
ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৪

দ

দন্তবক্র ১৪০-১৪৫
দয়ারাম ১৬১
দাউজী ১২৪, ২৯৩, ২৯৪
দামোদর ২৯২
দামোদর ১৭৫
দামোদর দাস ৬৫
দাস গোস্বামী ১৫৯, ২০৪, ২১৬-২১৮, ২২৯, ২৩৪
দিনদাস ৪২

দীর্ঘবিষ্ণু ৫৯, ৭১
দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী ১২২
দুর্ব্বাসা ৫৯, ৩২৮
দেবকী ৬৩, ৬৬, ২০৯, ৩৩৭
দেবকীনন্দন ৫৭
দেবকীনন্দন দাস ৬৩
দেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী ৯৪
দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ৫, ১৯-২১, ৫২, ৫৬
দ্বারকা দাস ৩০০, ৩০১

ধ

ধনিষ্ঠা ১৭৭, ৩৩৮
ধেনুকাসুর ১১৩-১১৬, ১১৮
ধ্রুব ৫৭, ৭০, ১০৬, ১০৯

ন

নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী ৯৪
ননীগোপাল দাসাধিকারী ৯৫
নন্দ ২৪, ৭৩, ১১৬, ১৪৪-১৪৭, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ২৬৪-২৬৬, ২৭৮, ২৯১, ৩১৩, ৩৩৫, ৩৩৬
নন্দগোপ ১৪৩
নন্দ মহারাজ ১৬৯
নন্দীশ্বর ২৭০
নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ২, ১৮, ১২৭

নরসিংহ ৭৭
নরহরি চক্রবর্ত্তী ৮০
নরহরি সরকার ২৩০
নরহরি সরকার ঠাকুর ৮
নরেশের মাতা ৩০৭
নরোত্তম দাস (ঠাকুর) ৯, ১১, ৭১, ১৩৮, ১৪০
নরোত্তমদাস ৩৫২
নল-দময়ন্তী ২৫
নহর সিংহ ২৯৩
নারদ ১০৬, ১৫১, ১৫২, ২৫৬, ২৫৭, ৩৪১, ৩৪৬
নারায়ণ (ভগবান্) ৫, ৩৪, ২২৫, ২৯৬, ৩৩৭
নারায়ণ দাস ২৬১
নারায়ণ (মূর্ত্তি) ১০৬
নিতাই ২১৬
নিতাই-গৌর-গদাধর (বিগ্রহ) ২১৬
নিতাই ব্রহ্মচারী ৯৪
নিতাই মণ্ডল ২১৬
নিত্যানন্দ ২৬, ৪৯, ৭৫, ২৮০
নিত্যানন্দ প্রভু ২০৪
নিশিকান্ত মৌলিক ২
নিশিকান্ত সান্যাল ২, ৪
নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার ৯৪

নৃসিংহদেব	৭০
নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী	২০
নৈষধ	২২

প

পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়	২
পতিতপাবন ব্রহ্মচারী	৯৫
পত্রক	২৩, ২৪, ৩১৩, ৩৩৩, ৩৩৫
পদ্মনাভজীউ	৫৯
পদ্মনাভ দাস	৪৮
পদ্মাবতী	৭৫
পরমানন্দ (পূজারী)	৬৩
পরমানন্দ বিদ্যারত্ন	১৯, ২০, ৩০৪
পরমেশ্বর দাস	১৬০
পর্ব্বত মহারাজ (স্বধামপ্রাপ্ত)	৪১
পাটলীমল	৭১
পাতালদেবী	৭০
পিপ্পলেশ্বর	৭৬
পুরীগোসাঞি	২৭৭
পুরীপাদ	২৭৮
পুরী মহারাজ	৪, ১৮
পূর্ণ দত্ত	৩০০
পৌণ্ড্রক	১৪১

[illegible]	৩৬
[illegible] সরস্বতী	৩১৪, ৩৪৬
[illegible] (পূজারী)	৬৫
[illegible] গোস্বামী	১২৬
[illegible]	১৭২
[illegible]	১২১
[illegible] দাস	২৮০

ব

[illegible] বাবাজী	৩২৭
[illegible]	২৩, ২৪, ৩৩৫
[illegible] (মূর্ত্তি)	২২৮
[illegible]	২৭৬
[illegible]	১৪১, ২২৭
[illegible]	১৭২, ২০৯, ২৫৪
[illegible]	৫৭
[illegible]নারায়ণ	১৬১
[illegible] কন্ধ	১০৭
[illegible] মহাদেব	২১৬
[illegible] মহারাজ	২-৪, ৮, ৯, ১২, ৬৬, ৮২, ৯৯, ১০০, ১১৯, ১৬৭, ২৩৭
[illegible] দাস	২৫৬
[illegible]রাজ	৬১

বরাহদেব ৫৯, ৬০
বরাহবদন (শ্রীবিগ্রহ) ৭৫
বলদেব ৩৬, ৪২, ৫৭, ৭৩, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১২৪, ১২৮, ১৭২, ২১২, ২৫৪, ২৭০
বলদেব (শ্রীমূর্ত্তি) ৭০, ২৯৪
বলভদ্রদেব ৭০, ১১৩
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ১০১, ২৮৮
বলরাম (ভগবান্) ১৬, ১৭, ৭২, ৭৪, ৭৫, ১১৬, ১১৮, ১৭০, ২৩০ ২৫৭
বলি (মহারাজ) ৫৭, ৭০
বলিমুকুন্দ ১৩৬
বল্লভদাস ১২৩
বল্লভ-ভট্ট ৭৫
বল্লভ ভট্টাচার্য্য ২১৭
বল্লভাচার্য্য ১২০, ১২৭, ১২৯, ১৫৪, ২০০, ২৪৭, ২৮৪, ২৯৩, ২৯৪
বসুদেব ৬৬, ৭৩, ১৪১, ১৭৯, ২০৯, ৩৩৭
বাচস্পতি মিশ্র ২৯
বাবুলাল ৬৩
বামনজী ৭০
বার্ষভানবী ১৭৭, ১৮১, ১৮৩, ২১৪, ২৪১-২৪৩, ২৪৫-২৪৯, ৩১১

বাসুদেব (ভগবান্) ৩৫, ৩৬, ৬১, ৬৩, ১৪৩, ১৪৪, ২১০, ২৮৪
বাসুদেব ঘোষ ১৫৭, ২১৭
বিঠ্ঠল মাধজী ১২১
বিঠ্ঠলেশ্বর ৭৫, ২৭৪
বিদুরণ ১৪২
বিনোদবিহারী দাস ৯২
বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী ৯১
বিরোচন ৫৭
বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ৯৪
বিল্বমঙ্গল ৩০, ৪৩-৪৫
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ২০৬
বিশাখা ২৫, ১৮০
বিশ্বনাথ (কাশী) ২৮০
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১১৫
বিশ্বরূপপণ্ডিত ৩০৬
বিশ্বামিত্র ৪৫
বিশ্বম্ভরদেব ৬০
বিষ্বক্সেন ২০৯
বিষ্ণু (ভগবান্) ৫, ১৫, ৪১, ৫৯, ২১০, ২৭৯, ৩৩২
বিষ্ণুচিত্ত আলেবার ১০৭
বিহারীজীউ ৫৯, ১২৩

বীরভদ্র মহাদেব	৫৭
বৃন্ধা (পূজারী)	১২৯
বৃন্দা	১৭৭, ১৭৮, ৩০২, ৩০৩
বৃন্দাদেবী	২৫৬
বৃন্দাবনচন্দ্র লস্কর	৪৭
বৃষভানু-নন্দিনী	১৯৬, ২৪৪, ৩৫০
বৃষভানু মহারাজ	১৬৮, ১৬৯
বৃষাসুর	২২২
বেণীমাধব	৭০
বেণুপদদাস	১৭১
বোধায়ন মহারাজ	২১
ব্যাসদেব	৩২৬
ব্রজবাই	১২৯
ব্রজসুন্দরী	৩৪১
ব্রজেন্দ্রনন্দন	২৬২, ২৬৭
ব্রহ্মচারী শ্রীহরিপ্রসাদজী	৮৪
ব্রহ্ম	২৯৩
ব্রহ্মা	৩৬, ২১১, ২৭৯

ভ

ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ	৯৩, ১০৯, ৩৫৫
ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১৩, ১৪, ৪৯, ১৮৪, ২৩৬, ৩১৭
ভক্তিবিবেকভারতী মহারাজ	২, ৩, ১২, ১৯, ৮৭, ১৫৯

[illegible] গভস্তিনেমি	২৩৭
[illegible] প্রভু	৮৪
[illegible] সাগর মহারাজ	১৩৩
[illegible] মহারাজ	১২৭, ২৩৭
[illegible] গোস্বামী	২০, ৮২
[illegible] সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ	৯৮, ১২০, ৩০৪
[illegible] মহারাজ	৮৭, ৯৩, ১১৩
[illegible] দাস	২৮২
[illegible] দাস	১৫৫
[illegible] চট্টোপাধ্যায়	১৮, ১৯
[illegible] দাসাধিকারী	৪
[illegible] রায় পণ্ডিত	৩০৮
[illegible]	২২
[illegible] বাবাজী	৩৫৪
[illegible] গোস্বামী	২২৬, ২২৯
[illegible]	৭৬
[illegible] মহাদেব	৫৭, ৬৭-৭০
[illegible] অধিকারী	৯২
[illegible] রায়	৯৪
[illegible]	১১৩

ম

[illegible]	৬৩

মথুরা (পূজারী) ১২৯
মথুরা দেবী ৫৯
মথুরানাথ ব্রহ্মচারী ১২৫
মদনমোহন ৭০, ১২৫, ২০৪, ২১০, ২১৩, ২১৭, ২৮৯
মধুদৈত্য ১২৮, ১২৯, ১৩৩
মধুমঙ্গল ১৭৭-১৭৯, ২৬০
মধুসূদন (বিগ্রহ) ৬১
মধুসূদন দাস (পূজারা) ১২৫
মধুসূদন দাস বাবাজী ৩০৪, ৩০৫, ৩৪৭, ৩৫১-৩৫৫
মধ্বাচার্য্য ৬৭
মনোভিরাম দাস অধিকারী ৯৪
মনোহর দাস ১২৫, ১২৬, ৩০৪, ৩০৫
মহম্মদ সা ৩০৬
মহাদেব ১৭২, ৩৩৯
মহাদেবমূর্ত্তি ৭৬
মহাদেবী ১২৯
মহাপ্রভু ৭৪, ৮৫, ১৮১, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ২১৬, ২২৪, ২২৭, ২৩১, ২৩৪, ২৩৮, ২৬১, ২৬২, ২৭৩-২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ২৮৮, ৩৩১, ৩৪২, ৩৪৮
মহাবিদ্যা ৭৯
মহাবিদ্যেশ্বরী ৫৯, ৭০
মহাবীরজী ৭০, ১০৬, ১২৪, ১৩৫

মহামায়া ৪৩
মহালক্ষ্মী দেবী ৫৯
মাহেশ্বর মহাদেব ২৯৯
মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ৩৪৪
মাধব ৬১, ২৩৫
মাধবেন্দ্রপুরী ১৫, ৫৯, ৭১, ১৯৮, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২১৫, ২৩০, ২৬২, ২৭৫, ২৭৬, ৩৩০, ৩৩৬
মানসিংহ ২৮১, ২৮২, ৩০৬
মানসীগঙ্গা ২২২
মায়াদেবী ২৮৮
মায়াপুরী ২৪২
মিঃ কেম্প (সুপারিণ্টেনডেণ্ট অব্ পুলিস) ৯৬
মিঃ সাদার্স ১৬
মুকুন্দগোপাল অধিকারী ৯৪
মুনি ৩৪৬
মুরলীধর ২৯৪
মুরারি ৩৩০
মূর্ত্তি ৭০, ৭৩
মেনকা ৪৫
মোহনলাল পণ্ডিত ১৫৪

য

যুগল কিশোর ৩০৭, ৩০৮

যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ৮১, ৯৫
যতীন্দ্রনাথ নন্দী ৯২
যতীন্দ্রমোহন পাল ১৫৫
যদুনন্দন ৩৫২-৩৫৫
যদুনাথ কবিরাজ ৯৩
যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী ২, ১৮, ৯৩
যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ৯৫
যামুনমুনি (মহাত্মা) ৩২৪, ৩২৫
যমুনাজী ঠাকুর ১২৯
যমুনাদাস ১৭২
যমুনাহরি ১২৫-১২৭
যশোদা ১৭, ২৪, ১৩৬, ১৪৪, ১৪৬, ২৭৮, ৩১৩, ৩৩৬
যশোমৎ সিং ২৫৪
যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন (ডাক্তার) ৯২

র

রজক ২৩, ২৪, ৩১৩, ৩৩৩, ৩৩৫
রঘুনাথ (দাস গোস্বামী) ১৫৯, ২০৪, ২২৫, ২২৬, ২২৮
২৩২, ২৪১, ২৫৫, ২৮১, ২৯৫, ৩০৬, ৩১১, ৩১৫,
৩৩৮, ৩৪০, ৩৫০
রঘুনাথ ভট্ট ৮১
রঘুপতি উপাধ্যায় ৩৩৬
রঙ্গজী ২৫৫

[illegible] ১৮০
[illegible] ৭৬, ৭৯
[illegible] ৫৭, ৭০
[illegible] ৭৯
[illegible] ৩৫৮
[illegible] ৯, ২৬
[illegible] ৯
[illegible] ২৯৭
[illegible] গোস্বামী ৭১, ১৩৬, ১৩৮-১৪০,
১৪৫, ১৫০, ১৬৫, ১৬৬
[illegible] ১১, ১৩, ১৩৫, ১৪৮, ১৫৮, ১৭৩, ১৭৬-১৭৯,
[illegible], [illegible], ২১৩, ২২১, ২২২, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬
[illegible], [illegible], ২৭৫, ২৮১, ২৮২, ২৯৬, ৩০২, ৩৩৭,
৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৯
[illegible] ২৫৩
[illegible] ৬৫
[illegible] রায়বাহাদুর ৬৫
[illegible] ২১৭
[illegible] ১৮৪, ২০৪, ২০৫, ২৪৭
[illegible] দাসাধিকারী ৪, ৯৫
[illegible] ১২৩
[illegible] ২১৭, ২৮৯

রাধামোহন দাস ২১৬
রাধারমণ ২১৭, ২২৯
রাধারমণ চরণ দাসজী ৩৪৮
রাধারমণ ব্রহ্মচারী ৯৫
রাবণ ২৫, ৭৬, ৭৮, ২৪২
রাম ১১৭, ২৫৮
রামকৃষ্ণ ৭২ ৭৩, ২৭৩
রামচন্দ্র (ভগবান্) ১৫, ৭৬, ৭৮, ১৬১, ৩৪৪
রামচন্দ্র দাস ১১২
রাম দাসজী ৩০১
রামপ্রসাদ ২১৬
রামহীরালাল সরাফ ১৩৪
রামানন্দ রায় ৫০
রামানুজীয় বৈষ্ণব ৩০৭
রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ ২
রুদ্রদেব ৬৮, ২৭৯
রূপগোস্বামী ৫, ২৩, ৩০, ৩৭, ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৯৮, ১৫৯, ১৮১, ১৯৭, ২০৪, ২০৭, ২৩৮, ২৪৪, ২৪৮, ২৭৪, ৩০৯-৩১১, ৩১৪, ৩১৬-৩১৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৮
রূপমঞ্জরী ৯, ২৪, ২৫, ২৬, ১৭৫
রেবতী ১১১, ২২৯

রেবতী-বলরাম ১৬৮
রোহিণী ৭৫

ল

লক্ষ্মণ ১৬০
লক্ষ্মণদেশিক ২০৯
লক্ষ্মী ৬২, ৩৩৯
লক্ষ্মীবাই ১০৭
লবণ ৭৬
[illegible] ২২
ললিতা ১৮০, ১৮১, ২১৫, ২২৩, ২২৬, ২৩১, ৩৪৪, ৩৪৫
লাড়ুগোপাল ১৩৫
লালা দ্বারিকা দাস ১৩৪
লালাবাবু ১২৫, ১২৮, ৩০৬
[illegible] ৬৫
লোকনাথ প্রভু ৩১০
লোচনদাস ঠাকুর ৭৯

শ

[illegible] ২৯
[illegible] ২৫৭, ২৫৮
[illegible] দাস ৩২৪
[illegible] ৫৭, ৭৬
[illegible] ১৩৫, ১৩৭

শান্তনুরাজা	১৩৬
শালগ্রাম	৬২, ১০৬, ১৩৫
শাম্ব	১৪১, ১৪৩, ১৪৪
শাহ-আলম	১৭২
শিব	২৭০
শিবলাল	১৬১
শিবলাল শর্ম্মা	৩৪৮
শিবানন্দ ব্রহ্মচারী	৯৪, ১৩০, ২১৩
শিশুপাল	১৪১, ১৪৫
শিহ্লনমিশ্র	৪৪
শীতলদাস	১৩৬
শুকদেব গোস্বামী	২৭০
শেঠজী খেমজী কুম্বারজী	২৯৪
শেষশায়ী (ভগবান্)	১৫
শৈব্যা	১৫৮, ১৭৮, ১৭৯, ২৩৫, ৩০২, ৩৩৮
শ্বেতবরাহ	৭৫
শ্যামরে (পূজারী)	৬৩
শ্যামসুন্দর	২১৭
শ্যামানন্দ প্রভু	২২৮
শ্রীদাম	২৪, ১১৪, ১১৬, ১৪৯, ২৭০, ৩১৩, ৩৩৫, ৩৩৬
শ্রীধর মহারাজ	২১
শ্রীধরস্বামী	২০২

[illegible]	৩০১
[illegible]	[illegible] ৭১, ১১৩, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৬৬, ১৬৮, ২১৭, ২২৮, ২৮৬, ২৯৫, ৩০৩
[illegible]	১৫৫
[illegible]	১৪১
[illegible] মহারাজ	২০

স

[illegible] রায়	২, ৮৭
[illegible]	৩৬
[illegible]	৩০৭
[illegible] ব্রহ্মচারী	২
[illegible] ব্রহ্মচারী	৯৫
[illegible]	৩৪১
[illegible] গোস্বামী	৯৮, ২৬০, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮৯, ৩১০, ৩২৯, ৩৪২
[illegible] (বড়)	১১২
[illegible]	৬২
[illegible]	১১৯
[illegible]	২২
[illegible]	৩৫২
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী	২, ৯২

সিন্ধিয়া মহারাজ	১৩০, ১৭২, ২৯৯
সীতা	২৫
সীতানাথ	২১৬
সুদর্শন ব্রহ্মচারী	৯৫
সুদর্শন-সনাতন দাসাধিকারী	৯৪
সুদর্শন সনাতন প্রভু	৯৩
সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী	৮৪
সুদাম	২৪, ৩১৩, ৩৩৫, ৩৩৬
সুদামা-মালাকার	৭১
সুদেবী	১৮০
সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ	২, ১১, ১৮, ৬৪, ৯৩, ১০৭, ১২২
সুবরণ দাস	১১২
সুবল	১১৪, ১১৬, ১৭৭, ২২৩, ২২৪
সুমঙ্গলাদেবী	৫৭
সুরেশচন্দ্র সরকার	৯১, ৯৪
সূক্ষ্মবুদ্ধি	৩০৩
সূর্য্যবিহারা	৩৫২
সেলিম	২৮২
সোমগিরি	৪৩
স্তোককৃষ্ণ	১১৪, ১১৬
স্বরূপ	১৭৫
স্বরূপদাস বাবাজী	১৫৫

হ

[illegible]	২৬০, ২৬১
[illegible]	২২৭
[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী	৪, ৮৩
হরি	১৩, ৬১, ১০৬, ২০৬
হরিগোপাল দাস	৩৫৩
হরিদাস	১৭৩
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	৫
হরিদেব	৬০, ২৮২-২৮৬
হরিপদ দাসাধিকারী	৯৪
হরিপদ বিদ্যারত্ন	২, ১২, ১৫, ১৮, ১৯, ১৫৬, ১৫৯, ২১৮, ২৩৫, ৩০৯
হরিবিনোদ দাসাধিকারী	৯৪
হরিহর	৬৩
হরেকৃষ্ণ দাস	১৬০
[illegible]	৭৬
[illegible]	৭৫

স্থান-সূচী

অ

অক্রুরগ্রাম	৭৯
অটলতীর্থ	৭৯
অধিরূঢ়	৫৬
অন্নকূট গ্রাম	২৭৩
অন্নকূট-পূজার স্থান	২৯০
অপ্সরাকুণ্ড	২৯০
অবিমুক্ত	৫৬
অবিমুক্ততীর্থ	৭০
অম্বর	২৮২
অম্বরীষ-টীলা	৫৯, ৭০
অযোধ্যা	৬৪, ৭৬, ১০৭, ১৩৫, ২০৯
অরিষ্ট-কুণ্ড	২২৪
অষ্টসখীর কুঞ্জ	২৩০
অষ্টসখীর কুণ্ড	২৩১
অষ্টসখীর ঘাট	২৩১
অসিকুণ্ড	৫৮

আ

আগ্রা	৮৩
আড়াইল-গ্রাম	২৪৮

আড়িং	১৬৮, ২৮৩
আড়িং-গ্রামের বাজার ও দোকান	২৯২
[illegible]	১৫৩
[illegible] (মন্দির)	৭৫
[illegible]	৬১
আন্যোর	২৬১, ২৯০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪
[illegible]	২৫৫
[illegible] স্টেট	৩০৬
[illegible]	২১৬
[illegible]	১৩৯, ১৪৫-১৪৭
আরিট-গ্রাম	১৮১, ২১৬, ২২০, ২২৪, ২২৫
[illegible]	৩০০
[illegible] গ্রাম	১৩৪

ই

[illegible]	৬৬
ইন্দ্রধ্বজ বেদী	২৯০, ২৯২

উ

উচাগাঁও	২২২, ২২৩, ২৪১
[illegible]	৫৬
উদয়পুর স্টেট	৩০৭
উদ্ধবকুণ্ড	২৫৪, ২৮৯
উদ্ধবের মন্দির	২৫৪

ঋ

ঋণমোচন ও পাপমোচন কুণ্ড ২৯০, ২৯২
ঋষি-তীর্থ ৫৭
ঋষিতীর্থের টিলা ৭০

এ

এলাহাবাদ ২, ৩, ২০

ও

ওম্পার গ্রাম ১২৩, ১২৪

ক

কংসখালি ৭৪
কংস-খেড়া ৭৪
কংসটিলা ৭০, ৭৪
কঙ্খল ৫৬
কটক ৮৪
কদমখণ্ডী ৭৯, ১৭৪, ২২০, ২৯৮
কলিকাতা ৯২
কলিযুগটিলা ৭০
কাটরা ৭৪
কাণপুর ৩, ২১, ১০৭
কাম্যবন ২৯৪, ৩১৪, ৩৪৬
কালাচাঁদের মন্দির ২৩০
কাশী ২০, ২১, ৯৪, ২৮০

কামই ২৩০
কিলোল-কুণ্ড ২৬০, ২৯০
কুব্জাকূপ ৫৯, ৭৪
কুব্জাটিলা ৭৪
কুব্জার মন্দির ৭৪
কুমুদবন (কুমদবন) ৭৮, ১১৯, ১২০–১২৪, ১৩৮, ১৪০, ১৪১
কুমুদ-সরোবর ১২০
কুবলয়াপীড়বধ-স্থান ৭৩
কুরুক্ষেত্র ১৪৫, ১৪৭, ৩০০
কুসুমসরোবর ১২, ২৩৪, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৭২, ২৭৮, ২৮৯, ৩০৭
কৃষ্ণকুণ্ড ১২১, ১২৪, ১৩২, ১৫৪
কৃষ্ণগঙ্গা ৫৮, ৭০
কৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী ৭৪
কোকিল ৩০২
কেশবদেবের মন্দির ৭৮, ১০৬, ১৬১
কেশীঘাট ১৫৫
কোটিতীর্থ ৫৮

খ

খায়রাগ্রাম ২৯২
খিচরবন (খিচরী) ১৪০, ১৫০
খিচরী-গ্রাম ১৫১

খুলনা ২৯, ৮১
খেতুরী ৪৬
খেরা ২৯৮
খেলনবন ২৬০

গ

গঙ্গামাতার স্থান ২২৬
গতশ্রমতীর্থ ৬৯
গদাধর-চৈতন্য-মন্দির ২২৯
গন্ধর্ব্বকুণ্ড ২৯০
গন্ধেশ্বরা-স্থান ১৩৮-১৪০, ১৫০
গম্‌নাগ্রাম ৩
গয়াঘাট ২৩১
গরুড়গোবিন্দ ৭৭, ১৪৯
গাঁঠুলি-গ্রাম ২৭৩, ২৭৪, ৩৫৫
গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ স্থান ২৯০
গিরিধরপুর ১৩৪
গিরিরাজ (গোবর্দ্ধন) ২৫৯
গুহ্য ৫৬
গোকর্ণ ৫৫
গোকর্ণেশ্বর ৭৭, ৭৮
গোকুল ১২, ১৪৬, ১৪৮, ১৮২, ২০৮, ২৬৬
গোকুলানন্দের মন্দির ২২৭

গোঘাট ২১৭, ২৮৯
গোপকূয়া ২১৬, ২২৯-২৩১
গোপালপুরা বা যতিপুরা ২৯০, ৩০১
গোপালভট্ট গোস্বামীর ভজন-কুটীর ২২৮
গোপালস্থান ৭৪
গোপীনাথ ৭৯
গোপীনাথের মন্দির ২২৭, ২২৮
গোপীস্থলী ৭০
গোবর্দ্ধন ৩০৪, ৩০৫
গোবর্দ্ধন-কুণ্ড ১২৫
গোবর্দ্ধন-ক্ষেত্র ২৮৬
গোবর্দ্ধনগ্রাম ২৭৮, ২৮৫, ২৯০
গোবর্দ্ধন মুখারবিন্দ ২৯০
গোবর্দ্ধনের জিহ্বা ২২৯
গোবিন্দকুণ্ড ২৫৫, ২৭৫, ২৯০, ৩০৪
গোবিন্দ-ঘাট ২৩২
গোবিন্দজীর মন্দির ২৮২, ২৮৩
গোবিন্দমন্দির ২৩০
গোয়ালপুকুর বা গোয়াল-কুণ্ড ২৬০, ২৯০
গোয়ালিয়র ২৫৩
গোয়ালিয়র ষ্টেট্ ৩০৭
গোরাই ১৩৯, ১৪৮

গোলোক	২০৮, ২০৯, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৪
গোলোক-বৃন্দাবন	১৯৭, ২০৩
গৌরনিত্যানন্দের মন্দির	২৮০, ২৯০
গৌরপাড়া	৭৭
গৌরবাই (গৌরাই)	১৪৭
গৌরীতীর্থ	১৭৮, ২৯০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩

ঘ

ঘণ্টাভরণ	৭০
ঘণ্টাভরণঘাট	৫৮
ঘণ্টাভরণতীর্থ	৫৮
ঘুশীপুরা	১৫৩

চ

চক্রতীর্থ	৫৮, ৭০
চক্রেশ্বর মহাদেবের স্থান	২৯০
চটকপর্ব্বত	২৭৫
চন্দ্রসরোবর	১৫৯, ২৯২-২৯৬, ২৯৮
চন্দ্রাসরোবর	২৯৩
চব্বিশ ঘাট	৫৫, ৬৬
চাকলেশ্বরঘেরা	২৮০
চৈতন্যমঠ	২৪৬
চৌবেপাড়া	৭৫

ছ

ছটিকরা	৭৮, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৬৯
ছোট ঝরণা	৩৫৩

জ

[illegible] (দক্ষিণ গ্রাম)	১৩৮, ১৭০
জগন্নাথ-মন্দির	২৩০
[illegible]	৩৪১
জনকী	১৬৯, ১৭৩, ১৭৪
জম্বুদ্বীপ	৩১১
জলযাত্রা	৭৭
জয়পুর	১৩৫, ১৩৬, ২৮১, ২৮২
জান-অজান বৃক্ষ স্থান	২৯০
জাহ্নবাঘাট	২৩২
জাহ্নবীদেবীর মন্দির	২১৭
জীবগোস্বামীর ঘেরা	২১৫
জীবগোস্বামী ঘাট	২৩২
জৈত	১৫৪
জ্ঞানকবরী	৫৭

ঝ

ঝুলন-ঘাট	২১৭
ঝুলন-বট	২১৭
ঝুলনবট-ঘাট	২৩২

ট

টার্সি ১৪৬

ড

ড্যাম্‌পিয়ার পার্ক ৪

ঢ

ঢাকা-নগরী ৬, ২৯, ২১৬, ২৩৬

ঢানা ১৩৯, ১৪৬, ১৪৭

ত

তপঃ ৩৪১

তরাস ২৩০

তারফরা ১১৫

তারসী ১১১-১১৩, ১১৬

তালবন ৭৮, ১১০, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৯, ১২৪

তালবনের মন্দির ১১১

তালসী ১১৫

তিন্দুক (বাঙ্গালীঘাট) ৫৬

তিন্দুকতীর্থ ৭০

তুঙ্গবিদ্যার স্থান ২১৭

তোষ ১৫৩, ১৬৯, ১৭০

ত্রিপুরা ৪৭

দ

দক্ষিণকোট ৫৬

দক্ষিণগ্রাম ১৬৮, ১৭৪

দণ্ডকারণ্য ১৫

দতিহা ১৩৬, ১৩৮-১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০

দশাশ্বমেধ ঘাট ৫৮, ৭৭, ১৯৭

দশাশ্বমেধতীর্থ ৫৮

দাউজীর মন্দির ১২৪, ১৫৪

দানকুণ্ড ২৭০

দানঘাটী ২৯০

দালীরায়ের মন্দির স্থান ২৯০

দাসগোস্বামীর খেরা ২১৭

দাসগোস্বামীর ভজন-কুটীর ২২৬

দিগ্‌দরজা ৭৬

দিল্লী ১৪৮, ২৫৫

দীর্ঘবিষ্ণু ৫৫

দুদা-গ্রাম ১২৩

দ্বারকা ১৪৪, ২০৩, ২১১-২১৩, ৩০০

দ্বারবতী ১৪৩

ধ

ধনুক-ভঙ্গ-স্থান ৭২

ধারাপতনতীর্থ ৫৮, ৭০

ধ্রুবঘাট ৫৭

ধ্রুবজী মন্দির ১০৭

ধ্রুবটিলা	৭০, ৮১, ১০৫, ১০৭, ১০৮
ধ্রুবতীর্থ	৫৭

ন

নগ্রা	১৫৩
নদীয়া	২৯
নন্দিনা-ঘেরা	২৩০
নন্দীশ্বর	২৭৯
নবতীর্থ	৫৮
নবদ্বীপ	৮৭, ২৮০, ৩২৭
নবিপুর	১২২
নহর	১৭৪
নাগতীর্থ	৫৮
নারদকুণ্ড	২৫৬, ২৫৭, ২৯৮
নারায়ণসরঃ বা নারায়ণ সরোবর	২৯৮, ২৯৯
নিতাই-গৌর-সীতানাথের মন্দির	২১৬
নির্ব্বিশেষ ধাম	৩৪২
নীপকুণ্ড	২৯০
নীলাচল	৬১
নৃসিংহদেবের স্থান	২৯০

প

পঞ্চতীর্থ	৭৭, ১৪৮
পঞ্চপাণ্ডব ঘাট	২০২

পরব্যোম	১৯৭
পরাশৌলিগ্রাম	২৯২, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৮, ৩০৩
পাঞ্জাব	২৮২
পাবনা	২৩০
[illegible]	৩০১
পুছরি	২৯০, ৩০১
পুরী	১১২, ২২৯
পুরুষোত্তম	১৪৮
পৈঠগ্রাম	২৯৭-২৯৯, ৩০১
[illegible]	৫৭, ৭০
প্রয়াগ	৩, ৫৬, ৬১, ১৯৭
প্রয়াগ-ঘাট	৫৭

ফ

[illegible]	১২৩
[illegible]	১৫৩

ব

[illegible]	৩০৬
[illegible]	২২৬, ২২৭
বটস্বামী তীর্থ (বটস্বামী)	৫৭
বদরিকাশ্রম	২২৫, ২২৭
বনবিহার	৭৭
বরাহক্ষেত্র	৭০

বর্ষাণ ১২২, ১৬৮, ২৭৯.
বলদেও-বিলাস ৮২, ৯৫, ৯৯
বলদেবক্রীড়াস্থলী ৭৫
বলদেবজীর রাসমণ্ডল ২৯০
বলদেবের মন্দির ১১৩, ১২৪, ১৭২, ২৫৪
বলভদ্রকুণ্ড ৫৭, ৭০, ১১১, ১১৮, ১১৯, ১৬৮
বলরাম-কুণ্ড ১৭২, ২৩১, ২৯০
বলিটিলা ৭০
বল্লভাচার্য্যের বৈঠক ১২৫,১২৭,১২৯,১৫৫,২১৭,২২৭,২৮০
২৯০, ২৯৩, ২৯৪
বসতি-গ্রাম ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪
বসুদেব-ঘাট ৭০
বহিন্‌গাঁও ৩৫২
বহুলাকুণ্ড ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৬০, ১৭১
বহুলাবন ১২৪, ১৩২, ১৪০, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৮,
১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৬২, ১৬৫-১৬৭, ১৭০,
১৭১, ২২০
বহুলামন্দির ১৫১
বাটী বা বাথি ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৬০, ১৬৯, ১৭০
বাদ ১৪৬
বারাণসী ৪২
বাঁকেবিহারীর মন্দির ১৬০, ১৬১

বিম্বরাজঘাট ৫৮
বিম্বরাজতীর্থ ৫৮
বিরজা ১৯৭, ২০৩
বিল্বকুণ্ড ২৯০
বিশ্রান্তিঘাট ৭৭, ৭৮
বিশ্রান্ত তীর্থ ৬৮
বিশ্রামঘাট ৭০
বিশ্রামতীর্থ ৫৫, ৫৬, ৬০, ৬৯
বিষ্ণুকাঞ্চী ৬১
বিষ্ণুধাম ৭৬
বিহারকুণ্ড ২৯০
বিহারবন ১৭৩
বিহারীজীর মন্দির ১২৪
বৃন্দাবন ২৯৮, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১
বৃন্দাবন-দরজা ৭৬
বৃষভানুকুণ্ড বা ভানুখোর ২৩১
বৃষভানুপুর ১১
বৈকুণ্ঠ ১৮২, ২০৩, ২০৮, ২০৯, ৩১১, ৩৩৭, ৩৩৮,
৩৪১, ৩৪৩,
বৈকুণ্ঠ-ঘাট ৫৮, ৭০
বোধিতীর্থ ৫৭
ব্যাসখেরা ২৩০

ব্রজ ১১, ৮৭, ৯০, ১২৩, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৮
ব্রজভূমি ৯৮
ব্রহ্মকুণ্ড ৭৮, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০
ব্রহ্মতীর্থ ৫৮
ব্রহ্মলোক ১৯৭
ব্রহ্মহ্রদ ৭৯

ভ

ভরতপুর ১১৩, ২৫৪, ২৫৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৯২, ২৯৮, ৩০১, ৩০৭, ৩০৮
ভরতপুর-দরজা ৭১, ৭৬
ভরতপুর মহারাজের ধর্ম্মশালা ২১৬
ভরতপুর মহারাজের মন্দির ২১৭
ভাগসা ২৮৪
ভারত ৩০৮
ভুবঃ ২০৮, ৩৪১
ভূঃ ২০৮, ৩৪১
ভূতেশ্বর ২০, ৫৫, ৯৯
ভৈরববাজার ১৭৩
ভোজনস্থলী (ভাতরোল) ৭৯
ভৌমব্রজ ৩৩৭, ৩৪৪
ভ্রমর-ঘাট ২১৬, ২৩১

ম

মথেরা ১৫৩, ১৫৪, ১৬৯
মধ্যস্থান ৭৩
মণিকর্ণিকা ৫৮, ৭০
মণিপুর ১৭৩, ১৭৪, ২১৬, ২৩০
মণিপুর মহারাজের ঠাকুরবাড়ী ২১৫
মণিপুর রাজের মন্দির ২২৭
মথুরা ২৯২, ২৯৮, ৩১১, ৩১৩, ৩৩৭, ৩৫৮, ৩৪১, ৩৫৩
মথুরা ক্যান্টনমেণ্ট ৯৫
মথুরা-ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশন ৪, ৯৯
মথুরা-সিটি-ষ্টেশন ১৩৬, ১৪৮
মধ্যদেশ ২৮০
মধুকুণ্ড ১০৮, ১১০, ১২৮
মধুবন ৭৮, ৮১, ৮৩, ৯৯, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১৫, ১১৬, ১২৩, ১২৪, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৬
মধুবনবিহারীর মন্দির ১২৯
মনোহরপুর মহল্লা ৭১
মন্দার ৬১
মনমনসিংহ ১৭৩
মধুরগ্রাম ১৬৭, ১৭৪
মল্লপুরা ৬৬, ৭০
মহঃ ৩৪১

মহম্মদপুর ২৯৩
মহাপ্রভুর উপবেশনঘাট ২৩১
মহাবন ১৬৯, ২৯৯
মহাবিদ্যা ৫৫
মহাবিদ্যাকুণ্ড ৫৯, ৭০
মহাবিদ্যার মন্দির ৭৯
মহোলি ৮১, ৯৯, ১১০, ১১১, ১২৪, ১২৫, ১২৯, ১৩০, ১৩২-১৩৪
মহোলিগ্রাম ১০৬
মাড়োয়ারী হাসপাতাল ৯২
মাণিকচক্ মহল্লা ৭৫
মাণিকচৌক ৭৭
মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর উপবেশনস্থান ২১৫
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোপাল বা শ্রীনাথজীর প্রকট স্থান ২৯০
শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিশ্রাম স্থান ২৯০
মানসগঙ্গা ১২, ২৭৩, ২৭৮, ২৮২, ২৮৬, ২৮৭
মানস-পাবন-ঘাট ২৩২
মানসরসী ১৬৬
মানসী-গঙ্গা ২৭৯-২৮১, ২৮৩, ২৮৮, ২৯০
মায়াপুর ৬১
মাল্যহারী কুণ্ড ২৩১

মুকুট চিহ্ন ২৯০
মুকুন্দপুর গ্রাম ১২৪
মুর্শিদাবাদ ২৩০
মোক্ষতীর্থ ৫৭
মোর ১৬৭
মোরছান ১৫৪
মোরো ১৫৩

য

যাতিপুরা ২৫৯, ২৬১, ২৬২
যমুনা ৭৪, ৭৭, ১৪৬
যশোদর ২৯
যাবট ১১
যামুনতট ৩১৩
যুক্তপ্রদেশ ৯৬
যুগল-কুণ্ড ২৬০
যুগল-ঘাট ১৭৩
যোগপীঠ (কৃষ্ণজন্মস্থলী) ৭০

র

রঘুনাথদাস গোস্বামীর ঘেরা ২২৮
রঙ্গস্থল ৭৩
রঙ্গকরঘাটিলা ৭০, ৭৯
রত্নসিংহাসন ২৫৭, ২৯০

রাওল বা রাল ১৩৯, ১৫৪, ১৬৮
রাঘব পণ্ডিতের গুহা ২৯০
রাঢ়দেশ ২৩৮
রাণাঘাট ২২৮
রাধাকুণ্ড ৩০৪, ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৫, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫৫
রাধাগোবিন্দ-মন্দির ২২৯
রাধাদামোদরের মন্দির ২২৮
রাধাবাগ ১৭৪
রাধামাধবের মন্দির ২১৬, ২২৭
রাধা-ললিতা-কুণ্ড ২৫২
রাধাসরোবর ২২২
রামপুর ১১৯
রায়া ষ্টেশন ৩
রাল ১৫৩, ১৫৪, ১৭৩, ১৭৪
রাল-গ্রাম ১৭১, ১৭২
রেণুক-কুণ্ড ১৬৮

ল

লক্ষ্মণজীর মন্দির ১৬০, ১৬১
লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ২৮৮
লগমোহন কুণ্ড ১৭৪
লঙ্কা ৭৬

[illegible] ২৮৪
[illegible] ১৭১, ১৭৫, ১৮১, ১৯৪, ২১৪, ২১৫, ২২৯, ২৩২, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৫, ৩০৫, ৩৪৫
[illegible] মন্দির ২৩০
[illegible] ১২৩
[illegible] ২৮২
[illegible] ([illegible]) ৩

[illegible]

[illegible] ১৪৯
[illegible] ১৪৯
[illegible] ১৩৯
[illegible] ২৯০
[illegible] ৭৮, ১৩০, ১৩২-১৩৪, ১৩৬, ১৩৭
[illegible] মন্দির ১৩৫
[illegible] ২৩১
[illegible] ৫৭, ৭০
[illegible] মন্দির ২৯০
[illegible] ১০, ২১৬, ২১৭, ২২০, ২২২, ২২৪, ২২৬-২৩২, ২৭০, ২৭২, ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩৩৯
[illegible] ২৯০
[illegible] মন্দির ২২৮
[illegible] ২১৭

শ্যামুকুঠরি	২৫৭
শ্রীধাম-মায়াপুর	৬৪, ২৪৬
শ্রীনাথজীর মন্দিরের স্থান	২৯০
শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুর মন্দির	২১৭
শ্রীহট্ট	২২৯

ষ

ষষ্ঠীকরা	১৩৮
ষষ্ঠীকরাটবী	১৩৯, ১৪৮
ষষ্ঠীঘরা বা ষষ্ঠীকরা	১৪৮

স

সংযমনতীর্থ	৫৮
সকুনা	১৪৯, ১৫৩, ১৬৭
সখীস্থলী	৩৩৮
সঙ্কর্ষণ কুণ্ড	১৬৬, ২৯০, ২৯৫
সট্টিঘরা	১৪৮, ১৬৯
সত্য	৩৪১
সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীর	২৯০
সপ্তসমুদ্রকূপ	৫৭
সরবন-কুণ্ড	১৫০
সরস্বতীকুণ্ড	৫৯, ৭০
সরস্বতী পতনতীর্থ	৫৮
সাতোডা গ্রাম	১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৫১, ২৯২

সারনাল	২৮২
সালিমাবাদ	২৬১
সাহার	৩৫৩
সিদ্ধিয়া	১১১, ১৩০, ১৬১, ১৭২
সীতানাথের মন্দির	২৩০
সুদামা-গৃহ	৭১
সুরভিকুণ্ড	২৯০
সূর্য্যকুণ্ড	১৭৩, ৩০৪, ৩৪৭, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪
সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়ালাঘাট	৫৬, ৭০, ২১৭
সূর্য্যতীর্থ	৫৭
সোনাইগ্রাম	৩
সোমতীর্থ (গো-ঘাট)	৫৮, ৭০
[illegible]	২০৮
[illegible]	৫৫
[illegible]	৩৪১
স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ	১৮১

হ

হনুমান-গড়	১৩৫
হনুমানজীর মন্দির স্থান	১৫০, ২৯০
হরদীকুণ্ড	২৯০
হরিগোকুল	২৬১
হরিদাস মঠ	২২৯

হরিদেবের মন্দির	২৮২, ২৮৩, ২৮৭, ২৮৮
হাজারিবাগ	২০
হাত্‌রাস্	৩
হার্ডিঞ্জ গেইট্	৭৬
হিন্দু ইউনিভারসিটি (কাশী)	৯৪
হোড়ল	৩৫২
হালিদরজা	৭৪, ৭৬

—:*:—

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

প্রাথমিক উদ্যোগ

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ঔদার্য্যময়ী লীলায় শরৎকালের অবসানে তাঁহারই মাধুর্য্যময়ী লীলার লুপ্তস্থান-সমূহ পুনঃ প্রকট এবং স্বভজন-লীলা-বিস্তারের জন্য শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশবনভ্রমণ-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই ঋতুতেই শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক আপামর সাধারণকে ব্রজবন-ভূমি পরিক্রমার সুযোগপ্রদানার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহারই আদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার উদ্‌যোগে কার্ত্তিকব্রতকালে অনুক্ষণ "সাধুসঙ্গ, শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্-ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীধাম-বাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন"রূপ এই পঞ্চাঙ্গ সাধনমুখে শ্রীমথুরামণ্ডলস্থ কৃষ্ণলীলাস্থলী-পরিক্রমার আয়োজন হইতে লাগিল। ভারতের বিভিন্ন-স্থানে বিভিন্ন ভাষায় সাময়িক পত্রে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার কথা প্রচার এবং প্রচারকগণের দ্বারা সর্ব্বত্র পরিক্রমার আহ্বান প্রচারিত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ প্রমুখ প্রচারকবৃন্দ পরিক্রমার প্রারম্ভিক আয়োজন করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের অব্যবহিত পরেই শ্রীমথুরায় প্রেরিত হইলেন। গত ১লা অক্টোবর (১৯৩২) অপরাহ্ণ ৪টা ১০ মিনিটের দিল্লী-এক্সপ্রেসে শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল; শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় ভক্তিরত্ন, ব্রহ্মচারী শ্রীরাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী, ব্রহ্মচারী শ্রীসজ্জনানন্দজী, গৌড়ীয়সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সহিত মথুরাভিমুখে যাত্রা করেন। বর্দ্ধমানে—শ্রীযুক্ত উর্দ্ধমন্থি দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ, ধানবাদে—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীল নিশিকান্ত মৌলিক এবং তথাকার রেলওয়ে বিভাগের বিশিষ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দ; এলাহাবাদে—শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত গৌরসুন্দর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ, ব্রহ্মচারী শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ;

কাণপুরে—শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ সেবাকোবিদ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ এবং হাতরাস জংসনে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন ও বন্দনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

২রা অক্টোবর প্রত্যূষে ৫॥ ঘটিকার সময় ট্রেণ এলাহাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিল। প্রয়াগ-শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে অনেক ভক্তই উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ প্রভু কাণপুর হইতে অনেক সময় শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে ছিলেন। হাতরাস জংসন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটরযানে এবং অবশিষ্ট ভক্তবৃন্দ আরও দুইটী বাসে প্রায় [illegible] মাইল পশ্চিমাভিমুখে শ্রীমথুরার দিকে যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে হাতরাস ৮০৪ মাইল। হাতরাস হইতে বি, বি এণ্ড সি, আই রেলওয়ের ছোট লাইন মথুরাভিমুখে চলিয়াছে, তাহারই পার্শ্ব দিয়া হাতরাস্ হইতে মথুরার রাস্তাও চলিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই ধারের পল্লীগুলি নয়নপথের পথিক হইয়া থাকে। মথুরার ১০ মাইল থাকিতে 'সোনাই' গ্রাম, তৎপরে বি, বি, সি, আই রেলওয়ের 'রায়া' ষ্টেশন। মথুরার ৩ মাইল থাকিতে '[illegible]' গ্রাম। প্রায় ২ মাইল থাকিতে 'লোবন' বা লোহবনের দৃশ্য দূর হইতে দেখা যায়। যমুনার পূর্ব্বপারে লোহবন। যমুনার উপর একটী দীর্ঘ সেতু রহিয়াছে, সেই

সেতু পার হইয়া পশ্চিমপারে আসিলে মথুরায় উপনীত
হওয়া যায়। পূর্ব্বপারে থাকিয়া যমুনার তীরবর্ত্তী মথুরা
নগরীর অট্টালিকা ও বিভিন্ন স্নানঘাট এবং মন্দির-সমূহে
দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে যমুনা
পারে উপস্থিত হইলেন এবং মথুরানগরী দর্শন করিয়া
দণ্ডবৎপ্রণাম ও শ্রীযমুনাদেবীকে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে
দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—

চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ৫।১৩ সংখ্যাধৃত পদ্মপুরাণবাক্য)

শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু, ভক্তিসুধাকর প্রভু
ও শ্রীমদ্ বন মহারাজের সহিত পূর্ব্বেই মথুরা-ক্যান্টনমেন্ট
ষ্টেশনের সন্নিকটস্থ 'ড্যাম্‌পিয়ার পার্ক' নামক স্থানে অবস্থিত
'বলদেও বিলাস' (মুর্শানকুটী) নামক সুবৃহৎ ভবনে আসিয়া
পৌঁছিয়াছিলেন। তদনুগামী ভক্তগণও ২রা অক্টোবর
সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীধাম
বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি
শ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ,
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত ভববন্ধচ্ছিৎ
দাসাধিকারী বি-এ, বি-এল, ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত হয়গ্রীব
ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি সতীর্থগণ উপস্থিত ছিলেন।

[illegible] শ্রীপ্রভুপাদের কীর্ত্তন

[illegible] উপস্থিত হইবামাত্রই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণানু-
[illegible] আরম্ভ করিলেন। প্রভুপাদ অনেক
[illegible] বলিয়াছিলেন, আমরা কেবল চুম্বক আকারে সেই
[illegible] আবৃত্তি করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—
"[illegible] কথা গত ১৩ই আশ্বিন (১৩৩৯),
[illegible] (১৯৩২) স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর
[illegible] হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ
[illegible] নিকট হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু
[illegible] অনুশীলনের কথা না বলিয়া
[illegible] কথাই বলিয়াছেন। 'ব্রহ্মানুশীলন'
[illegible] 'ব্রহ্ম'শব্দের মুখ্য অর্থে
[illegible] 'কৃষ্ণানুশীলন'
[illegible] অনুশীলনের প্রতিপাদ্য বস্তু এবং
[illegible] পূর্ণতার অভাব আছে। কৃষ্ণানু-
[illegible] কার্ষ্ণানুশীলন আবশ্যক, কার্ষ্ণানু-
[illegible] কৃষ্ণানুশীলন হয় না।

[illegible] কার্ষ্ণানুশীলন অনুকূলভাবে হইলেই
[illegible] করে। কার্ষ্ণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা,
[illegible] তাঁহাকে প্রাকৃত বিচার—কৃষ্ণের

অনুশীলন নহে। শ্রীগুরুদেব নিজে কখনও কৃষ্ণ সাজেন না, তিনি সকলকে কার্ষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজে ভোগ বা ত্যাগ করেন না। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বল্লভ-সম্প্রদায়ের কোন 'গুরু'-নামধারীর প্রতি বোম্বাই-হাইকোর্টের যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, সেইরূপ অভিযোগে আক্রান্ত ব্যক্তিত্বে গুরুত্ব নাই। 'গুরবে সর্ব্বস্বং দত্তাৎ' বিচারে শিষ্যব্রুব স্ত্রীকেও গুরুব্রুবের ভোগের জন্য প্রদান করিবে—এইরূপ বিচার কখনও কার্ষ্ণের চরিত্রের বিচার নহে। গুরু বা কার্ষ্ণ কি ঐরূপ ভোগাসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি? আগে বিচার করিলেই ত' হয়,—ভোগ বা ত্যাগ কি কার্ষ্ণের ধর্ম্ম? গুরু বা কার্ষ্ণের কৃষ্ণেন্দ্রিয়পরায়ণতা ব্যতীত আর কি কোন চেষ্টা থাকে?" এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ববঙ্গের কোন প্রসিদ্ধা নগরীর অবৈধ স্ত্রৈণসম্প্রদায়ের প্রতি গুরুব্রুব-সম্প্রদায়ের চাটুকারিতা এবং তদ্দ্বারা উদর-ভরণ ও পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা-নগরীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের হরিকথা-প্রচারের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে ঐ প্রকার গুরুব্রুব-সম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের পতাকাবাহীর প্রতি নানাপ্রকার উৎপীড়ন প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিয়া গুরুব্রুব-সম্প্রদায়ের মনোভাবের সহিত পরদুঃখদুঃখী অকৃত্রিম আচার্য্যের লোকহিতৈষিণী চিত্তবৃত্তির পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল

গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের ব্রজভজনের আদর্শ এবং তথাকথিত বেশধারিগণের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-কামনার কতকগুলি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অভূতপূর্ব্ব ভজন ও বিপ্রলম্ভময় চরিত্র বর্ণন করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল কথা প্রকাশ না করিয়া কোন বিশেষ প্রবন্ধে বা লেখনীতে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

সদ্‌বৈদ্য বা সদ্‌গুরুর সাধক-শিষ্যকে বিধিমার্গ-উপদেশই গুরু-কৃপা; কিন্তু সাধক বা রোগী বৈদ্যকে—সুস্থ চিকিৎসককে রোগীর পথ্য সাগু-বার্লি-প্রভৃতি ব্যবহারের আদর্শ দেখাইবার জন্য যদি অবৈধভাবে আবদার করেন, তাহা হইলে কোন দিনই 'সুস্থের আদর্শ' বলিয়া কোন আদর্শ জগতে প্রকাশিত থাকিতে পারিবে না। সদ্‌বৈদ্য কোন কোন সময় সাধককে সাধনে প্ররোচিত করিবার জন্য কৃপা-পূর্ব্বক সাধকোচিত আদর্শ প্রদর্শন করেন বলিয়া সাধক বা শিষ্য যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ঐরূপ বিচারে রাখিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে শিষ্যের শিষ্যত্ব বা গুরুর সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতারূপ গুরুত্ব বিনষ্ট হইয়া পড়ে। ঐরূপ বিচার কখনও ভক্তিপথের সদ্‌গুরু বা সচ্ছিষ্যের আদর্শে নাই, উহা অভক্তি-পথের গুরু ও শিষ্যগণের বিড়ম্বনা মাত্র।

গোষ্ঠানন্দী গৌরজন

৩রা অক্টোবর মধ্যাহ্নের পর শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু, শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু, শ্রীমদ্ বন মহারাজ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ পরিদর্শন করিতে যান। অপরাহ্ণে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মুক্তপুরুষগণের স্বাভীষ্ট-প্রার্থনাময়ী মহাজন-গীতি নিজ-ভক্তগণের দ্বারা কীর্ত্তন করাইয়া সিদ্ধিলালসার আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনর্থ-নিবৃত্তিতে যে একমাত্র প্রয়োজন, তাহা প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্ব্বাচন-অনুসারে শ্রীল বাসুদেব প্রভু মূল-গায়করূপে, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত গীতি-সমূহ ক্রমে ক্রমে মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে কীর্ত্তন করেন,—

(১)

হরি হরি ! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি ॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ, বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়্‌রস-ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥

পরিক্রমা করিয়া বেড়া'ব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই' যমুনাপুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল-বংশীবটে।
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব-নিকটে ॥
নরোত্তমদাস কহে করি' পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

(২)

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে মরণে।
তাঁ'র স্থান, তাঁ'র লীলা দেখোঁ রাত্রিদিনে ॥
যে স্থানে লীলা করে যুগল-কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ ভোর ॥
শ্রীকলমঞ্জরী-পদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি ॥
শ্রীরতিমঞ্জরী দেবি ! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া ॥
শ্রীরসমঞ্জরী দেবি ! কর অবধান।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্মধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

৪ঠা অক্টোবর বেলা ১১টার সময় শ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু, শ্রীমদ্ বন মহারাজ ও শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ-সমভিব্যাহারে শ্রীরাধাকুণ্ডে

গমন করেন। অপরাহ্ণে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ব দিবসের মত নিজ-অনুগত ভক্তগণের দ্বারা নিম্নলিখিত কএকটী মহাজন-গীতি কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ করেন,—

(১)

হরি হরি আর কবে পালটিবে দশা।
এ' সব করিয়া বামে, যা'ব বৃন্দাবনধামে,
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন-জন-পুত্র-দারে, এ'সব করিয়া দূরে,
একান্ত হইয়া কবে যা'ব॥
সব দুঃখ পরিহরি' বৃন্দাবনে বাস করি'
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত-সমান হেন,
কবে পিব উদর পূরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড-জলে, স্নান করি' কুতূহলে,
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে যে স্থানে,
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে,
নিবেদিব চরণ ধরিয়া॥
ভোজনের স্থান কবে, নয়ন-গোচর হবে,
আর যত আছে উপবন।

তা'র মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন,
আশা করে যুগল চরণ॥

(২)

দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা,
নিত্য চিদানন্দময়॥
বৃষভানুপুরে জনম লইব,
যাবটে বিবাহ হবে।
ব্রজগোপীভাব হইবে স্বভাব,
আন ভাব না রহিবে॥
নিজ-সিদ্ধদেহ, নিজ-সিদ্ধনাম,
নিজ-রূপ, স্ববসন।
রাধাকৃপাবলে লভিব বা কবে
কৃষ্ণপ্রেমপ্রকরণ॥
যামুন-সলিল আহরণে গিয়া
বুঝিব যুগল-রস।
প্রেম-মুগ্ধ হ'য়ে পাগলিনী-প্রায়
গাইব রাধার যশ॥

৫ই অক্টোবর শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীঅষ্টসখীর কুঞ্জে (হেতমপুরের রাজার ঠাকুরবাড়ী) সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ

বিদ্যাবিনোদ শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে "নিবৃত্ততর্ষৈঃ" শ্লোকের শ্রৌতসিদ্ধান্তানুযায়ী বিশেষ ব্যাখ্যা হইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনবাসী কএকজন আচার্য্য-সন্তান, ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বাবাজীবেশধারী, সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সায়ংকালে শ্রীল প্রভুপাদ নিজ ভক্তগণের দ্বারা স্বভজনের উদ্দীপক মহাজন-গীতাবলী কীর্ত্তন করাইয়া শ্রবণ করেন। শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব প্রভু, শ্রীমদ্ বন মহারাজ, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু প্রভৃতি ভক্তগণ নিম্নলিখিত কএকটী সঙ্গীত শ্রীল প্রভুপাদের নির্ব্বাচনানুসারে কীর্ত্তন করেন—

(১)

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, যামুনতীর॥
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা॥
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর।
বৃন্দাবনতরুলতিকাক'নীর॥
খগ-মৃগকুল, মলয়-বাতাস।
ময়ুর, ভ্রমর, মুরলী-বিলাস॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা।

বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি॥
এ'সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাঁউ।
এ'সব ছোড়তু পরাণ হারাউ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ॥

(২)

যমুনা-পুলিনে কদম্বকাননে
কি হেরিনু সখি আজ।
শ্যামবংশীধারী মণিমঞ্চোপরি
করে লীলা রসরাজ॥
কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রস্রবণ।
অষ্টদলোপরি শ্রীরাধা-শ্রীহরি
অষ্টসখী পরিজন॥
সুগীত-নর্ত্তনে সব সখীগণে
তুষিছে যুগল ধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি' প্রকৃতি সুন্দরী
বিস্তারিছে শোভা বনে॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব
ও' লীলা-রসের তরে।

ত্যজি' কুল-লাজ ভজ ব্রজরাজ,
'বিনোদ' মিনতি করে ॥

(৩)

কৃষ্ণবংশীগীত শুনি' দেখি' চিত্রপটখানি,
লোকমুখে গুণ শ্রবণিয়া।
পূর্ব্বরাগাক্রান্ত চিত, উন্মাদ-লক্ষণান্বিত,
সখীসঙ্গে চলিল ধাইয়া ॥
নিকুঞ্জকাননে করিল অভিসার।
না মানিল নিবারণ, গৃহকার্য্য অগণন,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি' বিচার ॥
যমুনা-পুলিনে গিয়া, সখীগণে সম্বোধিয়া
জিজ্ঞাসিল প্রিয়ের উদ্দেশ।
ছাড়িল প্রাণের ভয়, বনেতে প্রবেশ হয়,
বংশীধ্বনি করিয়া নির্দ্দেশ ॥
নদী যথা সিন্ধু-প্রতি, ধায় অতি বেগবতী,
সেইরূপ রসবতী সতী।
অতি বেগে কুঞ্জবনে, গিয়া কৃষ্ণ-সন্নিধানে
আত্মনিবেদনে কৈল মতি ॥

শ্রীমথুরায় শ্রীপ্রভুপাদের বাণী

৬ই অক্টোবর প্রাতঃকালে 'বলদেওবিলাসে' মথুরার মাননীয় তহশীলদার সাহেব আগমন করেন। ইনি সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম, এ ; বি, এল মহোদয় শরণাগতি হইতে "কেশব তুয়া জগত বিচিত্র" গানটী কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন এবং পরে ইংরেজীতে ইহার সারমর্ম্ম বলিলেন। তহশীলদার সাহেব শেষশায়ী ভগবানের স্তবসূচক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বিষ্ণুপাসনা এবং মহাভারত-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলে শ্রীল প্রভুপাদ 'দশমূল'-শিক্ষার "আন্নায়ঃ প্রাহ" শ্লোক এবং শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথিত "শ্রুতিমপরে" শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যা করিয়া অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের পারতম্য কীর্ত্তন করিলেন। বিষ্ণুর বিভিন্ন প্রকাশমূর্ত্তিসমূহে পঞ্চ মুখ্য-রস এবং তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসের যুগপৎ অপূর্ব্ব সমাবেশ ও সমন্বয় প্রকাশিত হয় নাই। নাভির নীচ হইতে নিম্নাঙ্গ-সমূহ অর্থাৎ চিন্ময় সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা একমাত্র পূর্ণতম পুরুষ কৃষ্ণেরই সেবা-সাধিত হয়। একপত্নী-ব্রতধর শ্রীরামচন্দ্র পুরুষশরীরধারী দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের

অভিলাষ পরিপূরণ করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণাবতারের অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, ওহিও-(Ohio)-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ সাদার্স যখন "শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা ধর্ম্মের ইতিহাসে কি তাৎকালিক ভারতীয় অসভ্যতার নিদর্শনসূচক ?"—এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত অধ্যাপককে জ্যামিতি-শাস্ত্রের কোণ-বিষয়ক দৃষ্টান্ত-দ্বারা বুঝাইয়া বলেন যে, দ্বিসমকোণ বা সরলকোণ 'কোণ'-সংজ্ঞায় আখ্যাত হইলেও তাহাতে যেরূপ কোণ-গত অঋজুতা নাই, তাহা শুদ্ধ সরলরেখামাত্র, তদ্রূপ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তমেও কোনপ্রকার হেয়তা আরোপিত হইতে পারে না। যেখানে মাপিয়া লওয়ার ধর্ম্ম 'মায়া' তিরোহিত হইয়াছে, সেখানে কোনপ্রকার কোণ-গত হেয়তা নাই, ১৮০ অংশ কোণে কোনপ্রকার অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে না। যদিও প্রাকৃত জীবে ও অপ্রাকৃত লীলাপুরুষোত্তমে বাহ্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তথাপি একটী মায়ার হেয়তাযুক্ত, আর একটী সর্ব্বতোভাবে মায়া-নির্ম্মুক্ত ও চিদ্‌বিলাস-সৌন্দর্য্য-সমন্বিত —আলেয়া ও অগ্নি, চূণগোলা ও দুগ্ধের বাহ্য-সৌসাদৃশ্যের ন্যায়।

যখন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংসকে বিনাশের জন্য প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা পথে এক রজককে

দেখিতে পাইয়াছিলেন। রজকের কার্য্য মলিন বসন পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া এবং নানাপ্রকার বর্ণের দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা। এই রজক স্মার্ত্তবাদের প্রতীকস্বরূপ। স্মার্ত্তবাদের প্রভুই নির্ব্বিশেষবাদ—যাহার প্রতীক কংস। স্মার্ত্তবাদ জগতের প্রাকৃত দুর্নীতির মলিনতা, প্রাকৃত পাপাদির মলিনতা প্রায়শ্চিত্তাদিজলে ধৌত ও নানাপ্রকার ফলশ্রুতির বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহাকে কৃষ্ণের নিত্যনাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অস্বীকারকারী কংসস্বভাব নির্ব্বিশেষবাদ-প্রভুর সমীপে উপহার দিবার জন্য গমন করে। বলরাম ও কৃষ্ণই যে স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বয়ংরূপতত্ত্বরূপে সমগ্র উপকরণ, এমন কি, কংসেরও মালিক—নির্ব্বিশেষ ধারণা যে কৃষ্ণের অসম্যক্ প্রতীতি, স্মার্ত্তবাদ ইহা বুঝিতে না পারিয়া পূর্ণচিৎসবিশেষবিগ্রহ কৃষ্ণের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিলে কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষবাদের ভৃত্য রজকস্বভাব-স্মার্ত্তবাদকে নিরাস করেন। পরতন্ত্রতার জন্যই নীতির নিগড়। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তমের জন্য তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যকল্পিত নীতির শৃঙ্খল নহে। তিনি তাঁহারই স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীযশোদার প্রীতিরজ্জুতে, গোপীগণের প্রেমরজ্জুতে আবদ্ধ হন।

এইরূপ কৃষ্ণপারতম্য-বিষয়ে অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদ তহশীলদার-সাহেবকে 'Relative Worlds' ও 'Vedanta' নামক গ্রন্থদ্বয় উপহার প্রদান করিলেন।

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে প্রচার

পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় অদ্যও শ্রীধামবৃন্দাবনবাসী সত্যানু-
সন্ধিৎসু ভক্ত ও ব্রজবাসিগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-
বৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ
প্রকাশ করেন। তদনুসারে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় লাল-
বাবুর ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাট্যমন্দিরে 'গৌড়ীয়'-
সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যা-
বিনোদ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত
হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল; অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুবর
দাসাধিকারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য এম্-এ, বি-এল;
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ
পাঠের পূর্ব্বে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' কীর্ত্তন
করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠরক্ষক শ্রীমদ্-
ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও অষ্টসখীর মন্দিরের কামদার
শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।
এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম-বৃন্দাবনবাসী কএকজন আচার্য্য-সন্তান,
পণ্ডিত, বাবাজী-বেশধারী বহু ব্যক্তি এবং বহু শিক্ষিত
ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত থাকিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ
ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব দিবস হইতে এ-
দিবস শ্রোতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত

ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীধামবৃন্দাবনে শুদ্ধ-হরিকথা
পুনঃপ্রচারের জন্য ঐকান্তিকী চেষ্টা আদর্শ-স্থানীয়।

যাত্রিসঙ্ঘের আগমন

ঐ দিবস (৬ই অক্টোবর) কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ
সর্ব্বাধিকারী কেটি, সি, আই, ইস্টরিরত্ন মহাশয় আচার্য্য
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর পরবিদ্যা-
পীঠের পণ্ডিত শ্রীগৌরদাস কাব্য-ব্যাকরণতীর্থের সহিত
শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের
শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীমথুরায় আগমন
করেন। অপরাহ্ণে শ্রীমথুরার "বলদেও বিলাসে" শ্রীল
প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের
আদেশে শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু গৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দের
'প্রেমবিবর্ত্ত' হইতে "গোরা ভজ, গোরা ভজ, গোরা
ভজ ভাই", শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের
'প্রার্থনা' হইতে "কবে হ'ব বৃন্দাবনবাসী" এবং শ্রীযুক্ত
হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু 'শ্রীশরণাগতি' হইতে "রাধাকুণ্ডতট-
কুঞ্জকুটীর" এই কএকটী গান মৃদঙ্গ-করতালাদির সহিত
কীর্ত্তন করেন। স্যর দেবপ্রসাদকে শ্রীল প্রভুপাদ উপযুক্ত

আসন-গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেও স্বর দেবপ্রসাদ সর্ব্বসাধারণের সহিত নিম্ন আসনে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছিলেন।

৭ই অক্টোবর প্রাতঃকালে এলাহাবাদ-জংসন হইতে প্রেরিত শ্রীমদ্‌ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর একটী টেলিগ্রাম শ্রীল প্রভুপাদের নামে পাওয়া যায়। তাহাতে ৭ই তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আড়াইশতের অধিক লোক পরিক্রমায় যোগদান করিবার জন্য আসিতেছেন—এই সংবাদ পাওয়া গেল। স্বর দেবপ্রসাদ আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত প্রত্যূষে শ্রীবৃন্দাবনে যান।

বৈকালে আড়াইশত সংখ্যার অধিক যাত্রী (স্ত্রী-পুরুষে) মথুরায় আসিয়া পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুও তৎসঙ্গে আসেন। মহিলাগণের জন্য মথুরা-ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট হইতে ভূতেশ্বর যাইবার রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটী সুবৃহৎ ধর্ম্মশালায় পৃথক্ আবাস-স্থান প্রদত্ত হয়। এতদ্ব্যতীত কএকটী বিভিন্ন ধর্ম্মশালায় ও বলদেও বিলাসের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণমাঠে কএকটী তাঁবুতে অনেকগুলি লোকের স্থান হয়। ৭ই অক্টোবর যাত্রীর সংখ্যা প্রায় পাঁচশত হইয়াছিল।

৮ই অক্টোবর কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এবং হাজারিবাগ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীনৃসিংহানন্দজী

কাশীধাম ও অন্যান্য স্থানের প্রায় ৩০জন যাত্রীর সহিত প্রত্যূষে বলদেও বিলাসে উপস্থিত হইলেন। কানপুর-হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক শ্রীধর মহারাজ এবং শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজও উপস্থিত হইলেন।

প্রভুপাদের হরিকথা

দ্বিপ্রহরে (৮ই অক্টোবর) বিরাট্ কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইবার পর শ্রীল প্রভুপাদ সমবেত ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ও নির্ব্বাচনানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ শ্রীল ঠাকুরমহাশয়ের 'প্রার্থনা' হইতে "আর কবে পালটিবে দশা"—এই গানটী কীর্ত্তন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বর দেবপ্রসাদ আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে অভিবাদনপূর্ব্বক নিম্নে শ্রোতৃমণ্ডলীর আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার এক একটী পদ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—"ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রসকেলি যে-যে স্থানে"—এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—"আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' মানি।" সেই

শুদ্ধ মনে স্থায়িভাব রতির সহিত বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর সম্মিলনে রসের উদ্ভব হয়। সেই রস পঞ্চ মুখ্যরস ও তৎপুষ্টিকারক সপ্ত গৌণরসরূপে ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক চমৎকার-প্রাচুর্য্যের ভূমিকাস্বরূপে সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া থাকে। সেই সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়ই 'বন' নামক আধার, তাহা দ্বাদশ রসের আলয়স্বরূপ। যে-যে স্থানে রসক্রীড়া উদিত হয়, সেই সেই স্থান রসে মাখা-জোখা হইয়া প্রেমপ্লাবিত হইয়া পড়ে। যদি এনিকাটের (annicut) মত রসের প্লাবনে কোনপ্রকার অন্যাভিলাষ-লেশের রুদ্ধ কপাট ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে আর রসের উৎস সেরূপভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না। অচেতনের আধারে ভাবনাবর্ত্ম মনোধর্ম্মে যে প্রাকৃতরসের উদয় হয়, তাহারই বিশ্লেষণ ও বিবৃতি ভাবপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ বা ভরতমুনির রসশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নৈষধ-চরিত, সাবিত্রী-সত্যবান্, শনির পাঁচালী, ওথেলো-ডেস্‌ডেমোনা, লয়লা-মজ্‌নু প্রভৃতি প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার চরিত্র-পাঠে হৃদয়ে যে-সকল রসের উদয় হয়, তাহা অস্থায়ী ভাব-ভূমিকার রসোদয় মাত্র। তাহাতে রসের বিষয় অদ্বিতীয় অসমোর্দ্ধ-বস্তু নহে। কিন্তু দ্বাদশবনে যে রস, তাহাতে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অদ্বয়জ্ঞান—একমাত্র রসের বস্তু।

শান্তপ্রেম, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, মধুরপ্রেম—এই পঞ্চ প্রেমের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ।

"সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণস্থানে, নিবেদিব চরণে ধরিয়া।"—যাঁহারা ব্রজে বাস করেন, তাঁহারা কৃষ্ণকথা জানেন; কারণ, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ অপ্রতিহত ও অহৈতুক-ভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। গোগণ, গোবৎস-সকল কৃষ্ণের সেবা করেন, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি বর্দ্ধন করেন, কৃষ্ণের দোহন-ক্রীড়ার ক্রীড়নক হন। নন্দনন্দনের সেই গোসকলের সেবা, নন্দনন্দনের সেবা, নন্দনন্দনের পিতৃমাতৃসেবা চিত্রক, রক্তক, পত্রক, বকুলাদি ভৃত্যবর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দ্রবব্রহ্মগাত্রী কালিন্দীর চিন্ময় সলিলের দ্বারা কৃষ্ণের পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দেন। কৃষ্ণ যখন উত্তরগোষ্ঠে ফিরিয়া আসেন, সর্ব্বাঙ্গে ব্রজের ধূলায় ধূসরিত হইয়া আসেন, তখন রক্তক-চিত্রক-পত্রকাদি যমুনার জলের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণের গরুগুলি কি জানেন? তাঁহারা সাক্ষাৎ মহা মহা ঋষি। যাঁহারা বহুজন্ম তপস্যাদি করিয়া—বেদপাঠ করিয়া ভগবানের সেবা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন,—তাঁহারাই ব্রজের গোধন হইয়াছেন—কৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত দুগ্ধ দিতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা তথাকথিত বেদান্তপড়া মুনি-ঋষি নহেন।

প্রত্যেকেরই ব্রজবাসীর আনুগত্যে ব্রজে বাস করা দরকার। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন,—

"তন্নামরূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সুষ্ঠু ভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে তদনুস্মৃতি-ক্রমে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ো-বিচারে অভেদ হইয়া, মনঃকল্পিত চেষ্টাকে সংযত করিয়া, ব্রজ-জনের কোন একের ভাবের অনুগমন করিয়া শ্রীব্রজভূমিতে অবস্থান-পূর্ব্বক অখিলকাল যাপন করাই বিধেয়। ইহাই উপদেশসার। 'ব্রজবাসী' বলিতে চিন্ময় বিচারসম্পন্ন হরিসেবকগণকেই বুঝায়; হরিজনবিরোধী ইতরবিষয়ভোগীকে লক্ষ্য করে না।

যদি চিত্রক, পত্রক, বকুলের আনুগত্য না করি, যদি কৃষ্ণের অনুগামী না হই, যদি চক্ষু-কর্ণাদির বিষয়ের আনুগত্য করিয়া জড়ের ভোক্তা হই, তাহা হইলে ত' ব্রজবাস হইল না, অনুরাগও হইল না।

"আমি ভোগ করিতেছি, দৃশ্য আমাকে ভোগ করাইতেছে" —ইহার নাম জড়ভোগ বা কৃষ্ণের সেবা-বৈমুখ্য। দাস্যরসের আশ্রয় চিত্রক-রক্তক-পত্রক, সখ্যরসের আশ্রয় শ্রীদাম-সুদাম, বাৎসল্যরসের আশ্রয় নন্দ-যশোদা এবং মধুর রসের আশ্রয় শ্রীরূপ-মঞ্জরী প্রভৃতিতে যদি অনুরাগ-বিশিষ্ট না হই, তাহা হইলে ব্রজবাস কিরূপে হইবে? তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী।

"সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ-স্থানে"—যাঁহার যে-প্রকার রস, তাঁহাকে সেই রসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমাদের যদি মধুর রসের জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে মধুর-রসের ব্রজবাসীর নিকট যাইতে হইবে। যাঁহাদের ললিতা-বিশাখার সঙ্গে দেখা নাই বা শ্রীরূপমঞ্জরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা হয় ত' নল-দময়ন্তীর রস বা রাবণের সীতা-হরণের রসের কথা বলিয়া বসিবেন। গোপীরা বৃন্দাবনের সমস্ত তরুলতার কাছে কৃষ্ণসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

চূত-প্রিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ।
(ভাঃ ১০।৩০।৯)

[যামুনতটস্থিত চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ববৃক্ষসমূহ—যাঁহারা জগতের উপকারী, তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণবিরহকাতর আমাদিগকে কৃষ্ণের সন্ধান প্রদান করুন। কৃষ্ণবিরহে আমাদের হৃদয় শূন্য বোধ হইতেছে।]

শুনিয়াছি, আজকাল ব্রজভূমিতে পনস বা কাঁটাল বলিয়া কোন ফল হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বনভ্রমণকালে অন্তর্দ্দশায় অনেক কাবুলি-মেওয়া-ফলের গাছ যমুনার ধারে

ধারে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা অনুভাষ্যের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব প্রভুও এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। ব্রজবাসী পাঁচ প্রকার; গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামুনসৈকত—ইঁহারাও ব্রজবাসী—ইঁহারা শান্তরসের ব্রজবাসী।

ব্রজবাসিগণের কৃপা-ব্যতীত আমাদের ব্রজবাস হইতে পারে না। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন কেন? অক্ষজ চক্ষু দিয়া কিরূপে তাঁহাদিগকে দর্শন করিব? আমরা মদ-মৎসরতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছি, তাই ব্রজবাসিগণ আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন না—তদনুরাগী না হওয়ার দরুণ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না। নিত্য-লীলায় প্রবিষ্ট যে-সকল ব্রজবাসী আছেন, তাঁহারা কেন আমাদের সঙ্গে কথা বলিবেন? তাঁহারা আমাদিগকে বলেন,—'তোমরা বিষয় অন্বেষণ কর; কৃষ্ণ কি তোমাদের বিষয় হইয়াছেন?' শ্রীরূপ-মঞ্জরী, শ্রীরতি-মঞ্জরীর আনুগত্য-ব্যতীত ব্রজের কথা জানা যায় না। প্রভু-নিত্যানন্দ যেই দিন কৃপা করিবেন, সেই দিন শ্রীরূপ-মঞ্জরী ও শ্রীরতি-মঞ্জরীর কৃপা বুঝিতে পারিব। অন্যথা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—এই বিচারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোক বুঝিতে পারিব না।

কৃষ্ণসেবাবিমুখতা আসিয়া উপস্থিত হইলেই অসুবিধা হইবে। প্রাক্তনদুষ্কৃতিফলে আমাদের নানাপ্রকার অন্য-দেবতার পূজা হইয়া যায়। যাঁহারা অনুকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন, তাঁহাদের চরণ না ধরিলে আমাদের সুবিধা হইবে না। বন ভ্রমণ করিলাম—যদি বন ভ্রমণ করিয়া গাছের ফলটা খাইয়া ফেলিলাম, নাক দিয়া ফুলটী শুঁকিয়া ফেলিলাম,—তাহা হইলে ত' বনভ্রমণ হইল না; বরং বন-ভ্রমণকালে পদদ্বারা ঐসকল স্থান-ভ্রমণে আমাদের অপরাধই উপস্থিত হইল। "গোবর্দ্ধনে না উঠিও" বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের তণ্ড পদ-দ্বারা স্পর্শ করিতে নাই,—জানা যায়। অপ্রাকৃত সখ্যরস উদিত না হইলে ভগবানের স্কন্ধে চিন্ময়পদ স্থাপন করা চলে না। কপট সখ্যরসের দ্বারা ত' ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করা যায় না। সংসার-ভোগের বুদ্ধি লইয়া 'lucre-hunter' হইলে আমাদের বনভ্রমণ হইবে না। কয়দিনই বা বাঁচিব? এই কয়টা দিন অন্য কার্য্যে কেন নিযুক্ত থাকিব? ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

"হইয়া মায়ার দাস, করি' নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ—এই আশে, কপট বৈষ্ণব-বেশে,
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে।"

কপটতার লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রারম্ভিক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলকম্।"

[এই গ্রন্থে নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষমাত্র নহে। মঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তুই জ্ঞেয়; উহা ত্রিতাপ ধ্বংস করে।]

ধর্ম্মার্থকাম ত' পদাঘাত করিবার বিষয়। ভোগি-শ্রেণীর লোকেরাই ঐসকল বস্তুর প্রার্থী। এক বেদান্ত-দর্শন-ব্যতীত অপর পঞ্চ দর্শনে ন্যূনাধিক ধর্ম্ম-অর্থ-কামের কথা বলা হইয়াছে। আর কেবলাদ্বৈতবাদী যে বেদান্তদর্শনের স্বকপোল-কল্পিত ব্যাখ্যা করেন, তাহাও ভোগের প্রতিযোগী ভাব মাত্র। চিৎ-সবিশেষবাদ অস্বীকার করিয়া অচিৎসবিশেষবাদ যেরূপ হেয়তাযুক্ত, 'ঘরপোড়া-গরুর সিন্দুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাওয়ার' ন্যায় চিৎসবিশেষবাদে অচিৎসবিশেষবাদের হেয়তা আশঙ্কা করাও তাদৃশ বা তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গলজনক।

[কতকগুলি মক্ষিকার হরিকীর্ত্তনরত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গে পুনঃ পুনঃ উৎপাত করিবার চেষ্টা-দর্শনে কতিপয় ভক্ত তালবৃন্ত-দ্বারা তাহা তাড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলে] শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—এই সকল ব্রজবাসী; তাঁহাদিগকে উদ্বেগ দিতে হইবে না। আপনারা হরিকথা কীর্ত্তন করুন। আমাকে নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করান। যাহাতে হরিভজনের সিদ্ধি হয়, তাহা করুন। আমার

বন্ধুবান্ধব অনেক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এখন অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাহিরে হরি-ভজনের চেষ্টা দেখাইতেছেন বটে; কিন্তু কার্য্যতঃ অন্তরে অন্য বিষয়ে নিযুক্ত আছেন।

জাগদীশী গাদাধরী তর্কশাস্ত্র, কিম্বা শঙ্কর-মতের আনন্দগিরি, অপ্যয়দীক্ষিতের ন্যায়রক্ষামণি, পরিমল, আনন্দ-লহরী, শিবার্কমণিদীপিকা, বাচস্পতি মিশ্রের ভামতীর সহিত শঙ্করভাষ্য আলোচনা করিতেছি—এইরূপ বিচারে কেহ কখনও নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের কথা বুঝিতে পারিবেন না। কুকুরের ভজন করিয়া 'ভাঙ্গী', ঘোড়ার ভজন করিয়া 'সহিস', লৌহের ভজন করিয়া 'কর্ম্মকার', স্বর্ণের ভজন করিয়া 'স্বর্ণকার' সাজা যায়। ব্রজবাসী হইতে হইলে নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসিগণের একান্ত সেবা আবশ্যক।

ভজনের স্থান-নির্ণয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—'Charity begins at home.' বাউল বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে,—তাহারা শুক্র-শোণিত-মল-মূত্র ভোজন করে। তাহারা জ্ঞানমিশ্র-বিচারের গান করে। যশোহর, খুল্না, নদীয়া, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে ঐ শ্রেণীর বহু বহু লোক আছে। বার প্রকার অপ্রাকৃত রস বাউলাদি তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের লোক বুঝিতে পারে না। বার প্রকার রস যদি একমাত্র কৃষ্ণেই থাকে,

তবে কিরূপে তাহারা অন্যত্র সে রসের অনুসন্ধান করে? সমগ্র প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট আমার এই প্রশ্ন।

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কাঞ্চের অনুসন্ধানের জন্য ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলার দরুণই আমাদের অসুবিধা হইতেছে। "যিনি বাজাইতে বাজাইতে" যদি কাহারও দাঁত-কপাটী লাগিয়া যায়, ঐরূপ ব্যক্তির তাদৃশ কপটতাই কোন কোন অনভিজ্ঞের মতে ভজন-সিদ্ধি বলিয়া নির্ণীত হয়।

ভজনীয় বস্তুকে লাভ করার অর্থ—কৃষ্ণভাবে সম্পূর্ণ বিভাবিত হওয়া। কৃষ্ণ একটী স্থূল পদার্থ নহেন। যে জড়ভোগরত পচা চক্ষু বিল্বমঙ্গল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই পচা চক্ষু দিয়া কি অধোক্ষজ কৃষ্ণকে দেখিয়া ফেলা যায়? যে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যোগানদার, সেইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া যে দেখাইয়া দেয়, সেই লোক এবং সেই পচাচোখ—যাহাতে কএকদিন পরেই ছানি পড়িয়া যায়,—এই উভয়ই ভজনীয় বস্তু ও ভজনের স্থান-দর্শনের প্রতিবন্ধক।

ভজনের রহস্য শ্রীরূপগোস্বামিপাদ দুইটী শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা ভোগী বা ত্যাগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য বা ত্যাজ্য—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি থাকিলে আমরা ভজনকারীর যোগ্যতা হইতে পত্রপাঠ বিদায় হইয়া যাইব।

———

প্রভুপাদের মথুরা-প্রসঙ্গ

ন্যায়শাস্ত্রে "পরিচ্ছিন্ন" বলিয়া একটী কথা আছে। সেই পরিচ্ছিন্ন-শব্দে যাহার চতুঃসীমানা আছে অর্থাৎ যাহাকে মাপিয়া লওয়া যায়, সেইরূপ মায়িক বস্তুকে বুঝায়।

"মায়াধীশ, মায়াবশ—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।" প্রকৃত-প্রস্তাবে মুক্তি লাভ করিতে হইলে চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাপিয়া লওয়ার অর্থ—ভোগ করা। ভোগী দুই প্রকার—(১) সাধারণ উচ্ছৃঙ্খল অনভিজ্ঞ ভোগী এবং (২) দার্শনিক ভোগী। দার্শনিক ভোগীদের আপাত-যুক্তি-তর্ক-বিচার-শাস্ত্র প্রভৃতির নানাপ্রকার ছলনা আছে। তাহাদের ঐ সকল শাস্ত্র ও বিচারের মূল প্রয়োজন—ভোগ। জ্ঞানমিশ্রভক্তিযাজি-সম্প্রদায়, মায়াবাদি-সম্প্রদায় প্রভৃতি দার্শনিক ভোগী।

"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥
বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥"

যেখানে আপনারা বসিয়া আছেন (মথুরায়), সেইটী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা বড় জায়গা। সাক্ষাৎ ভগবান্ এখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নির্ব্বিশেষবাদিসম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কংস সেই নির্ব্বিশেষবাদের আদর্শ। কংসের অনুগামী স্মার্ত্তসম্প্রদায়ও এখানে বিনষ্ট হইয়াছিল। রজক সেই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের প্রতীক।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং"—এই বিচার এই খানে উপস্থিত হইয়াছিল।

মানবজাতি যাহাকে active resistance ও passive resistance বলিতেছেন--উহাদের উভয়ই বহির্ম্মুখতা। কেহ হঠযোগ, রাজযোগ প্রভৃতির দ্বারা বিপথগামী হইতেছেন, কেহ বা পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে পরিচালনা না করিয়া 'বুঁদ্' হইয়া থাকাকেই 'চরম-সাধন' মনে করিতেছেন। ইঁহাদের চিন্তাস্রোতের মূলে—'আমরা প্রভুই

থাকিব, ভগবদ্দাস হইব না'—এইরূপ বুদ্ধি ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তঃপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের ফল্গুবৈরাগ্য ও কৃত্রিম সাধনাদি চেষ্টা বোকা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইঁহারা কখনও প্রকৃত ভগবদ্ভজনের কথা বুঝিতে পারেন না। যদিও ইঁহারা কখনও মুখে বলেন,—আমরা বাবাদলের কৃষ্ণের কথা শুনিয়াছি, ভাগবত পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি; কিন্তু ইঁহারা বস্তুতঃ কৃষ্ণের কোন কথাই শুনেন নাই—শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই—ভাগবত পড়েন নাই। যিনি শতকরা শতভাগই হরিভজন করেন—যিনি ২৪ ঘণ্টাই হরিভজন করেন, তাঁ'র কাছে ছাড়া অপরের নিকট ভাগবত শুনিলে ভাগবতের কথা কিছুই বোঝা যায় না। পূর্ণতম হরিভজনকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে কখনও 'গুরু' বলা যাইতে পারে না। এইরূপ গুরুপাদপদ্মই একান্তভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। শত পরিমাণ শতভাগ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হরিভজনকারীর আশ্রয়ে না থাকিলে কখনও হরিভজন হইতে পারে না।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য প্রভৃতিকে যাঁহারা অপবর্গ বিচার করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞানমিশ্র-বিচারে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য প্রভৃতি লাভ করিয়া 'নারায়ণ' হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদের বিচারও আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। যাঁহারা মুক্তিকে 'শুক্তি' বলিয়া পদাঘাত করিতে না পারেন, তাঁহারা ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারেন না। জ্ঞানবিমুক্ত হইলেই 'শুদ্ধভক্ত'-পদবাচ্য হইতে পারেন। শুদ্ধভক্তিই পরমা ভক্তি। সেই ভক্তিতে চতুর্ব্বিধ কামুকতা নাই। ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষের অভিলাষই কামুকতা।

একদিন ছয় গোস্বামী এই ব্রজভূমিতে এইরূপ কামুকতা-গন্ধহীন হরিকথা বলিয়াছিলেন। এখন আমরা 'পয়সা' 'পয়সা' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি! এখন, কি করিলে পুণ্য করা যায়, কোন্ তীর্থে কতবার আচমন ও সংকল্প করিলে স্বর্গে নানাপ্রকার সুখ-সম্পদ্ অর্জ্জিত হইতে পারে, কোন্ স্থান কতবার ভ্রমণ করিলে চক্ষুর তৃপ্তি অধিক হয়, তাহাতেই আমরা প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভাগবতের কথা আমাদের কাহারও কাণে যায় নাই। কৃষ্ণের কথা আমরা কেহই জানিতে চাহিতেছি না। কারণ, কৃষ্ণের কথা জানিতে হইলে আমাদিগকে কাঞ্চের নিকট যাইতে হইবে। কাঞ্চ আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা না বলিয়া কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা বলিবেন।

বৈকুণ্ঠে ভগবানের কেবল অজত্ব, আর মথুরায় অজের

জগিত্ব। বৈকুণ্ঠে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু মথুরায় ইতিহাসের কথা আছে—ইতিহাসের কথা থাকিলেও তাহাকে ঐতিহাসিকতার দ্বারা আবৃত করিবার কথা নাই। অপ্রাকৃত ইতিহাসকে প্রাকৃত ঐতিহাসিকতার হেয়তা কখনও গ্রাস করিতে পারে না। ইহা প্রাকৃত ঐতিহাসিকগণের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগোচর। মথুরার চারিধারে রজোরহিত বিরজা আছে। মথুরার চারিপার্শ্বে বহির্ভাগে আলোকময় মণ্ডলের নাম ব্রহ্মলোক। কালত্রয়ের ভেদ—যাহা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে, বিরজা নদী পার হইলে আর সেইরূপ কালভেদের কথা নাই। সেখানে অখণ্ড কাল। অখণ্ডকালের ইতিহাসও অখণ্ড। সেখানে খণ্ড ঐতিহাসিকতার কোন হেয়তা নাই।

'আল্লা,' 'God' প্রভৃতি শব্দ হইতে 'বাসুদেব' শব্দ ভগবদ্-বস্তুর স্বরূপ-বিজ্ঞানের অধিকতর উপযোগী শব্দ। দ্বারকানাথে পূর্ণতা, মথুরানাথে পূর্ণতরতা ও গোকুলনাথে পূর্ণতমতা প্রকাশিত। নির্ব্বিশেষবিচার-পরতার পূর্ব্বাবস্থায় আমরা চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকি এবং নির্ব্বিশেষ-বিচারে চতুর্দ্দশভুবনের নাম-রূপ-গুণ-ক্রিয়া ও পরিকরাদির বিলোপের সঙ্গে-সঙ্গে অবৈধ ও অনধিকার-অনুমান-বলে অপ্রাকৃত বস্তুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাকেও বিলোপ করিবার চেষ্টা করি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ পাওয়া যায়।

একমাত্র গুরুপাদপদ্ম-ব্যতীত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রয়োজককর্ত্তা, আর প্রযোজ্যকর্ত্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের।

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

এখানে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, লতিকা উৎপন্ন হয়—বীজের দ্বারা। cause and effect theory জগতে খুব প্রবল। পূর্ব্ববঙ্গে খুব "কেন্?" কথা প্রচলিত। তাঁহারা "কারণ" খুবই জিজ্ঞাসা করেন। চিকিৎসক-সম্প্রদায় 'নিদান' বলিয়া একটী কথা খুব ব্যবহার করেন। মাধবকরাদি নিদান-কৃদ্‌গণ নিদানের জন্য বড় ব্যস্ত ছিলেন। প্রাগনুসন্ধানে বীজই মূল। আমাদের সকলের পিতামহ—ব্রহ্মা; ব্রহ্মার পিতা—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু; 'তিনি কোথা হইতে আসিলেন, তাঁহার মূল কোথায়' অনুসন্ধানে--কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, তাঁহার মূল অনুসন্ধানে—সংকর্ষণ; সংকর্ষণের মূল অনুসন্ধানে—শ্রীবলদেব; শ্রীবলদেব আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ; সুতরাং কৃষ্ণই—সকলের মূল। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধও একই বস্তু চতুর্দ্ধা প্রকাশিত। একটা right angle এর দ্বারা বাদবাকী right angle গুলির মাপ সঙ্গে-সঙ্গেই হইয়া যায়। 'ভজনীয়' বস্তু নিরূপণ করিতে গিয়া 'কারণার্ণবশায়ী ভগবান্' পর্য্যন্ত পৌঁছিলে তাঁহারই projection efficient বা নিমিত্ত-কারণ

এবং material cause বা উপাদান-কারণের অধিষ্ঠাতৃ-বিগ্রহরূপদ্বয় প্রকাশিত হন। গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গ প্রভৃতি বিচারে নিমিত্ত-উপাদান-কারণের যে কথা আছে, তাহার মূলানুভূতি কৃষ্ণপাদপদ্ম। ইহা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের পাঠকগণ দেখিতে পাইয়াছেন।

'স্থূলশরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়'—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূলেন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজন হয় না। কিন্তু এই কয়টাই এই জগতের সম্বল। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু এই ইন্দ্রিয়-সমূহ কিরূপে অতীন্দ্রিয়রাজ্য পৌঁছিবার যোগত্যা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য একটী কৌশল বলিয়াছেন। শ্রীরূপপ্রভু বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় যখন নিজ-চেষ্টায় অতীন্দ্রিয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহা অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে পারে না। এজন্য আরোহীবাদী অপ্রাকৃতের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয়-রাজ্য হইতে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয়-বিষয়-ধারণার যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।

যাঁহারা প্রাকৃতবিচার লইয়া অতীন্দ্রিয়কে ধারণা করিতে যান, তাঁহাদের বিচার 'ভাঙ্গী'র ন্যায় অস্পৃশ্য। উহা অতীন্দ্রিয়ের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা॥"

ব্রজবাসিগণের উপাধির কোন কথা নাই। এই খানেই ব্রজবাসী ও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের সহিত পার্থক্য। ব্রজবাসিগণ স্বভাবতঃই সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, কৃষ্ণপর ও নির্ম্মল। উপাধির কথায় অভিনিবিষ্ট থাকিলে আমাদের স্মার্ত্তের সঙ্গে দেখা হইবে, পরমার্থী বা ভাগবতের সঙ্গে দেখা হইবে না। মথুরা-ভূমিতে যদি জল-কাদা-পাথর প্রভৃতি বুদ্ধি আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে উহা "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিচারের বিষয় হইল। পরমান্নের সঙ্গে যদি কিছু চূণ-সুরকি, গোক্ষুরকাঁটা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেমন উহা মানুষের গ্রহণের অযোগ্য হয়, তদ্রূপ শুদ্ধভক্তি বা সেবার সঙ্গে ঔপাধিক কোন কোন মত মিশ্রিত করিলে তাহা তদ্রূপই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রহণীয় হয়। ঘর-বাড়ী গাঁথিবার জন্য চূণ-সুরকির আবশ্যকতা আছে, উটের খাইবার জন্য কাঁটার প্রয়োজন আছে। উটের যাহাতে অধিকার, মানুষের তাহাতে অধিকার নাই। কতকগুলি লোক মনে করেন,—সুনির্ম্মল ও সুকোমল পদার্থের সহিত মলিনতা ও কণ্টকাদি মিশ্রিত করিয়া যদি ভোজন না করা যায়, তাহা হইলে উহা বড় গোঁড়ামি হইয়া যায়। যাঁহাদের ভগবানের উপাসনা-ব্যতীত অন্য মিশ্র-কার্য্যের বিচার আছে, তাঁহাদের পরমান্ন-আস্বাদনের পূর্ব্ব-

অধিকার নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ভাঁয়োদের (ভাইদের) কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা সুবিমল ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করুন, তাহাতে Peaceএর problem সুষ্ঠুভাবে মীমাংসিত হইয়া যাইবে। যাহাদের রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাবল্য আছে, তাহাদের নির্গুণের অধিকার হয় নাই। জন্ম-জন্মান্তরে তাহারা ঐ সকল কথা বুঝিতে পারিবে।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগের সহিত আমাদের অসহযোগনীতি। একমাত্র ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যক্তিগণই সাধু। তাঁহাদের মধ্যেই সমস্ত সদ্‌গুণ ও আর্য্যতা বিরাজিত।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

হাজার হাজার mental speculationist যে-সকল কথা বলেন, তাহা কেবল বহির্ম্মুখতার দিকেই লইয়া যাইবে। তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া গীতা বলেন,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

কেহ বলিতেছেন,—"কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা; সুতরাং কৃষ্ণভক্তি কলিকালে চলিবে না।" কালীতে কিরূপ ভক্তি

হয়, তাহা একটু শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ভক্তি কি জিনিষ, তাহার স্বরূপবিজ্ঞান হইলে কৃষ্ণ-ব্যতীত ভক্তির আর কোন 'বিষয়'ই পাওয়া যায় না এবং কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানও কোথাও লক্ষিত হয় না।

'ভজনকারী'-নির্ণয়ে 'ভক্ত'-ব্যতীত অন্য কেহ ভজনকারী হইতে পারেন না। ভজনে কোনপ্রকার কামুকতার স্পর্শ নাই। যেখানে পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অন্য দেবতার কল্পনা, সেখানেই কামুকতা আছে। গীতা এই কথাই বলিয়াছেন,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

কামুকশ্রেণীর ব্যক্তিগণের প্রতি যাহাদের সহানুভূতি আছে, কিম্বা যাহাদের কামুকতাকেই কপটতার আবরণে 'হরিভজন' বলিয়া চালাইবার প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের কর্ণে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা প্রবেশ করে না। কিন্তু কাম-পরিবর্জ্জনের জন্য যাঁহাদের চেষ্টা আছে, কামুকশ্রেণী হইতে পৃথক্ হইয়া কৃষ্ণের কামতৃপ্তির জন্য যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা আছে, শ্রীমদ্ভাগবতের কথা তাঁহাদের পক্ষেই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

ভোগ ও ত্যাগ—দুইটাই কামুকতা, তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ Impersonality (নির্ব্বিশেষতা) পর্য্যন্তই বুঝিতে পারিবে। বৈকুণ্ঠের বহির্দ্দেশে তাহাদের অবস্থিতি। যাঁহারা অজের

জন্মের কথা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠের সেবক-সম্প্রদায় অপেক্ষাও অধিকতর বুদ্ধিমান্।

কতকগুলি লোক এই সকল কথা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না; গলায় মালাও দেন, অথচ অন্যদেবতার পূজা করেন। বিষ্ণুপূজা করিতে বসিয়াছেন, 'যদি বিঘ্ন হয়'—এই আশঙ্কায় গণেশের পূজা আরম্ভ করিয়া দেন! বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পীঠাবরণ-দেবতা গণেশের পূজার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত-সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা যেখানে আরম্ভ হইল, সেখানে বিষ্ণু অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার মায়ার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। কেহ মনে করিতেছেন,—যদি ছেলের ব্যারাম হয়, তবে কিরূপে বনভ্রমণ করিব? বনভ্রমণ যেন একটা pleasure-trip! আমাদের পরলোকগত পর্ব্বত মহারাজ থাকিলে তাঁহাদিগকে বলিতেন—'কাহার পুত্র?' অনেক লোককে এইজন্য বনভ্রমণ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন,—'আমার রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশী। বনভ্রমণে বৈদ্যুতিক পাখা কোথায় পাইব?' গত সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে "রক্তের চাপ" সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ দেখিলাম, তাহাতে দেখিলাম,—বৈদ্যুতিক পাখাই রক্তের চাপের কারণ!

কংস মনে করিয়াছিল, কৃষ্ণকে হত্যা করিব; কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রকার বিনাশ-যোগ্য বস্তু নহেন। কৃষ্ণ আঠারটী অসুর বধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ-দ্বারা যে-সকল অসুরের সংহার হইয়াছিল, তাহাদেরই অধস্তন-পারম্পর্য্যে

ভক্তগণের দ্রোহকারি-সম্প্রদায় এখনও জগতে চলিয়াছে। এই কৃষ্ণ-কার্ষ্ণদ্বেষী অসুরগুলিকে না মারিতে পারিলে আর কার্ষ্ণ থাকা যাইবে না। কার্ষ্ণ হইতে নামিয়া গিয়া 'বৈষ্ণব', বৈষ্ণব হইতে নামিয়া গিয়া 'নির্ব্বিশেষবাদী', তাহা হইতে নামিয়া গিয়া সদ্‌ভোগী বা কর্ম্মী, তাহা হইতে নামিয়া গিয়া উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী অন্যাভিলাষী হইতে হয়।

কেবল ঐতিহাসিকতার আলোচনা করিলে 'কে—"আর—' প্রভৃতি হইয়া যাইতে হইবে। আর হরিভজন হইবে না।

দিবদাসের বিচার-প্রণালী—যাহা বারাণসীতে প্রবল-বেগে চলিয়াছিল, তাহা এখানে (শ্রীমথুরায়) স্তব্ধ হইয়াছে।

"মল্লানামশনির্ নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাডবিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়াছেন—কংসবধের জন্য। তর্কের মথুরা নহে; মথুরা—পরমজ্ঞানময় রাজ্য। শ্রীবলদেব-প্রভু ও আমার কৃষ্ণচন্দ্র কংসকে মারিবার জন্য মথুরায় আসিয়াছেন। কংস—নির্ব্বিশেষবাদী। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার নিত্যত্ব আছে,—ইহা কংস গায়ের জোরে স্বীকার করিতে চাহে না। কংস জানে না,—কৃষ্ণের নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবার ক্ষমতা

প্রাকৃত বা মায়াদেবীর নাই; কৃষ্ণের রাজ্যে মায়াদেবীর দাঁড়াইবার কোন অধিকার নাই; বহিরঙ্গা শক্তির সেখানে কোন প্রবেশ-পত্র নাই।

আজ নবমীতে যে এক শ্রেণীর লোক মহামায়ার পূজায় ব্যস্ত, তাহারা ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই; কারণ, তাহারা সংসারের পরম-উন্নতিকামী। এই সংসারে স্বর্ণের শৃঙ্খলে থাকিবার জন্য যে গৌরবানুভূতি আছে, তাঁহাতে আমরা গর্ব্বিত হইতে চাহি না। যাঁহাদের পক্ষে ইহা ভাল কাজ বলিয়া মনে হইতেছে, তাঁহারা তাহা করুন; যাঁহারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ, জন ও যশোবিশিষ্ট হইয়া মায়াদেবীর কারাগারে বাস করিতে চাহেন, তাঁহারা সেই ভাবে থাকুন; কিন্তু বিল্বমঙ্গলের একটী শ্লোক মনে পড়ায় আমরা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীকে একেবারে দশমী করিয়া বসিয়া আছি।

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

বিল্বমঙ্গল সোমগিরিকে গুরু করিয়া মহাবৈদান্তিক হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু বৃন্দাবনের গোয়ালপাড়ার একটা লম্পট ছোঁড়ার সঙ্গে বিল্বমঙ্গলের হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায় ঐ লম্পট তাঁহার অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরিচালনার প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সন্ন্যাসীগিরি—সব ঘুচাইয়া দিল। বিল্বমঙ্গল নপুংসকত্বের লোভী হইয়াছিলেন; কিন্তু ভগবৎকৃপায়

এখন তাঁহার স্বরূপে যে গোপবধূবিট ব্রহ্মের নিত্যদাসীত্ব আছে, তাহা প্রকাশিত হইল।

শিহ্লনমিশ্র কৃষ্ণবেণ্বা নদীর ধারে এক রাজার পুত্র ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া সেই রাত্রে বেশ্যা চিন্তামণির ঘরে সাপকে রজ্জুভ্রমে আশ্রয় করিয়া ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেশ্যা মনে করিয়াছিল, একে শ্রাদ্ধের দিন, তা'রপরে এত দুর্যোগ, সেই দিন আর বিল্বমঙ্গল কিছুতেই বেশ্যাবাড়ী আসিবেন না। কিন্তু বিল্বমঙ্গল সেই সমস্ত বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া যেই দিকে তাঁহার প্রাণের টান, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত ভোগাসক্তির প্রতিক্রিয়ার পর ত্যাগ-মূলা অহং-গ্রহোপাসনার যে একটা প্রবৃত্তি হয়, তাহার আদর্শ বিল্বমঙ্গলের জীবন দেখাইয়াছিল। কিন্তু যাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তাঁহার যদি এই সময়ে ভগবান্ বা ভগবানের কোন নিজ-জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তবেই একমাত্র জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বিল্বমঙ্গল অদ্বৈত-বীথি আশ্রয় করিবার পর কোন অজ্ঞাত সুকৃতিফলে গোপবধূবিটের সেবাকে 'অহংগ্রহোপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ঐ অদ্বৈতবাদকে চিরতরে বিসর্জ্জন করিলেন। সেই গোপবধূ-লম্পট কৃষ্ণ দশ-এগার-বৎসরের বালক-মাত্র; যখন অন্যলোকে দেখে, তখন দেড়া বয়স হইয়া যায়। পৌগণ্ড অবস্থায়ও সে কিশোর। অপ্রাকৃত

কি না, অচিন্ত্যভেদাভেদ কি না, তাই তাহার পরিচয়—'বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম' নহে; কিন্তু বসন-চৌর, নবনীত-চৌর অত্যন্ত দুর্নৈতিক! এতদূর দুষ্ট যে, সেই সন্ন্যাসীগিরি ঘুচাইয়া দিতে পারে! বিশ্বামিত্রের মত মেনকাদর্শনে পাতিত হইয়া যাওয়া সন্ন্যাসীর মত নহে, অত্যন্ত কঠোর সন্ন্যাসীগিরিকেও সে ঘুচাইয়া দিতে পারে। ইহা পরম মুক্ত-অবস্থার কথা। সেই ছোঁড়াটা একটা শঠ। "কেনাপি" —বলিতে চাহি না, সেটা কে! গোপীদিগের সঙ্গে কেবল লুকোচুরি খেলে। বিল্বমঙ্গল তাহারই সেবিকা হইলেন। মস্ত সন্ন্যাসী হওয়া, মহাবাক্য উচ্চারণ করা সমস্তই কচুপোড়া খাইয়া গেল। বেশ্যা-ভোগকরা, শ্রাদ্ধ করাও ঘুচিয়া গেল। যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আত্মা গোপীর আনুগত্যে কৃষ্ণভজন-ব্যতীত আর কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে না, তখনই তিনি বলিলেন,—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥

———

প্রভুপাদের প্রাচীন-প্রসঙ্গ

আমরা এ কাল পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশে শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিতেছিলাম। আজ মথুরায় আসিয়া পড়িয়াছি। আপনারা আমাকে দ্বাদশবনের কথা শ্রবণ ও দ্বাদশবনে ভ্রমণ করান। সংসারবন ও দ্বাদশবন—এক নহে। যদি বনভ্রমণে প্রাপ্তি হইয়া যায়, তবে আমার মঙ্গলই হইবে। এই খানে শত্রু-মিত্র, সহজিয়া সকলের কাছে হরিকথা শোনা যাক্। তাঁহারা ত' সকলেই স্বরূপে হরিভজন করিতেছেন। আমার পোড়া কপাল! আমিই কেবল হরিভজন করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা ত' ব্রজবাসী। তাঁহারা বিষয়-কর্ম্ম করেন না। ঠাকুর মহাশয় এই সকল স্থানে আসিয়া এখানকার কথা খেতুরী গ্রামে লইয়া গেলেন।

অনেক বুদ্ধিমান্ লোক হইয়াছেন, তাঁহারা আমার মত মূর্খের কথা শুনিতে বসিয়াছেন। দশম স্কন্ধ শুনা যাক্ না কেন? দশম স্কন্ধ কি কেবল লম্পটের পাঠ্য হইয়া যাইবে? তাহা হইলে ত' আমার ভাই-বরাদারদের অমঙ্গল হইবে। আর কতকাল মানুষ-জাতির সঙ্গে বাস করিব? আপনারা দয়া করিয়া যাহাতে কৃষ্ণভজন হয়, তাহা করুন। প্রচুর পরিমাণে আপনাদের পদরজঃ দিন। একদিন আমার পরম সৌভাগ্য হইয়াছিল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের রেণু পাইবার—

যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্রহ্মাদির দুর্লভ, কেহ যাঁহারে পাদস্পর্শ করিতে আসিলে যিনি "তোমার সর্ব্বনাশ হউক" বলিয়া তাহাকে অভিশাপ দিতেন, তিনি স্বয়ং নিজের পায়ের ধূলা লইয়া একদিন প্রচুর পরিমাণে আমার মস্তকে অভিষেক করিয়াছিলেন। একদিন ত্রিপুরা জিলার বৃন্দাবনচন্দ্র লস্কর আসিয়াছিলেন আমার গুরুপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার জন্য। তিনি তখন ঐ লস্করকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি আমার পদস্পর্শ করিলে! তোমার সর্ব্বনাশ হউক।" তখন আমার কাছে আসিয়া লস্কর অতি দুঃখিত অন্তঃকরণে আমাকে জানাইলে আমি বলিলাম,—"বৈষ্ণবের পাদস্পর্শ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? আমাদের যোগ্যতা না হইলে আমরা এই পাপ ও অপরাধময় হৃদয় লইয়া তাঁহাদের কাছে যাইতে পারি না।" ইহার প্রায় একবৎসর পরে কুলিয়া-নবদ্বীপে গিরিশ বাবুর রাধারাণীর ধর্ম্মশালায় আমাদের গুরুদেব থাকিতেন। এক গুরুদ্রোহী অবিবেচক চরিতামৃত পড়িবার জন্য আমার কাছে আসিয়া-ছিল। পরে কোন ব্যবসায়ী ভাগবত-পাঠক অনুস্বার-বিসর্গ-জানা পণ্ডিতের নিকট তাহার সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িবার ইচ্ছা হয়। আমি তাহার সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখিবার জন্য আমার গুরুপাদপদ্মের অনুমোদন চাহিলে গুরুদেব আমাকে বলিলেন,—"ঐ ব্যবসাদার কপট এখনই চরিতামৃত পাঠ করিবার সময় পয়সার থালা সাজাইয়া রাখে; আর

ব্যবসায়ীর নিকট সংস্কৃত শিখিলে ত' ভাগবতের ব্যবসায় পাতিয়া বসিবে, উহার ভীষণ অমঙ্গল হইবে।" আমাকে আরও বলিলেন,—"আপনি কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকুন। জগতের লোকের মঙ্গল হইবে না।" আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তথায় বসিয়া আছি। বাবাজী মহাশয় আমাকে তখন ডাকিয়া বলিলেন,—"সিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভু আমার কাছে আসুন—এই দিকে আসুন। আমি আপনার প্রতি রুষ্ট হই নাই। পদ্মনাভদাস পাছে ** গোস্বামীর কাছে শিক্ষা পাইয়া একজন ব্যবসায়ী পাঠক হইয়া পড়ে, নিজের ও জগতের ভীষণ অমঙ্গল সাধন করে এবং লোকে পাছে ঘুণাক্ষরেও বলে যে, ইহাতে আপনার কোন প্রকার অনুমোদন আছে, এইজন্যই আমি ঐরূপ বলিয়াছি। আমি আপনার প্রতি রুষ্ট হই নাই। রুষ্ট হইয়াছি—লোকের মহাপ্রভুর নামে ও ভাগবত-পাঠের নামে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টার উপর।" ইহা বলিয়া বাবাজী মহাশয় তাঁহার পায়ের যত ধূলা ছিল, সমস্ত নিজে আমার মাথায় তুলিয়া দিলেন। লস্কর একদিন বাবাজীমহারাজের পদস্পর্শ করিতে যাওয়ার ফলে কিরূপভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন! কিন্তু আজ আমার প্রতি বাবাজীমহারাজের অযাচিত কৃপা দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইলাম। ইহার কিছুদিন পরেই বাবাজী মহারাজ ঐ ধর্ম্মশালার পায়খানায় (?) ঢুকিলেন। সেখানে তিনি কএকমাস-কাল ছিলেন। আমরা বহু দুঃখের

সহিত সেই কয় মাস কাটাইলাম। বাবাজী মহারাজের ভজন-স্থল এইস্থান ভোগীর দর্শনে পায়খানা বা নরক-কুণ্ড হইলেও, বাবাজী মহারাজের দর্শনে ইহা সাক্ষাৎ রাধাকুণ্ড। তিনি নিত্য রাধাকুণ্ডবাসী। মুহূর্ত্তও তিনি অন্য কোথায়ও থাকেন না। ভোগী অপরাধিগণের অপরাধের মাত্রা ও দুর্দ্দশা হ্রাস করাইয়া দিবার জন্য তিনি ঐরূপ লীলা করিয়াছিলেন বলিয়া কোন বিচারেই তাঁহার 'ভজনের স্থান' একমাত্র শ্রীরাধাকুণ্ড-ব্যতীত অন্য কোথাও নাই। বাবাজী মহারাজ আমার কথা শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—"আপনি সাক্ষাৎ নিত্যানন্দপ্রভু। লোকের হরি-ভক্তি যাহাতে হয়, সেইজন্য আপনি যথার্থ যত্ন করিতেছেন। তবে দুর্ভাগা লোক নিজের মঙ্গল গ্রহণ করিবে না। যে যাহা বলে বলুক্, তাহাতে সায় দিয়া নিজে হরিভজন করিয়া পাষণ্ড লোকের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কৌশল।"

[ইহার পরে শ্রীল প্রভুপাদ আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশের উপযোগী নহে বলিয়া আমরা বিরত থাকিলাম।]

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"এক সময় আমাকে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—বিদ্বৎ সন্ন্যাস ও বিবিৎসা সন্ন্যাস—নরোত্তম ও ধীরসন্ন্যাস এক নহে। যে-কাল পর্য্যন্ত মানুষ অনর্থগ্রস্ত থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহারা বিবিৎসা বা ধীর-সন্ন্যাসের অধিকারী। কপট সহজিয়া ও অকালপক্ক

পতিত সন্ন্যাসিগণ ইহা বুঝিতে পারে না। কপটতা করিয়া "আমি গোপীর দাসী" মুখে বলিলেও যাহাদের অন্তরে পুরুষাভিমান, তাহাদের বাহ্যে লোক-দেখান কৌপীন নেওয়া বৃথা। শ্রীরামানন্দের বিচারের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্রমিক পদ্ধতির বিচারটা পারমহংস্যধর্ম্ম নহে। উহা কুটীচক-অবস্থা-বিশেষ। হংস বা পরমহংস-বিচার তাহা নহে। যে-সময় আমরা পরমার্থ-সোপানে আরোহণ করি, তাহার কথা সে সময় নহে। যেমন চাল ও চাল-সিদ্ধের অবস্থা। মধ্যবর্ত্তী অবস্থা কিছু ভাত নহে। সিদ্ধ বলিয়া একটী অবস্থা, আর সাধক—আর একটী অবস্থা। সাধক ও সিদ্ধকে এক করিয়া ফেলিলে হইবে না। তোমার হৃদয়ে এই সকল কথা স্বতঃ স্ফূর্ত্ত আছে।"

প্রকৃত বিষয়টি কি, তাহা মহতের সাক্ষাৎ সঙ্গের দ্বারা আমাদের জানিবার সুযোগ হইয়াছে। অনেকেই বহু মাথা ঘামাইয়া অনুসার-বিসর্গ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের এমনই সুযোগ হইয়াছিল যে, ভাগবত প্রকৃত প্রস্তাবে কি বলিতে বসিয়াছেন, তাহা উঁহাদের জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার লেখনীর দ্বারা সামান্যভাবে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু লিখিতে লিখিতে অসংখ্য কথা মনে পড়িয়া যায়।

এক সময় বাবাজী মহাশয় French cut (ফ্রেঞ্চকাট) দাড়ি রাখিয়াছিলেন। যশোহরের উকিল রায়বাহাদুর* * বাবাজী মহারাজকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"এ আবার কি!" এক সময় দেখিলাম, বাবাজী মহারাজ স্বরূপগঞ্জে আসিয়া অনবরত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। অন্য এক সময় রাস্তায় যে-কোন বালক বা যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বৃন্দাবনীয় লীলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এইরূপ দেখিতে পাইয়াছি। আমি পূর্ব্বে বড় incredulous (অবিশ্বাসী) ছিলাম। বাঙ্গালা ভাষার পর্য্যন্ত কোন বহি পড়ি নাই। এগার বৎসর বয়স হইতে প্রুফ দেখিতে শিখিয়াছি বলিয়া যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে পারিয়াছি।

গোদ্রুমে বাবাজী মহাশয় প্রত্যহ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে ভাগবত শুনিতে আসিতেন। আমি একদিন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিলাম,—"যদিও আমি জানি, বাবাজী মহারাজ বাহ্যদর্শনে সাধারণ বিচারে একজন বিরক্ত পুরুষমাত্র, তথাপি ইঁহার পাদপদ্ম-আশ্রয়ের জন্য আমার বিশেষ উৎকণ্ঠা হইতেছে। আপনি বলিয়া দিন।" ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিলেন—"ইঁহারা স্বতন্ত্র পুরুষ। ইঁহারা কি কাহারও কথা শুনেন?" আটাইশ বৎসর বয়সের সময় আমি বাবাজী মহারাজের কৃপা পাইয়াছিলাম। কৃপা পাওয়ার পর এক বৎসরকাল সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিলাম। এক সময় ৪ মাস

দোতালা হইতে নামি নাই, অথচ টোল-থাকা-সত্ত্বেও সে-সময় জ্যোতিষও পড়াইতাম না।

বাবাজী মহাশয়ের হরিনামের মালা সকল লোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইত। তখন তিনি কাপড়ের গ্রন্থিতে সংখ্যা রাখিতেন। তিনি কোন মানুষের সেবা নিতেন না; কাঠ ভাঙ্গিয়া সেই কাঠ বিক্রয় করিয়া চাউল ক্রয় করিতেন। সেই চাউল গঙ্গার জলে ভিজাইয়া গ্রহণ করিতেন।

কোথায় কৃষ্ণানুশীলনে আমাদের দেরী পড়িয়া যাইতেছে, তাহা প্রত্যেকের অনুধাবন করা দরকার; নতুবা ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে না, একটা স্তব্ধ বা শৈথিল্য ভাব আসিয়া হরিভজন হইতে পাতিত করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ—পুরুষোত্তম বস্তু। লোকে জড়বিশেষের সহিত চিৎ-সবিশেষের গোলমাল করিয়া ফেলে। তিনি ভেদ ও অভেদ-প্রকাশ। Impersonalism বা নির্ব্বিশেষভাবের যে সকল সাধন, সবই অপ্রয়োজনীয়। ইতিহাস ও রূপক বাদ দিয়া আমরা Transcendental Realists (অপ্রাকৃত বাস্তব বস্তুর সেবক)।

সময় অধিক হওয়ায় সেইদিন ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদকে হরিকথা কীর্ত্তন হইতে কিছুক্ষণের জন্য নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ও সকলের সহিত উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে হরিকথা শ্রবণ করিতে-

ছিলেন। তিনিও শ্রীল প্রভুপাদকে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্যর সর্ব্বাধিকারী বলিলেন,—"আপনাকে একদিন আমাদের গীতা-সমিতিতে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা আপনাকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আরও একটি নিবেদন জানাইতেছি যে, আপনাকে আমাদের ক্ষুদ্র অধিকারের নীচে নামিয়া কথা বলিতে হইবে।" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"বক্তা নীচে না নামিয়া যদি শ্রোতাকে উপরে উঠান, সেইটা ভাল নহে কি?—'মায়া মিশাইয়া এস ভগবান্'—এরূপ বিচারের আবাহন অপেক্ষা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের নিকট পৌঁছিবার জন্য (approach) তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করা অধিক সমীচীন নহে কি?" এইরূপ হরিকথা-কীর্ত্তনাদিতে সেইদিন অতিবাহিত হইল। হরিকথার পরে প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'শরণাগতি' হইতে পদকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমথুরা-পরিক্রমা

২৫শে ও ২৬শে পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬) ;
২৩শে ও ২৪শে আশ্বিন (১৩৩৯) ;
৯ই ও ১০ই অক্টোবর (১৯৩২) ;
রবিবার ও সোমবার ; সোমবার—একাদশী

পরিক্রমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিবস

ন্যূনাধিক ৭মাইল ভ্রমণ

মথুরা 'বলদেও বিলাসে' রাত্রি যাপন

"শ্রবণে মথুরা নয়নে মথুরা বদনে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মধুরা মধুরা॥"

ভগবান্ শ্রীশ্রীল গৌরসুন্দর ব্রজের দ্বাদশবন-ভ্রমণ-লীলা-প্রকাশ-কালে সর্ব্বপ্রথমে মথুরা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলানুসরণে শ্রীগৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও শ্রীমথুরা নগরী হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বর্ণনায় শ্রীগৌরসুন্দরের মথুরা-পরিক্রমা-লীলা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—

মথুরা নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে, প্রেমাবিষ্ট হঞা॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিজয়-বিগ্রহ

মথুরা আসিয়া কৈলা বিশ্রামতীর্থে স্নান।
জন্মস্থানে কেশব দেখি' করিলা প্রণাম॥
প্রেমাবেশে নাচে গায়, সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার॥

*　　*　　*　　*

যমুনার চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর॥

(চৈঃ চঃ ম ১৭শ পঃ)

২৫শ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৬, ২৩ শে আশ্বিন সন ১৩৩৯, ৯ই অক্টোবর ১৯৩২ রবিবার শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবতিথিতে প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুব্রজ্যা করিতে করিতে মথুরার বলদেওবিলাস হইতে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। হস্তী, অশ্ব, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বিচিত্র বর্ণের পতাকাশ্রেণীশোভিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার শোভাযাত্রা জনাকীর্ণ শ্রীমথুরা-নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে। মথুরা-নগরীর রাজপথের দুই পার্শ্ব হইতে অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শন এবং শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামের তুমুলধ্বনি শ্রবণ করিয়া আচার্য্যদেবকে নানাভাবে

অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কেহ রাজপথে গুরুগৌরাঙ্গের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া, কেহ বা চামর ব্যজন করিয়া, কেহ বা পুষ্পবর্ষণ, কেহ বা লাজ-বর্ষণ কেহ বা জয়ধ্বনি, কেহ বা নৃত্য, কেহ বা উল্লাস-প্রদর্শনমুখে গৌর ও গৌরজনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, গৌড়দেশ হইতে এত সুবৃহৎ ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা এ পর্য্যন্ত আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চান্সেলার মাননীয় স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়ও সপরিবারে ঐ দিবস ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহুভক্ত এই পরিক্রমায় যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রদর্শিত পরিক্রমার প্রণালী অনুসরণ করিয়া ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে মথুরার চব্বিশ-ঘাট দর্শন ও বন্দনাদি করেন।

বিশ্রামঘাটের উত্তর ও দক্ষিণদিকে যথাক্রমে বারটী করিয়া চব্বিশটী ঘাট বিদ্যমান। উত্তরদিকের বারটী ঘাটকে **"উত্তরকোট"** এবং দক্ষিণদিকের বারটী ঘাটকে **"দক্ষিণ-কোট"** বলে।

বিশ্রাম-ঘাটের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দ্বাদশ ঘাট যথা,—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্য, (৪) প্রয়াগ, (৫) কঙ্খল, (৬) তিন্দুক (বাঙ্গালীরা এই ঘাটের নিকটে আসিয়া বাস করিতেন বলিয়া ইহা 'বাঙ্গালীঘাট' নামে প্রসিদ্ধ), (৭)

সূর্য্যঘাট বা গড়ওয়ালাঘাট, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষি-তীর্থ,(১১) মোক্ষতীর্থ এবং (১২) বোধতীর্থ।

অবিমুক্ত তীর্থ হইতে গমন করিতে করিতে পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ পাওয়া যায়। সুমঙ্গলাদেবী, গতশ্রমদেব, বীরভদ্র মহাদেব, শ্রীশত্রুঘ্ন, কংসনিকন্দন (কংস-ভবন), দেবকীনন্দন, বৎসকূপ (হোলি-দরজার বাহিরে), রঙ্গেশ্বর মহাদেব (বা সিদ্ধমুখ রুদ্র), সপ্তসমুদ্র-কূপ, শিবতাল, বলভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব, **ভূতেশ্বর মহাদেব**, জ্ঞানকবরী, পোতরাকুণ্ড, শ্রীজন্মস্থান বা যোগপীঠ, শ্রীকেশবদেব।

প্রয়াগ-ঘাটে বেণীমাধবের একটী মন্দির বিদ্যমান। সূর্য্যতীর্থে বিরোচন-পুত্র বলি ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন। বট-স্বামীতীর্থে "বটস্বামী" সূর্য্যের অবস্থান। ধ্রুবতীর্থ উত্তানপাদ-নন্দন ধ্রুবের তপস্যার স্থান। ধ্রুবতীর্থের পশ্চাতে যে ধ্রুব-টীলা, সেখানেই সপ্তম বর্ষীয় বালক ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে ঋষিতীর্থ। ঋষিতীর্থ বিশেষ কৃষ্ণ-প্রিয় তীর্থ। এই তীর্থে স্নান করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। তখন কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মজলের মহিমার অধিকতর ঔদার্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে বিশ্রামতীর্থের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী দ্বাদশ-ঘাটের মধ্যে অধিরূঢ়-তীর্থের নাম পাওয়া যায় না এবং কোটী ও বোধি-তীর্থ দুইটী পৃথক্ পৃথক্ তীর্থরূপে লক্ষিত হয়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে কোটীতীর্থের নামান্তরই

বোধি-তীর্থ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং পৃথগ্‌ভাবে অধিরূঢ় তীর্থের নামও পাওয়া যায়। অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাক্রমে অধিরূঢ়-তীর্থ এবং দ্বাদশসংখ্যা-ক্রমে বোধি-তীর্থের নাম আছে। বোধিতীর্থের নামান্তরই কোটীতীর্থ, এরূপ উল্লেখ নাই। কোন কোন কিংবদন্তী মতে কোটী-তীর্থ 'রাবণকুঠি' বলিয়া উল্লিখিত হয়। প্রবাদ, এই স্থানে রাবণ তপস্যা করিয়াছিলেন।

বিশ্রামতীর্থের উত্তরদিকে নিম্নলিখিত দ্বাদশটী ঘাট বিদ্যমান আছে,—

(১) মণিকর্ণিকা, (২) অসিকুণ্ড, (৩) সংযমনতীর্থ (অপর নাম স্বামীঘাট বা বাসুদেবঘাট), (৪) ধারাপতন-তীর্থ, (৫) নাগতীর্থ, (৬) বৈকুণ্ঠঘাট, (৭) ঘণ্টাভরণ-ঘাট, (৮) সোমতীর্থ (নামান্তর গো-ঘাট), (৯) কৃষ্ণগঙ্গা, (১০) চক্রতীর্থ (নিকটেই সরস্বতী-সঙ্গম), (১১) বিঘ্নরাজ-ঘাট, (১২) দশাশ্বমেধঘাট।

শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ ক্রমে নাম পাওয়া যায়,—(১) নবতীর্থ (অসিকুণ্ডের উত্তরে), (২) সংযমন তীর্থ, (৩) ধারাপতন-তীর্থ, (৪) নাগতীর্থ, (৫) ঘণ্টাভরণতীর্থ, (৬) ব্রহ্মতীর্থ, (৭) সোমতীর্থ, (৮) সরস্বতী-পতন-তীর্থ, (৯) চক্রতীর্থ, (১০) দশাশ্বমেধ-তীর্থ (এখানে ঋষিগণ দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন, (১১) বিঘ্নরাজ-তীর্থ, (১২) কোটীতীর্থ।

চক্রতীর্থে প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ একটি টিলা অম্বরীষ-টিলা নামে কথিত। কথিত হয়,—এই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু দুর্ব্বাসার প্রতি সুদর্শন-চক্র সঞ্চালিত করিয়া নিজ-ভক্ত অম্বরীষের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

বিশ্রাম-ঘাটের উত্তর দিক হইতে কতকটা পর্য্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পাওয়া যায়,—শ্রীগতশ্রম-বিগ্রহ, শ্রীবরাহদেব, শ্রীপদ্মনাভ-জীউ, শ্রীবিহারী জীউ, শ্রীমথুরা-দেবী, শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু, শ্রীকেশবদেব, শ্রীগলতেশ্বর-মহাদেব, ধ্রুবকূপ, মহাবিদ্যেশ্বরী মহাবিদ্যাকুণ্ড, সরস্বতী-কুণ্ড, মহালক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য মাথুর সানোড়িয়া বিপ্রের সহিত মথুরার চব্বিশঘাটে স্নান-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৭শ অধ্যায়ে দেখিতে পাই।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামিগণ বিশ্রামঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর হইতে নিম্নলিখিত পদসমূহ কীর্ত্তন করিলেন,—

যমুনার চব্বিশ-ঘাটে প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান॥ (চৈঃ চঃ ম ১৭শ)

অহে শ্রীনিবাস, চতুর্ব্বিংশতি ঘাটেতে।
মহাপ্রভু কৈল স্নান মহানন্দ-চিতে॥

প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ।
তাহাই এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ॥
লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কৈল প্রভু-সঙ্গে।
ভাসিল সে-সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥
সকল দেবতা আসি' মনুষ্যে মিলয়।
সবে কহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয়॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

আচার্য্যের আনুগত্যে পরিক্রমা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বিশ্রামতীর্থে অবতরণ করিয়া তী
বন্দনাদি করিলে শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে ভক্তবৃ
শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-জয়ধ্বনি ও নাম-সংকীর্ত্তন করি
করিতে তীর্থজল মস্তকে ধারণ করিলেন।

শ্রীমথুরার বিভিন্ন তীর্থের বন্দনাদি করিয়া পরিক্র
সঙ্ঘ মথুরা-নগরীর মধ্য দিয়া শ্রীজন্মস্থান বা যোগপী
এবং মথুরার অধিদেব শ্রীকেশবদেবকে দর্শন করিবার অ
অগ্রসর হইলেন।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, দ্বাদশ অরণ্যসংযুক্তা পদ্মাকৃ
মথুরার **কর্ণিকারে** ভক্তিক্লেশ-নাশন **শ্রীকেশবদে**
বিরাজিত। **পূর্ব্বপত্রে শ্রীবিশ্রান্তিদেব, পশ্চিমপত্রে**
গোবর্দ্ধন-নিবাসী **শ্রীহরিদেব, উত্তরপত্রে শ্রীগোবিন্দ**
দেব এবং **দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহদেব।**

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতোদেবি কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥

(আদিবরাহে ১৬৩।১৫)

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।

(চৈঃ চঃ ম ২০।২১৫)

অষ্টদিকের প্রত্যেক দিকে তিন মূর্ত্তি করিয়া যে চব্বিশটী
মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে স্ব-স্ব ধামে নিত্য বিরাজমান, সেই মূর্ত্তি-
সমূহ ব্রহ্মাণ্ডের চব্বিশটী বিভিন্ন স্থানে স্ব-স্ব ধাম-সহ
অর্চ্চাবতার-রূপে নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। শ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষায়
শ্রীমন্ মহাপ্রভু ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য অধিষ্ঠিত তদেকাত্মস্বরূপ
শ্রীভগবানের চব্বিশ জন অর্চ্চাবতারের নাম এবং শাস্ত্র-
নির্দ্দেশমত তাঁহাদের চতুর্ভুজের অস্ত্রভেদাদি বিষয় বর্ণন
করিয়াছেন। যেমন **নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে**
শ্রীমাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে
শ্রীবরদরাজ, মায়াপুরে শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে
শ্রীবাসুদেব, তদ্রূপ মথুরাতে শ্রীকেশবের
নিত্য অধিষ্ঠান।

শ্রীকেশবদেবের মন্দির

পদ্মাকৃতি শ্রীমথুরার কর্ণিকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে
শ্রীকেশবদেবের শ্রীমন্দির। শ্রীকেশব—পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধর
চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি। অর্থাৎ তাঁহার দক্ষিণাধঃ হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ

হস্তে শঙ্খ, বামোর্দ্ধ হস্তে চক্র এবং বামাধঃ হস্তে গদা। দক্ষিণে শ্রীলক্ষ্মী এবং বামে শ্রীসরস্বতী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেরূপ বিশ্রামতীর্থে স্নানলীলা-প্রকাশ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানে শ্রীকেশবদেবের দর্শনলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারই অনুসরণে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের সহিত কেশবদেবের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

যে-স্থানে প্রাচীন যোগপীঠ বা জন্মস্থান অবস্থিত এবং জন্মস্থানের উপরে যে-স্থানে কেশবদেবের প্রাচীন মন্দির বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, আরঙ্গজেবের অত্যাচারে সে-স্থানে বাহ্য-দর্শনে মন্দিরাদির কোন অস্তিত্ব নাই। কেবল ভগ্নাবশেষ ও উচ্চভিটা-মাত্র রহিয়াছে। তাহারই অব্যবহিত সংলগ্ন স্থানে বিপুলাকার এক মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন জন্মস্থান কিংবা আধুনিক মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে বা পশ্চাদ্‌ভাগে সমতল ভূমিতে একটী ছোট দেবালয়ই পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত আদিকেশবের মন্দির। মন্দিরের উচ্চতা অতি অল্প এবং তাহা অনেকটা দালানের আকারে গঠিত। ঐ মন্দিরের সম্মুখে একটী চত্বর, তৎপরে জগমোহন এবং গর্ভমন্দিরে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি শ্রীকেশবদেব, শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালদেব। স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট এবং উপস্থিত একটী পূজারীর নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল,—এই মন্দির পরবর্ত্তিকালে জয়পুরের মহারাজ প্রস্তুত

করিয়া দিয়াছেন এবং মহারাষ্ট্র-সরকার এই ঠাকুরের সেবাপূজার জন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। ঐ ভূ-সম্পত্তির আয় নাকি বাৎসরিক ১৭০০৲ টাকা। কিন্তু বর্ত্তমানে নানা কারণে তৎপরিমাণ টাকা আদায় হয় না। যাত্রিগণের প্রদত্ত অর্থেই কোন রকমে সেবা চলে।

জন্মস্থান ও কেশবজীর মন্দিরের তিনজন ট্রাষ্টির নাম উক্ত মন্দিরের পূজারী শ্রীপরমানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে এইরূপ পাওয়া গেল,—(১) গিরিরাজমল বৈশ্য মথুরা, (২) বাবু কান্‌হাইয়া লাল উকিল, (৩) চৌবে মদনমোহনজী।

কেশবজীর বারজন পূজারী মাসে পালাক্রমে পূজা করিয়া থাকেন এবং কেশবজীর নিকট যাত্রিগণ যাহা প্রণামী প্রভৃতি দেন, তাহা তাঁহারাই গ্রহণ করেন। পূজারীগণের এইরূপ নাম পাওয়া গিয়াছে,—(১) পরমানন্দ, (২) কৃষ্ণ-গোপাল, ৩) শ্যামরে, (৪) কেশবদেব দাস, (৫) মঙ্গী, (৬) চিরঞ্জীবলাল, (৭) হরিহর, (৮) কেদার, (৯) দেবকীনন্দন-দাস, (১০) গঠন, (১১) বাবুলাল, (১২) গিরিরাজ দাস।

কেশবদেবের এই মন্দির-ব্যতীত ইহারই দক্ষিণ-ভাগে আর একটী মন্দির রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের চূড়া নাই—গৃহের আকার। মন্দিরের মধ্যে প্রস্তরময়ী বাসুদেব-মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, দক্ষিণে বাসুদেব ও বামে দেবকী। স্থানটী রাস্তা হইতে কিছু উচ্চ ভিটির উপর অবস্থিত। কয়েকটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রাকার-বেষ্টিত ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে

হয়। ঐখানে একটী নিমগাছ আছে। যাত্রিগণকে অনেক সময় ঐ স্থানকেই জন্মস্থান বলিয়া কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা পুরাতন জন্মস্থান নহে, ইহাই অনেকে বলেন। হয় ত' অহিন্দুর মস্‌জিদের দ্বারা যোগপীঠ আচ্ছাদিত হইয়াছে, এই বিচার অনেকে গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহারা পৃথগ্‌ভাবে একটু দূরে এই স্থানটীকে জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃত বিষয়কে এরূপ বাহ্য বিচারে দর্শন করিতে নাই। অপ্রাকৃতকে কখনও প্রাকৃতবস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীসীতাকে রাবণ কখনও স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দূর হইতে দর্শন করিতেও পারে না। অহিন্দু সম্রাটের অত্যাচারে বা বিধর্ম্মিগণের মস্‌জিদে কৃষ্ণের জন্মভূমি লুপ্ত হয় নাই। এই সকল অপ্রাকৃত বিচারের কথা যে-সকল প্রাকৃত-সহজিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই কৃষ্ণ-জন্মস্থলী শ্রীমথুরা এবং তদভিন্ন শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সংলগ্ন স্থানে অহিন্দু-সম্প্রদায়ের বাস দেখিয়া, কিম্বা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যার যোগপীঠের সংলগ্ন স্থানে মস্‌জিদ এবং অহিন্দু-সম্প্রদায়ের কবরাদি দেখিয়া অপ্রাকৃত যোগপীঠের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। বস্তুতঃ ভগবান্ জীবের শুদ্ধভক্তি-বৃত্তির প্রগাঢ়তা পরীক্ষার জন্যই এই সকল চিত্র উপস্থিত করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীযোগপীঠে "গৌড়ীয়"-পত্রের সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ

বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীকৃষ্ণজন্ম-স্থান এবং কেশবদেবের সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পুরাতন জন্মস্থানের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকেই আরঙ্গজেবের মস্‌জিদ এবং তৎসংলগ্ন ভূমিতে মহারাষ্ট্র-রাজের নির্ম্মিত গঙ্গাদেবীর মন্দির। নিকটেই একটী বিস্তৃত স্থান বহু নিম্ন পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে খোদিতাবস্থায় দৃষ্ট হয়। অনুসন্ধানে জানা গেল,—গভর্ণমেণ্টের আরকিওলজিকেল ডিপার্টমেণ্ট (Archæological Dept.) হইতে এই স্থানটী খনন করা হইয়াছিল এবং ইহার ভিতর হইতে অনেক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি ও নানাপ্রকার শিলালিপি (inscriptions) পাওয়া গিয়াছে। আরও শুনা গেল যে, আব্‌দুল্লা খাঁ নামক এক ব্যক্তির সহিত গঙ্গাজীর পূজারী প্রহ্লাদ ঐ স্থানের স্বত্ব লইয়া মোকদ্দমা করিতেছেন। লাল্লুমল, পণ্ডিত কেশবজী, কাশী সিং, পণ্ডিত রাধাকিষণ রায়বাহাদুর, বাবু কান্‌হইয়া লাল উকিল, বাবু জগন্নাথ সরীণ, দামোদর দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ইহাতে সহায়তা করিতেছেন। মোকদ্দমায় মথুরা-সবজজ-আদালতে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে গঙ্গাজীর পূজারীর জিত হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান-সম্প্রদায় হইতে পুনরায় আপত্তি করা হইয়াছে যে, গঙ্গাজীর মন্দির হিন্দু-গণের সম্পত্তি হইলেও উহার চতুঃসীমানা ও স্থান-সমূহ মুসলমানদের সম্পত্তি। শুনা গেল যে, জন্মভূমির সংলগ্ন আরঙ্গজেবের যে মস্‌জিদ রহিয়াছে, তাহাতে মুসলমান সর্ব্ব-

সাধারণের নমাজ পড়িবার অধিকার বা মস্‌জিদ মেরামত করিবার অধিকার মুসলমানগণের থাকিবে না, এই মর্ম্মে নাকি হিন্দুরা এক মোকদ্দমা জিতিয়াছেন। আরও শুনা গেল, বর্ত্তমানে গঙ্গাজীর মন্দিরের চতুঃসীমা লইয়া মোকদ্দমা হইতেছে। সেই মোকদ্দমা হিন্দুগণ মুন্সেফী ও সবজজী আদালতে জিতিয়াছেন, অপর পক্ষ হাইকোর্টে আপিল করিয়াছেন।

পুরাতন জন্মস্থান ও কেশবজীর মন্দির যে পল্লীতে অবস্থিত, তাহার নাম মল্লপুরা। আর আরঙ্গজেব এই স্থানের নাম দিয়াছিলেন—ইদগাঁ। কথিত আছে যে, শ্রীবসুদেব দেবকীকে কারাগৃহে পাহারা দিবার জন্য কংস-নিয়োজিত মল্ল-সমূহ এই স্থানে বাস করিতেন।

দুইদিন মথুরা পরিক্রমা

প্রথম দিবস সাধারণভাবে মথুরা পরিক্রমা হইয়াছিল। তৎপর দিবস ২৪শে আশ্বিন ১০ই অক্টোবর সোমবার কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে আগত আরও ভক্তের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিগণ বিশেষ বিশেষ স্থান-সমূহ দর্শন এবং চব্বিশ-ঘাটে স্নানাদি সেবা করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে পরিক্রমা পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং সকল ত্রিদণ্ডিপাদই পরিক্রমায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুব্রজ্যা করিয়াছিলেন। ৯ই

১০ই অক্টোবর অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমথুরামণ্ডলে শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা ও লীলার কথা সমবেত সুধীগণের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণ যাত্রিগণের জন্য বলদেওবিলাসের প্রাঙ্গণের মধ্যে হরিকীর্ত্তন ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের বক্তৃতা হইয়াছিল। পরিক্রমার প্রথম দিবস মথুরা-মণ্ডলে সকলেই ঊর্জ্জাব্রত আরম্ভমুখে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি পালন এবং সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। ১০ই অক্টোবর ২৪শে আশ্বিন হরিবাসর-দিবস মথুরা-পরিক্রমা এবং শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বাণী শ্রবণের সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্য হইয়াছিল।

শ্রীমথুরার ক্ষেত্রপাল

শ্রীমথুরাকে সর্ব্বদা হরিপ্রিয় ক্ষেত্রপাল মহাদেব রক্ষা করিতেছেন, শ্রীভূতেশ্বর মথুরার ক্ষেত্রপাল। মথুরা আনুষঙ্গিকভাবে মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতমা বলিয়া কথিত হইলেও তাঁহা কেবলমাত্র মোক্ষদায়িকা পুরীসাম্যে বিচার্য্য নহেন। অন্যান্য পুণ্যক্ষেত্র-সমূহের একমাত্র মহাফল—মুক্তি। কিন্তু মুক্ত পুরুষগণেরও নিয়ত প্রার্থনীয়া যে হরিভক্তি, তাহা এই মথুরাতেই লভ্য হয়। এই মথুরাপুরী সর্ব্বতীর্থময়ী,—

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্ল্লভং ফলম্॥

ত্রিবর্গদা কামিনাঞ্চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্ধুধঃ॥
(স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরা-মাহাত্ম্যে ২৩শ অঃ)

যে ক্ষেত্রের ক্ষেত্রপালরূপে রুদ্রদেব সর্ব্বদা বিরাজমান এবং যে-স্থানে বিশ্রান্তি-নামক তীর্থ অবস্থিত, সেই স্থানে কোন্ ফল দুর্ল্লভ? কামী ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গপ্রদ, মুমুক্ষুগণের মোক্ষপ্রদ এবং মোক্ষাতীত অহৈতুকী ভক্তিলাভেচ্ছুগণের ভক্তিপ্রদ এই মথুরাপুরীকে আশ্রয় করা পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব—ইনি মথুরার ক্ষেত্রপাল। আদিবরাহে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর বাক্য,—

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ॥

হে শম্ভো! মথুরায় তুমি ক্ষেত্রপাল হইবে। লোকে তোমার দর্শনে আমার ক্ষেত্রফল লাভ করিবে।

শ্রীপদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৪২শ অধ্যায়ে,—

যত্র ভূতেশ্বরো দেব মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতে পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্নহি॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমন্তি স্তবন্তি বা।

যেখানে আমার প্রিয়তম পরম দেবতা এবং পাপিগণেরও মোক্ষদায়ক ভূতেশ্বর নিত্য বিরাজিত, যে আমার পরমভক্ত শিবের পূজা করে না, সেই পাপ-পুরুষ কেমন করিয়া আমাতে ভক্তিলাভ করিবে? যাহারা ভূতেশ্বর মহাদেবকে আমার সেবক বৈষ্ণব-বিচারে স্মরণ, নমস্কার ও স্তুতি করে না, সে-সকল নরাধমের বুদ্ধি প্রায়ই আমার মায়ার দ্বারা বিমোহিত।

শ্রীগৌরসুন্দর এই ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল শিবের দর্শনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(চৈঃ চঃ ম ১৭।১৯১)

শ্রীবৃন্দাবনের দক্ষিণ-দিকে মথুরাভিমুখী যে পাকা রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় প্রায় ৬॥ মাইল চলিয়া ভূতেশ্বর পাওয়া যায়। ভূতেশ্বর মথুরা-সহরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ভূতেশ্বর-মন্দিরের নিকটেই 'ভূতেশ্বর'-নামক রেলওয়ে ষ্টেশন। একটী মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। শিবলিঙ্গটী বর্ত্তমানে গুম্ফযুক্ত বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

শ্রীমথুরা-পরিক্রমা-দিবস বিশ্রামতীর্থ হইতে পর্য্যায়-অনুসারে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহ দর্শন ও অতিক্রম করা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া যে-স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বিশ্রাম-তীর্থ, বিশ্রান্তিতীর্থ বা শ্রমশমতীর্থ নামে খ্যাত। এই ঘাটে প্রত্যহ সন্ধ্যায়

শ্রীযমুনাদেবীর আরতি হয়। চাতালের উপর একটী ছোট মন্দিরের ভিতর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও মুকুট রহিয়াছে।

শ্রীগতশ্রমদেব—কংস-বধের পর ইনি বিশ্রামলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নামে পরিচিত। বিশ্রান্তি-ঘাটের নিকট।

শ্রীবিশ্রাম-ঘাটের পর শ্রীবেণীমাধব, শ্রীশ্রীবলভদ্র ও শ্রীশ্রীমদনমোহনজী, তিন্দুকতীর্থ, সূর্য্যঘাট, ধ্রুবটিলার উপরে ধ্রুবজী ও সেই মন্দিরের পার্শ্বে অটলগোপাল, ঋষিতীর্থের টিলার উপরে সপ্তর্ষি, বলিটিলায় বলি মহারাজ ও বামনজী, কলিযুগটিলায় মহাবীরজী, রঙ্গভূমিতে চানূর, মুষ্টিক ও কুবলয়াপীড়, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, তাহার উত্তরে কংসটিলা ও কংস-বধস্থল, উগ্রসেন, শিবতাল, জগন্নাথদেব, শ্রীউদ্ধব ও গোপীস্থলী, শ্রীবলভদ্রকুণ্ড ও শ্রীবলদেব-মূর্ত্তি, শ্রীনৃসিংহদেব, ভূতেশ্বর মহাদেব ও পাতালদেবী, পুতরাকুণ্ড, শ্রীকেশবদেব, শ্রীযোগপীঠ বা জন্মস্থলী, তৎসম্মুখেই মল্লপুরা, মহাবিদ্যেশ্বরী (চৈঃ চঃ ম ১৭।১৯১), মহাবিদ্যাকুণ্ড, সরস্বতী-কুণ্ড, রজকবধটিলা, গোকর্ণ-মহাদেব, অম্বরীষটিলা, চক্রতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, সোমতীর্থ, ঘণ্টাভরণ, ধারাপতন, বৈকুণ্ঠঘাট, বসুদেবঘাট, বরাহক্ষেত্র, মহাবীর, শ্রীনৃসিংহ, মণিকর্ণিকা, অবিমুক্ততীর্থ এবং বিশ্রামঘাট।

শ্রীমথুরায় যে-সকল স্থানের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মথুরা-ভ্রমণ লীলা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে,

সেই সকল স্থান অনুসন্ধান, দর্শন, এবং তত্তৎ স্থানে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে স্থান-মাহাত্ম্য-সহ বিশেষ শিক্ষা পাঠ ও শ্রবণ-কার্য্য পরিক্রমার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ও শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে মথুরায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষালীলার কথা উল্লেখ আছে। সেই স্থানের ঠিক নির্দ্দেশ এখন পাওয়া সুকঠিন। শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে-সময় শ্রীল মাধব পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত ব্রজ পরিক্রমা করেন, তখন তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভিক্ষালীলাস্থলী মাথুর সানোড়িয়া বিপ্রের স্থান দর্শন করিতে করিতে গৌরলীলা-স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীদীর্ঘবিষ্ণু—শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘাকার শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া কংসের চানূর এবং মুষ্টিক-মল্লের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি দীর্ঘবিষ্ণু-নামে খ্যাত হইয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমথুরায় পদার্পণ-পূর্ব্বক দীর্ঘবিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৯১)। মথুরা-নগরের মনোহরপুর-মহল্লায় ভরতপুর-দরজায় যাইবার পথে দীর্ঘবিষ্ণুর শ্রীমন্দির বিরাজিত। দীর্ঘবিষ্ণুর বর্ত্তমান মন্দির কাশীর রাজা পাটলীমল নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

সুদামাগৃহ—এই স্থানে কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা-মালাকারের গৃহ। শ্রীকৃষ্ণবলরাম মথুরাপুরী প্রবেশ করিয়া সুদামা-

মালাকারের গৃহে গমন করিলে সুদামা পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপনাদির দ্বারা তাঁহাদের পূজা, স্তব এবং তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণকে সুগন্ধিপুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন।

(ভাগবত ১০।৪১ অঃ)

রজকবধস্থান—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মথুরায় প্রবেশ করিয়া কংসের রজকের নিকট হইতে উত্তম বস্ত্র চাহিলেন। কিন্তু কংস-রজক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সাধারণ মনুষ্য ও কংসরাজার প্রজামাত্র মনে করিয়া কংসের অধিকৃত বস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের ন্যায়তঃ কোন দাবী নাই বিচার-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বস্ত্র-প্রদানে অস্বীকৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে চপেটাঘাতে রজকের মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। এই লীলায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের বিচার নিরস্ত করিলেন। (ভাঃ ১০।৪১ অঃ দ্রষ্টব্য)

ধনুক-ভঙ্গ-স্থান—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবিষ্ট হইয়া পুরবাসিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ধনুর্যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় ইন্দ্রধনুসদৃশ এক অদ্ভুত ধনুক দেখিতে পাইয়া রক্ষিগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও বল-পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যা-আরোপণ-পূর্ব্বক অনায়াসে নিমেষমধ্যে ঐ ধনুক ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এই ধনুর্ভঙ্গ-শব্দে আকাশ, স্বর্গ ও দিক্‌সকল পরিপূর্ণ হইল এবং কংসের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। কংস-প্রেরিত

সৈন্যগণকে সংহার করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তৎস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। (ভাঃ ১০।৪২ অঃ দ্রষ্টব্য)

কুবলয়াপীড়বধ-স্থান—কংসের কুবলয়াপীড় নামক হস্তী যখন রঙ্গদ্বারে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ উহার সহিত হস্তীপালককে ভূপাতিত ও নিহত করিয়া এবং হস্তীর দন্তোৎপাটন করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। (ভাঃ ১০।৪৩ অঃ দ্রষ্টব্য)

রঙ্গস্থল—এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড় হস্তীর রক্ত সর্ব্বাঙ্গে ম্রক্ষণ এবং গজদন্তরূপ আয়ুধ স্কন্ধে স্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীবলদেব-সহ প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গস্থলস্থ বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চানূরকে এবং শ্রীবলদেব মুষ্টিককে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করিয়া মুষ্টিপ্রহার ও পাদতাড়না-দ্বারা নিহত করেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৩-৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

মঞ্চস্থান—চানূর ও মুষ্টিকের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মল্লযুদ্ধকালে মঞ্চোপরি কংস উপবেশন করিয়াছিলেন এবং বসুদেব, নন্দ, উগ্রসেন ও গোপগণ স্ব-স্ব স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। চানূর ও মুষ্টিক বিনষ্ট হইবার পর কংস রণবাদ্য নিরস্ত করিয়া বসুদেব, নন্দাদির প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ করিলে এবং রামকৃষ্ণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনে কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কংসের কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে মঞ্চ

হইতে রঙ্গ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তদুপরি পতিত হইলেন, তাহাতেই কংসের প্রাণবিয়োগ ঘটিল।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

কংসখালি—এই খানেই কংসের মৃত্যু হইয়াছিল। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ইহাকে 'কংসটিলা'ও বলে, উহা হোলিদরজার নিকট। মন্দিরের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীমূর্ত্তি—কংসের কেশাকর্ষণ করিতেছেন। এই টিলার পার্শ্বে 'কংস-খেড়া' নামে একটী ক্ষুদ্র নালা যমুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাণ্ডাগণ বলেন, কংসের মৃতদেহ টানিয়া যমুনায় ফেলিবার সময় গাত্র-ঘর্ষণে এই নালা বা খালা উৎপন্ন হইয়াছে।

কুব্জার মন্দির—কংসটিলার নিকট। কেহ কেহ কুব্জাটিলাও বলেন। এখানে এক-কালে কুব্জার গৃহ ছিল। বর্ত্তমান মন্দির অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। ছোট মন্দিরের ভিতরে কুব্জার মূর্ত্তি রহিয়াছে।

কুব্জা-কূপ—খুব প্রাচীন কূপ। কাটরার উত্তর-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থলী—শ্রীমথুরা ভ্রমণানন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু অসংখ্য লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গোপালস্থান—শ্রীগোপালের ভক্তবাৎসল্য-প্রচারার্থ শ্রীরূপগোস্বামী বৃদ্ধলীলা প্রদর্শন করিয়া যখন গোবর্দ্ধনে

যাইতে অপারক (শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতে আরোহণ করিতে নাই, ইহা কৌশলে শিক্ষা দিবার জন্য) হইবার ছল করিয়াছিলেন, তখন শ্রীগোপাল শ্রীরূপগোস্বামীকে দর্শন দান করিবার জন্য ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' উঠাইয়া মথুরা-নগরে শ্রীবল্লভ-ভট্ট-তনয় শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে শ্রীরূপগোস্বামী নিজগণ-সহ একমাসকাল শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৮শ পঃ ৪৫-৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

বলদেবক্রীড়াস্থলী—এই স্থানে এক পুরাতন বৃক্ষের তলে রোহিণীনন্দন বলরাম বাল্যক্রীড়া করিতেন। অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ যখন তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে শ্রীমথুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু এই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। দ্বাপর-লীলার জন্ম-ভূমি দর্শন করিয়া অবধূতচন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দের উল্লাসের অবধি ছিল না। এই স্থান-দর্শনে অভিন্নরোহিণী-নন্দন শ্রীপদ্মাবতী-প্রাণধন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে সুদৃঢ়া ভক্তি লাভ হয়।

আদিবরাহদেব—চৌবে পাড়ায় মাণিকচক্ মহল্লায় ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের অভ্যন্তরে বিরাজিত। চতুর্ভুজ বরাহ-বদন শ্রীবিগ্রহ ; দন্তে ধরণী উপবিষ্টা, পদে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে দলন করিতেছেন—এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি। এই মন্দির হইতে অল্পদূরেই অন্য একটি ছোট মন্দিরে শ্বেতপ্রস্তরময়ী শ্রীবরাহ-মূর্ত্তি বিরাজিত। বরাহপুরাণে আদিবরাহ ও শ্বেতবরাহ-

মূর্ত্তির উল্লেখানুসারে এখানে দ্বিবিধ বরাহবিগ্রহ দৃষ্ট হয়। কপিল-নামে জনৈক বিপ্রর্ষি আদিবরাহ-উপাসক ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত বিপ্রর্ষির নিকট হইতে সেই বরাহবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। রাবণ ইন্দ্রকে জয় করিয়া লঙ্কায় ঐ বরাহবিগ্রহ লইয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র নির্ব্বিশেষবাদী রাবণকে বধ করিয়া উক্ত বরাহ-শ্রীমূর্ত্তিকে অযোধ্যায় লইয়া আসেন। শ্রীশত্রুঘ্ন লবণ-দৈত্যকে বধ করিবার পর সেই বরাহবিগ্রহ শ্রীমথুরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। উক্ত উদাহরণে কর্ম্মী ইন্দ্রের বিষ্ণু-পূজার ছলনা এবং নির্ব্বিশেষবাদী রাবণের কর্ম্মীকে দলন করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহকে করতলগত করিবার দৃষ্টান্তে বিষ্ণু-বিরোধ,—এই উভয়কে নিরাস করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র ঐরূপ আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিলেন।

শ্রীমথুরা-নগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগর-রক্ষক শ্রীবিষ্ণুধাম মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন। এই চারিজন ক্ষেত্রপাল মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় মহাদেব-মূর্ত্তি। পূর্ব্বদিকে—পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমদিকে—ভূতেশ্বর, উত্তরে—গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে—রঙ্গেশ্বর।

মথুরায় চারিটী দ্বার—(১) হোলি-দরজা—আগরার রাস্তার উপরে। মথুরার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর হারভিঞ্জ সাহেবের নামানুসারে ইহা 'হার্‌ভিঞ্জ গেইট্' নামেও পরিচিত। (২) 'ভরতপুর-দরজা', (৩) 'দিগ্‌দরজা,' (৪) 'বৃন্দাবন-দরজা'।

মথুরায় অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে সকল তীর্থের নামোল্লেখ অসম্ভব।

মথুরার মেলা-মহোৎসব

মথুরাপুরী নিত্য মেলা-মহোৎসবময়ী। যদিও অকৈতব জীবন্ত মহাভাগবত-মুখারবিন্দ-বিগলিত শ্রীভাগবত-কথা খুবই দুর্ল্লভ, তথাপি অনুষ্ঠানপর মেলা-মহোৎসবাদি তথায় নিত্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্নে কএকটী প্রসিদ্ধ মেলা-মহোৎসবের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

বৈশাখী শুক্লচতুর্দ্দশী—নরসিংহ-লীলা ;—গৌরপাড়া, মাণিকচৌক এবং দ্বারকাধীশের মন্দিরে।

বৈশাখী পূর্ণিমা—মথুরা-পরিক্রমা—'বনবিহার'-নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্রান্তিঘাটে মেলা।

জ্যৈষ্ঠী শুক্লদশমী—দশাশ্বমেধ-ঘাটে ; দ্বিপ্রহরে শ্রীযমুনায় স্নান এবং সন্ধ্যায় গোকর্ণেশ্বর-টিলায় মেলা।

জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা—জলযাত্রা; শ্রীবিগ্রহের স্নানাভিষেকের জন্য নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মূল্যবান পাত্রে জল আহরণ করেন।

আষাঢ়ী শুক্লদ্বিতীয়া—রথযাত্রা।

আষাঢ়ী শুক্লএকাদশী—শ্রীমথুরা, শ্রীগরুড়গোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন-পরিক্রমা।

শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হিন্দোল-উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রাবণী শুক্লপঞ্চমী হইতে পঞ্চতীর্থের মেলা আরম্ভ হয়।

যাত্রিগণ প্রথম দিন বিশ্রান্তিঘাট হইতে মধুবন, দ্বিতীয় দিন শান্তনুকুণ্ড, তৃতীয় দিন গোকর্ণেশ্বর, চতুর্থ দিন ছটীকরাতে গরুড়গোবিন্দ দর্শন করিয়া পঞ্চম দিনে বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হন।

শ্রাবণী শুক্লএকাদশী—মথুরা পরিক্রমা এবং পবিত্রারোপণ-উৎসব।

শ্রাবণী পূর্ণিমা—হিন্দোল-উৎসব সমাপ্ত।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীকেশবদেবের মন্দিরে এবং মথুরার সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত।

ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী—সাধারণ বনযাত্রা এই দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ দিবসকাল স্থায়ী হয়। ঐ দিবস তাঁহারা মধুবন, তালবন ও কুমুদবন ভ্রমণ করেন।

আশ্বিনী কৃষ্ণাষ্টমী —মথুরা পরিক্রমা এবং ৫দিন যাবৎ রাসলীলা-উৎসব।

আশ্বিনী শুক্লদশমী—দশহরায় রাবণবধ ও শ্রীরামচন্দ্রের জয়োৎসব।

আশ্বিনী পূর্ণিমা—শরৎপূর্ণিমা, সারা-রাত্র ভগবদ্দর্শন ও মেলা-মহোৎসব হয়।

কার্ত্তিকী অমাবস্যায়—দীপদানোৎসব, তৎপর দিবস অন্নকূটোৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লদ্বিতীয়া—গোবর্দ্ধন হইতে অন্নকূট দর্শনানন্তর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রান্তিঘাটে মেলা ও উৎসব হয়।

কার্ত্তিকী শুক্লসপ্তমী—রজকবধ-টীলায় রজকবধ-উপলক্ষে অর্থাৎ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তধর্ম্ম-নিরাস-উপলক্ষে মাথুরগণের উৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী—মথুরার দক্ষিণস্থ গোপালবাগে গোচারণ-লীলা।

কার্ত্তিকী শুক্লনবমী—মথুরা পরিক্রমা।

কার্ত্তিকী শুক্লদশমী—কংসবধ-উপলক্ষে রঙ্গেশ্বর মহাদেবের নিকট মেলা-মহোৎসব।

কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী—মথুরা, গরুড়গোবিন্দ ও বৃন্দাবন-পরিক্রমা।

মাঘী শুক্লপঞ্চমী—বসন্তপঞ্চমী উৎসব।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা—হোরিলীলা উৎসব।

চৈত্র কৃষ্ণপঞ্চমী—ফুলদোল-মেলা।

চৈত্র শুক্লাষ্টমী—মহাবিদ্যার মন্দিরে মেলা।

চৈত্র শুক্লনবমী—রামনবমী উৎসব।

শ্রীমথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবন-পথে নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ স্থান-সমূহ পাওয়া যায়—অক্রূরগ্রাম, শ্রীগোপীনাথ, ব্রহ্মহ্রদ, ভোজনস্থলী (ভাতরোল), অটলতীর্থ, কদমখণ্ডী প্রভৃতি। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে ভোজনস্থলী বা 'ভাতরোলে' উৎসবাদি হইয়া থাকে।

"শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা"-গ্রন্থের পরিশিষ্টে শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর 'মথুরা-মাহাত্ম্য', শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের

'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত' ও 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে' এবং শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'শ্রীব্রজ-পরিক্রমা' ও বিভিন্ন গ্রন্থে ধৃত অন্যান্য বিষয় সংযুক্ত হইবে।

শ্রীমধুবন-পরিক্রমা

৭৭ পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৫শে আশ্বিন (১৩৩৯) ;
১১ই অক্টোবর (১৯৩২) মঙ্গলবার, দ্বাদশী

পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

প্রায় তিন মাইল ভ্রমণ

মথুরা হইতে পথে ধ্রুবটীলা-দর্শন-পূর্ব্বক

মধুবনে আসিয়া রাত্রি-যাপন

শিবির—মহোলি, মধুকুণ্ডের তীর

[মহোলিতে প্রথম দিবস]

আজ পরিক্রমা মথুরা হইতে মধুবনে গমন করিবেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর প্রসাদের দ্বারা একাদশীর পারণ সমাপ্ত করিয়া মধুবন-পরিক্রমায় নির্গত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলেন। অদ্য শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর বিরহতিথি-উৎসব। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকাল হইতেই অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছেন এবং শ্রীরূপানুগ-গণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত খুলনা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী মহাশয় মথুরায় মহামহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে, নিত্যধামগত শ্রেষ্ঠ্যার্য্য শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ে
পরমা ভক্তিমতী জ্যেষ্ঠা সহধর্ম্মিণী শ্রীমথুরায় শ্রীব্রজমণ্ডল
পরিক্রমার প্রথম দিবসে বৈষ্ণব-যাত্রিসঙ্ঘের তৃপ্তি-বিধানে
জন্য নানা বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ-বিতরণ-পূর্ব্বক মথুরা
বিরাট্ মহামহোৎসবের আনুকূল্য করেন।

মথুরায় অবস্থানকালে যাত্রি-সঙ্ঘ "বলদেও বিলাস" এব
তন্নিকটস্থ কএকটী ধর্ম্মশালা ও ভবনে বাসস্থান লা
করিয়াছিলেন। "বলদেও বিলাসে"র সম্মুখস্থ বিস্তৃত ময়দানে
কএকটী তাঁবুর মধ্যে পরিক্রমার কার্য্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবক
গণের বাসস্থান প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ক্রমেই যাত্রী
সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনেকে বলদেও বিলাসে
অলিন্দে ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিশ্রাম-স্থান ও আশ্রয় গ্রহ
করিলেন।

বন-পরিক্রমার নানা আয়োজন

আজ হইতেই প্রকৃত-প্রস্তাবে বনে বনে ভ্রমণ আর
হইবে জানিয়া পরিক্রমাকারিগণের ভগবৎসেবায় সর্ব্বপ্রকার
সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিদ
শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ-প্রভুর সহিত পরামর্শ করিলেন
এবং আচার্য্যত্রিকপ্রভু শ্রীমদ্ বনমহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ
প্রভু ও শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধবপ্রভু প্রমুখ কার্য্যকুশল
ব্যক্তিগণের সাহায্যে পরিক্রমা-নিয়মনের জন্য বিবিধ উপায় ও
প্রণালী গঠন করিলেন।

আগ্রা ও মথুরা হইতে বহু তাঁবু সংগৃহীত হইল এবং
ঐ সকল তাঁবু যাহাতে মধুবনে পরিক্রমা পৌঁছিবার পূর্ব্বাহ্ণে
তথায় পৌঁছে এবং শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও পরিক্রমাকারিগণের
বাসস্থান প্রদান করিতে পারে, তজ্জন্য বন্দোবস্ত করিলেন।
শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ প্রভু, শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তি-
শাস্ত্রী প্রভৃতি কএক মূর্ত্তি উৎকৃষ্ট তাঁবু-সংগ্রহের জন্য
নিয়োজিত হইলেন।

বিপুল পরিক্রমা-নিয়মন এবং যাত্রিগণের স্বাস্থ্যাদি
সংরক্ষণ-পূর্ব্বক ভগবৎসেবার সহায়তার জন্য নানাপ্রকার
উপায় অবলম্বিত হইল। পরিক্রমা কোথায় কোন্ দিবস গমন
করিবেন, কোথায় কোথায় তাঁবু পড়িবে, কোন্ কোন্ স্থান
দর্শনীয়, গন্তব্যস্থানগুলির দূরত্ব কি পরিমাণ, পথে কোথায়
কি অসুবিধা আছে, কোথায় কয়দিবস বাস করিতে হইবে
ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ-সম্বলিত পঞ্জী ইংরেজী ও বাংলা-
ভাষায় মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণে বিতরিত হইল।
এতদ্ব্যতীত সেবকগণ ও যাত্রি-সাধারণের জন্য কতকগুলি
নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল ও ঐ সকল টানাইয়া দেওয়া হইল।

সেবা-কার্য্যের জন্য বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবকদল ও সেনা
গঠিত হইল এবং তাঁহাদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিবার
বন্দোবস্ত হইল। কএকটী উৎসাহী, বলবান্ ও বিচক্ষণ
সেবক লইয়া একটী অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘ (advance
party) গঠিত হইল। শ্রীহয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী,

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য-প্রমুখ সেবকগণ সেই সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আগামী দিবস বা দুই তিন দিবস পরে পরিক্রমা যেখানে আসিয়া কেন্দ্র-স্থাপন বা শিবির স্থাপন করিবেন, সেই স্থানে পূর্ব্বগামী সেবক-সঙ্ঘ একদিন বা দুই তিন দিন পূর্ব্বেই উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ঐ সকল স্থানের বিভিন্ন বিষয়-সম্পর্কে সুবিধা-অসুবিধা নিবেদন করিতেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী স্থানে পূর্ব্বাহ্ণেই শিবির-সংস্থাপন ও কতিপয় লোকের তত্ত্বাবধানে জিনিষ-পত্রাদি রক্ষা করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য কেন্দ্রের স্থান আবিষ্কার ও নির্দ্দেশের জন্য চলিতেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, পথ নাই, বিপথ নাই, কত অপরিচিত প্রদেশে, নির্জ্জন কান্তারে, কোথায়ও কোথায়ও বা জন-প্রাণীহীন বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া একমাত্র শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম ভরসা করিয়া অজ্ঞাত নূতন প্রদেশ আবিষ্কারকগণের ন্যায় বিদেশী সঙ্গীর সহিত অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘকে চলিতে হইত।

অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘের ন্যায় সর্ব্বপশ্চাদ্‌গামী আর একটী সেবক-সঙ্ঘ (rear party) গঠিত হইল। কটকের শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু, শ্রীপাদ ভক্তি-বিলাস-বিগ্রহ প্রভু, ব্রহ্মচারী শ্রীহরিপ্রসাদজী প্রমুখ সেবক-গণ তাঁহাদের বহু স্থানীয় সহায়কগণের সহিত ঐ কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন। পরিক্রমা চলিয়া গেলে rear party

সেবকগণ সমস্ত তাঁবু উঠাইয়া জিনিষ-পত্রাদি লইয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া চলিতেন। অধিকাংশ স্থানেই কার্য্যের শিঘ্রপ্রকারিতার জন্য মোটর-বাস সমূহ নিযুক্ত হইত।

দুই প্রস্থ (set) তাঁবু রাখা হইয়াছিল, তাহাতে যাত্রি-গণের কোন কষ্ট বা আশ্রয়াভাব হয় নাই। এক সেট তাঁবু লইয়া অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবকসঙ্ঘ (advance party) পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতেন এবং যাত্রিগণ পরিক্রমায় বাহির হইলে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সঙ্ঘ (rear party) মোটরবাসে তাঁবুগুলি লইয়া আবার advance partyর নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। পরিক্রমার ক্লান্ত যাত্রিগণ বিশ্রামের স্থান প্রস্তুত পাইতেন।

অধিকাংশ স্থানেই কোনও জলাশয়, বৃহৎ কুণ্ড বা দীর্ঘিকার তটে শিবির-শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে শিবির স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানই যেন একটী সুন্দর সুশৃঙ্খলিত নগরে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। সুসজ্জিত তাঁবুর চতুর্দ্দিকে গমনাগমনের পথ, পথের মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল আলোক-মালার স্তম্ভ-সমূহ, তোরণ, তোরণে বিভিন্ন ভাষায় "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা"র নামাঙ্কিত পতাকারাজি, প্রত্যেক শিবির বিভিন্ন সংখ্যার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, কত সংখ্যা ও কোন্ শিবির কোন্ কোন্ দেশের যাত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাঁবুর সম্মুখেই তাহা বৃহৎ অক্ষরে চিত্রিত থাকিত। শ্রীল প্রভুপাদের শিবির সকলের কেন্দ্রে, তৎসম্মুখেই সুবৃহৎ সামিয়ানার মধ্যে কীর্ত্তন-বক্তৃতা-স্থলী, তৎসন্নিকটেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর

শিবির, নিকটে অনুসন্ধান-কার্য্যালয়, তৎপার্শ্বে সম্পাদকীয় শিবির, স্বেচ্ছাসেবক-কার্য্যালয়, অগ্রগামী সেবক-সঙ্ঘের শিবির, পশ্চাদ্‌গামী সেবক-সঙ্ঘের শিবির, কোষাধ্যক্ষের শিবির, হাসপাতাল, চিকিৎসকগণের শিবির, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রের যাত্রিগণের তাঁবু, স্বতন্ত্রভাবে ও এক পার্শ্বে মহিলাগণের শিবির-সমূহ, ভাণ্ডারের তাঁবু, মহাপ্রসাদ-সংরক্ষণের তাঁবু, পাকশালার সুবৃহৎ বেষ্টনী, জল-বিতরণের স্থান, পুলিশ ও পাহারাদারগণের তাঁবু, চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত, আলু, চিনি, গুড় প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঠিকাদারের দোকানের তাঁবু, টাঙ্গা, এক্কা, গরু ও মহিষের গাড়ী এবং গাড়োয়ানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান,—এই সকল মিলিত হইয়া একটী সুন্দর ও সুসজ্জিত নগরে পরিণত হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইবামাত্র যখন আলোক-মালা ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত, তখন স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্ব-স্ব কার্য্যে তৎপর হইতেন। এদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাঁবুর সম্মুখে কাসর, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্ত ও স্থানীয় বহু পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন, বক্তৃতা-মঞ্চে বক্তৃতা, পাঠ ও আসরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের স্তব, বন্দনা ও কীর্ত্তন আরম্ভ হইত, ব্রজবাসি-গণের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সোৎসুক কর্ণে ও নয়নে দলে-দলে আসিয়া জুটিতেন, তখন এক অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য হইত।

[illegible]গণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া আচার্য্যের [illegible], কেহ বা সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ করিতে করিতে, কেহ বা [illegible]লিতে নানা পদ্য-গদ্য উল্লেখ করিয়া কীর্ত্তন করিতেন [illegible] আচার্য্যকে অভিনন্দন প্রদান করিতেন। কেহ বা "মহদ্‌[illegible]নং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্" বলিতে বলিতে [illegible] ফল-পুষ্প-মালিকা প্রভৃতি উপহার প্রদান করিতেন। [illegible] বা ভগবানের প্রসাদ, প্রসাদী বস্ত্র প্রভৃতি উপঢৌকন [illegible] আচার্য্যের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সমুপস্থিত [illegible]তেন। শ্রীল প্রভুপাদ কখনও হিন্দিতে, কখনও বঙ্গ-[illegible], কখনও বা ইংরাজী ভাষায় বিভিন্ন শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট হরিকথা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—ব্রজের নিগূঢ় ভজন-[illegible]র্য্যের কথা কীর্ত্তন করিতেন। যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে [illegible] শ্রীচৈতন্যবাণীকীর্ত্তন পরিক্রমা করিতেন, তাঁহারা [illegible]পের নবধা ভক্তিরস ও দ্বাদশবনের অখিল-রসামৃত-[illegible] দ্বাদশ রসের ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-মূর্ত্তি যুগপৎ উপলব্ধি করিতেন।

শ্রীল প্রভুপাদ চৌরাশী ক্রোশ শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিগণের পরিক্রমার ভার সুযোগ্য, নিরলস ও অক্লান্ত [illegible] ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের উপর ন্যস্ত করিলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের উপর যাত্রিসঙ্ঘের [illegible]াদি ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইল। শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায়

ভক্তিবিজয় মহোদয় কোষাধ্যক্ষের সেবা ও ভাণ্ডারের দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এই দুই জনের সেবা সহকারী সেবকরূপে অনেক ব্যক্তি ছিলেন। "কীর্ত্তনে পরিশ্রম জানি' গৌর-রায়। তাঁ'-সবারে খাওয়াইতে প্রভু মন ধায়॥"—বাক্যটী পরিক্রমার আসরে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। সকলের আবশ্যক দ্রব্যের সমাধান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যথা-সময়ে অভাবনীয়রূপে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি কার্য্য পরিক্রমার বিভিন্ন কেন্দ্রে নিত্য বিরাট্ মহামহোৎসব করিয়া রাখিয়াছিল। কোন রাজ-প্রাসাদে কিংবা কাহারও ভবনে একটী সামান্য মহোৎসবাদি করিতে হইলে বহু দিবস পূর্ব্ব হইতে তাহার জন্য ভাবনা, চিন্তা ও বহু মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াও সেই কার্য্যে নানা ত্রুটী, বিচ্যুতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরজনের কি মহান্ প্রভাব! প্রত্যহ প্রতি স্থানে, বনের অভ্যন্তরে—যেখানে লোকের পক্ষে চর্ব্ব্য, চুষ্যাদি ভোজ্যসামগ্রী পাওয়া ত' বহু দূরের কথা, অনেক সময় স্বাস্থ্যকর জলটুকুও পাইতে ক্লেশকর হয়, সেরূপ কান্তারেও চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদের অভাবনীয় বিরাট্ মহা-মহোৎসব নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এক দিকে যাত্রিগণকে —ভক্তগণকে প্রচুর প্রসাদ-বিতরণ, অপর দিকে ব্রজের বিভিন্ন স্থানে ব্রজবাসিগণকে—স্থানীয় ব্যক্তিগণকে এবং বিরাট্ পরিক্রমার আনুষঙ্গিক লোকসঙ্ঘকে ঘৃত, আটা,

মিষ্টান্নাদি দ্রব্য-বিতরণ—এইরূপ নিত্যমহামহোৎসবের চিত্র ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব ও আশ্চর্য্যজনক।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিক্রমা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সাধারণের অভিমত

ইহা সামান্যভাবে মথুরা-নগরীতে দর্শন করিয়াই মথুরার লেল্‌থ্ অফিসার বলিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ সকল যাত্রীকে একস্থান হইতে মহাপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া বড়ই সুন্দর কাজ করিয়াছিলেন। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে-সকল পরিক্রমা হয়, তাহাতে প্রত্যেক যাত্রীকে নিজের নিজের খরচে নিজের নিজের দ্রব্যাদি সংগ্রহ-পূর্ব্বক পাকাদি করিয়া ভোজন করিতে হয়। তাহাতে ক্লান্ত যাত্রিগণ স্বতন্ত্র-ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করায় অখাদ্য, কুখাদ্য গ্রহণ করিয়া নানা-প্রকার মারাত্মক ব্যাধির কবলে কবলিত হইয়া থাকেন এবং প্রত্যেক বৎসরই খাদ্য-দোষে, জল-দোষে, অত্যধিক পরিশ্রমাদির জন্য বহু যাত্রীকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সকলকেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহাপ্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পাকাদি কার্য্যের জন্য ব্রাহ্মণগণ, বাজার হইতে দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিসকল, ভাণ্ডারাদি পর্য্যবেক্ষণ ও পাকাদি কার্য্যের নিয়ামক বিভিন্ন যোগ্য ব্যক্তি তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

পরিক্রমার পরিচালক শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ

একদিকে প্রাতে পরিক্রমার অগ্রণীরূপে সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিজয় করিতেন। কোন বিশ্রাম-স্থানে পথিমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বালভোগ লাগান হইত। সেই বালভোগের প্রচুর প্রসাদ বিরাট্ যাত্রিসঙ্ঘকে বিতরণ করা হইত। ব্রজের গ্রামে গ্রামে বহু পরিমাণ ঘোল, মাধুকরী ভিক্ষা পাওয়া যাইত। নির্দ্দিষ্ট ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বেই মহাপ্রভুর ভোগাদি রন্ধন ও ভোগের সমস্ত বন্দোবস্ত পূর্ণ করিয়া রাখিতেন। পরিক্রমা নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে ফিরিয়া আসিবার কিঞ্চিৎ পরেই অর্চ্চন ও মধ্যাহ্নভোগ হইত। যাত্রিগণ স্নানাদি মধ্যাহ্ন-কৃত্য সমাপন করিয়াই মহাপ্রসাদ প্রস্তুত পাইতেন। যেখানে সুমিষ্ট বা স্বাস্থ্যকর জলের অভাব, সেখানে যানযোগে উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট কূপসমূহের জল সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য ভারপ্রাপ্ত পৃথক্ লোক ছিল। কাজেই যাত্রিগণের কোথায়ও কোন প্রকার দূষিত জল-পানের ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না।

স্বেচ্ছাসেবকগণের সেবা

একদল স্বেচ্ছাসেবক নির্দ্দিষ্ট হইলেন—যাঁহারা সর্ব্বদা পরিক্রমাকারি-যাত্রিগণের মধ্যে স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক বা যে কেহ অনবধানতা-বশতঃ বা ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া সঙ্ঘ ছাড়িয়া একাকী বা একাকিনী কোথায় পড়িয়া না থাকেন কিংবা সঙ্ঘভ্রষ্ট না হন, তদ্‌বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। তাঁহাদের

কার্য্যই ছিল,—তাঁহারা অসমর্থ যাত্রী, কিংবা পরিক্রমার সঙ্ঘচ্যুত যাত্রীকে যানাদিতে স্থাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবেন। লোকের কোনও জিনিষ-পত্র যাহাতে হারান না যায় অথবা পশ্চাতে পড়িয়া না থাকে, তাহার তত্ত্বাবধানার্থও একটী সেবক-দল গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, মাষ্টার শ্রীযুক্ত অয়স্কান্তি সান্ন্যাল প্রভৃতি উক্ত সেবকসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অসমর্থ যাত্রিগণের জন্য টাঙ্গা, এক্কা, গো-শকটাদি যান ও বাহন নিযুক্ত ছিল; কতকগুলি যান-বাহন বিশেষ প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য পৃথগ্‌ভাবেও নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাব্যরত্ন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কএকজন সহকারীর সহিত পরিক্রমার প্রথমভাগে যান-বাহনাদির নিয়ামকত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরিক্রমায় বাহির হইবার পূর্ব্বে যাত্রিগণকে তাঁহাদের যাবতীয় বিছানাপত্র, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি পরিক্রমা-কার্য্যালয়ে জমা দিয়া টিকেট গ্রহণ করিতে হইত। তাহাতে তাঁহারা কেবল-মাত্র অত্যাবশ্যক সামান্য-দ্রব্য-সহ স্বচ্ছন্দে পরিক্রমা করিতে পারিতেন। একে শীতকাল, তাহার উপর ব্রজের বনে অসহ্য শীত। লোকের বিছানা-পত্রের সংখ্যা বিপুল ছিল। যাত্রিগণকে তাহা নিজে বহন বা অপরিচিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বহন করাইবার ক্লেশ, বিপদ ও তজ্জন্য

সর্ব্বদা চিন্তায় নিমগ্ন না থাকিতে হয়,—এজন্য পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গন্তব্য স্থানে গমন করিয়া টিকেট দেখাইলেই সেই নম্বরের বিছানা ও দ্রব্যাদি প্রত্যর্পণ করা হইত। এই কার্য্যের প্রধান ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ব্রহ্মচারী উপদেশক শ্রীসিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী। তাঁহার উপরে সমস্ত বৈষ্ণব ও যাত্রিগণের বিছানা-পত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে নির্ব্বিঘ্নে স্থানান্তরিত করা এবং সকল যাত্রীকে যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান করিবার গুরুভার অর্পিত ছিল।

চলন্ত চিকিৎসাগার

পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত হাসপাতাল চলিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পথিমধ্যে কেহ কোন প্রকার অসুস্থ হইয়া পড়িলে অমনি তাঁহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা ছিল। বর্ষীয়ান্ ও বিচক্ষণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী এল, এম, এফ, ভক্তি-কুসুম, ভক্তিশাস্ত্রী ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস অধিকারী এবং ইঁহাদের অধীনে কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র-নারায়ণ অধিকারী ও কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ নন্দী এই কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী ও য়্যালোপ্যাথিক—এই ত্রিবিধ ঔষধ ও চিকিৎসকগণের ব্যবস্থা ছিল। কলিকাতার মাড়োয়ারী হাসপাতালের বিচক্ষণ ও প্রবীণ কবিরাজ

শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাশয় পরিক্রমার প্রথম-মুখে সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন-প্রভু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন পুস্তক পাঠে ও লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল যে, বন-যাত্রাকালে পথিমধ্যে ও বিভিন্ন স্থানে চোর, দস্যু প্রভৃতি অসদ্‌ব্যক্তির উপদ্রব খুব বেশী। এজন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বন্দুকধারী পুলিস-ব্যতীত যাত্রি-গণের নিরুদ্বেগের জন্য নিজেদের মধ্যে সেনাদল সংগঠিত হইল। সেই সকল স্বেচ্ছাসেবকদলের সেবার সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইল। ভীষণ শীতের মধ্যে সারারাত্রি জাগিয়া তাঁহাদিগকে পাহারা দিতে হইত। দিনেও পাহারা চলিত। ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দজী ঐ স্বেচ্ছাসেবকদলের পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত ব্যক্তিগণও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাজ্ঞানে এই সকল কার্য্য আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া লইলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত আউধ বিহারী কপূর এম্-এ মহোদয় পর্য্যন্ত এই ভীষণ শীতের মধ্যে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীমন্দির পাহারা দিবার সেবার আদর্শ প্রকাশ

করিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুদর্শন-সনাতন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ত্রিগুণনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উদ্ধবদাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত উরুক্রম-দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মনোভিরাম দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত হরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত গুরুপদ সরকার, কাশীর হিন্দু ইউনিভারসিটির ছাত্র শ্রীঅজিতনাথ কুণ্ডু, শ্রীঅনন্তদেব ব্রহ্ম প্রভৃতি বহু বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিবাভাগে কএক ক্রোশ পথ পদব্রজে পরিক্রমা করিয়াও রাত্রিভাগে তীব্র শীতের মধ্যে অম্লান-বদনে পাহারা দিতেন।

একটী সঙ্ঘের উপর ভাণ্ডার-সংরক্ষণ ও ভাণ্ডারাদির দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার পর সেই সকল বুঝিয়া লইবার ভার অর্পিত হইল। শ্রীযুক্ত দেবকী-নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত মুকুন্দগোপাল অধিকারী ভক্তিমধুর, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাস অধিকারী, শ্রীযুক্ত উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কএক মূর্ত্তি ঐ সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীনিতাই প্রভৃতি কএকমূর্ত্তি শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় সংকীর্ত্তনের মূলগায়করূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেন। কেহ কেহ মৃদঙ্গবাদনাদি সেবা ভাগ

করিয়া নিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীযাদবানন্দজীকে শ্রীমন্মহা-প্রভুর অর্চ্চনাদি সেবাকার্য্য অর্পিত হইল।

কেহ কেহ আলোক-প্রদানের সেবা-ভার প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীসৎসঙ্গানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপতিতপাবন, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরপ্রপন্ন প্রভৃতি কএকজন ঐ সেবা গ্রহণ করিলেন।

অসুস্থ ব্যক্তিগণকে যথাসময়ে তাহাদের উপযুক্ত পথ্যাদি বিতরণের জন্য ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণজী প্রমুখ কএক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হইলেন।

প্রাত্যহিক বিপুলভোগ-রন্ধনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার বাজার হইতে ক্রয় ও সংগ্রহ করিবার জন্য কএক ব্যক্তি ভার প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ, শ্রীযুক্ত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাস অধিকারী প্রভৃতি সেবকগণ উক্ত সেবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার কেন্দ্রস্থান শ্রীমথুরায় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ ১১ই অক্টোবর (১৯৩২) বনে প্রবেশ করিলেও মথুরা ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে "বলদেওবিলাস"-ভবনে পরিক্রমার কেন্দ্র-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিল। ঐ কেন্দ্র-কার্য্যালয়ের ভার বর্ষীয়ান্ সেবক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী ভক্তিযজ্ঞ মহাশয় এবং তাঁহার সহকারী কএকজনের উপর প্রদত্ত হইল। চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, বিভিন্ন দেশের যাত্রিসঙ্ঘ ঐ কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে আসিয়াই জুটিত।

এতদ্ব্যতীত বন-পরিক্রমায় বিশেষ অসুস্থ যাত্রিগণকেও কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া চিকিৎসা করা হইত। নানা প্রয়োজনীয় কার্য্য ও আবশ্যক দ্রব্যাদির জন্য কেন্দ্র-কার্য্যালয়ে সংবাদ আসিত। বন-পরিক্রমার জিনিষ-পত্রাদি অধিকাংশ মথুরা হইতে প্রেরিত হইত। এজন্য প্রত্যহ মোটরযান ও বাস মথুরার কেন্দ্র-কার্য্যালয় হইতে পরিক্রমার কেন্দ্রে গমনাগমন করিত। এ কার্য্যের জন্যও একদল স্বেচ্ছা-সেবক গঠিত হইয়াছিল।

রাজকর্ম্মচারিগণের সাহায্য

যুক্তপ্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্‌ পুলিশ, মথুরার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ অফ্‌ পুলিশ মিঃ কেম্ফ প্রভৃতি সরকার-পক্ষীয় শাসন-বিভাগের ব্যক্তিগণ শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় যাহাতে চোর, দস্যু প্রভৃতির কোন প্রকার উপদ্রব হইতে না পারে, তজ্জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে কএকজন সঙ্গীনধারী পুলিশ ছিল, এতদ্ব্যতীত যেখানে যেখানে পরিক্রমার শিবির স্থাপিত হইবে, সেই সকল স্থানেও পূর্ব্বাহ্ণেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট পঞ্জী অনুসারে পুলিশ-পাহারা থাকিত।

আদর্শ পরিক্রমা

এইরূপ নানা প্রকার সুবন্দোবস্তে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমাটী এক অদ্বিতীয় আদর্শ-পরিক্রমায় সংগঠিত হইয়াছিল। মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব,

কেল্‌থ-অফিসার, শ্রীমথুরা ও সমগ্র শ্রীব্রজমণ্ডলের সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি তথা নিরপেক্ষ সাধারণ ব্যক্তি-মাত্রেই পরিক্রমার এইরূপ সুবন্দোবস্ত দেখিয়া একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে এবার যে বনযাত্রার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আদর্শস্থানীয় ও ব্রজ-মণ্ডলের ইতিহাসে একটী যুগান্তর। ঐরূপ আদর্শ পরিক্রমা এখন হইতে সকলেরই অনুসরণীয় হওয়া আবশ্যক। বিশেষ যাত্রি-সঙ্ঘের উপর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিয়ামক-গণের প্রভাব অদ্বিতীয়।

পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সর্ব্বোপরি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে, পরিক্রমাটী অনুক্ষণ অমর্ত্ত্য মহাপুরুষের জীবন্ত বাণীতে মুখরিত ছিল। সাধারণতঃ যে বন-যাত্রা হয়, তাহাতে কেবল স্থান দর্শন ও স্বেচ্ছাভাবে বিচরণাদি হইয়া থাকে। আমোদ-প্রমোদের জন্য ভাড়াটীয়া "রাসধারী" নিযুক্ত করা হয়। তাহারা নানা প্রকার সঙ্‌ সাজিয়া রাসলীলার অনুকরণ প্রভৃতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক যাত্রি-সঙ্ঘের সাময়িক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি বা বন-ভ্রমণের শ্রান্তি বিদূরিত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সকল কৃত্যই শ্রীগৌরজনের আনুগত্যে গঠিত ও সাধিত হওয়ায় শ্রীমন্মহা-

প্রভু ও শ্রীরূপানুগ-গণের পদাঙ্কানুসরণ-ব্রতই সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র স্মৃতিপটে প্রদীপ্ত থাকিত। গৌরব্রজ-জন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অনুক্ষণ অবিরাম শ্রীহরিকথামৃত-তরঙ্গিণী-প্রবাহে শ্রীশ্রীব্রজভূমি ও শ্রীব্রজের জন শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের আদর্শ ও তদনুরাগিব্যক্তিগণের বাস্তব চরিত্র সকলের নিকট সর্ব্বদা প্রকটিত করিতেন। প্রতিমুহূর্ত্তে পরিক্রমার উদ্দেশ্য পরিক্রমার সার্থকতা, বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশে উদ্দীপনার বার্ত্তা, তথ্য ও মৌলিক অনুসন্ধান ভগবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্মৃতির সহিত বিজড়িত করি আচার্য্যের সেবক-সম্প্রদায় আচার্য্যের সম্পূর্ণ আনুগত্যে সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা স্মরণ করাই দিতেন,—জড়বিষয়ে আসক্তি বা নির্জ্জীব ভোগপর জীব যাপনের সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামকে "প্রপঞ্চের সম দর্শন করিয়া দেশ-ভ্রমণ বা দেশ-দর্শন-কৌতূহল চরিতা করিবার চেষ্টা শ্রীধাম-দর্শন বা শ্রীধাম-পরিক্রমা নহে শ্রীচৈতন্য-নিজ-জনের—শ্রীগৌর-প্রণয়িজনের পদাঙ্কানুসর তাঁহার শ্রীমুখপদ্ম-প্রবাহিত শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করি করিতে শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ-পঞ্চক যাজন ও তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রে শ্রীনামসংকীর্ত্তন-ভজনে নিরপরাধে প্রবেশের চেষ্টা এ পরিক্রমার আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীব্রজমণ্ড পরিক্রমায় শ্রীগৌরজনের শ্রীমুখে যে শ্রীহরিকথামৃত-মহোৎস

প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ, সুদুর্ল্লভ হইতেও অতিদুর্ল্লভ।

শ্রীল প্রভুপাদ অনুগত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও যাঁহারা প্রভুপাদের পদান্তিকে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন,—এরূপ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থভক্তগণকে এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ এবং শ্রবণের পর কীর্ত্তনের জন্য সর্ব্বদাই প্ররোচনা করিতেন।

মধুবনাভিমুখে পরিক্রমা

২৫শে আশ্বিন (১৩৩৯), ১১ই অক্টোবর (১৯৩২) মঙ্গলবার সকলেই একাদশীর পারণ করিবার পর প্রায় ৩॥ ঘটিকায় সিংহাসনোপরি সংস্থাপিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীমূর্ত্তিকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত মধুবনাভিমুখে চলিলেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে পরিক্রমা চালনা করিতে লাগিলেন।

মথুরা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্ ষ্টেশন (বলদেও বিলাসের সংলগ্ন) হইতে মধুবন দক্ষিণে (ঈষৎ পশ্চিমাভিমুখী) তিন মাইলের কিছু বেশী দূর। মধুবনের বর্ত্তমান নাম—মহোলি (Maholi)। মথুরা-নগরীর মধ্য দিয়া পাকা রাস্তা অতিক্রম করিবার পর গ্রামের কাঁচা রাস্তা ও পাগ্‌দণ্ডী (পায়ের দাগের রাস্তা) ধরিতে হয়। ভূতেশ্বর হইতে যাত্রা করিয়া সড়কে সড়কে পূর্ব্বদিকে অনেকটা রাস্তা চলিয়া যাইবার পর গ্রামের রাস্তা পাওয়া যায়।

প্রথম বনে প্রবেশ

আজ পরিক্রমা রাজধানী মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সং
প্রথম বনে প্রবেশ করায় পরিক্রমা-পরিচালনাকারী শ্রীম
বন-মহারাজ বন-পথের মধ্যে একটী বিস্তৃত সমতল স্থা
আম্রকুঞ্জের তলে সকলকে বসাইলেন ; ক্রমে ক্রমে সকলে
আসিয়া মিলিত হইলে শ্রীমদ্ বন মহারাজ যাত্রী ও সেব
গণকে পরিক্রমার উদ্দেশ্য, পরিক্রমায় কি ভাবে সকল
চলিতে হইবে, তদ্‌বিষয়ে বক্তৃতা-মুখে উপদেশ এবং জ্ঞাত
নিয়মাবলী-সমূহ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। নিম্নে ঐ সক
নিয়ম উদ্ধৃত হইল—

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার সেবকগণের পালনীয়

নিয়মাবলী

১। পরিক্রমার মুখ্য উদ্দেশ্য—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা
নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজের কৌতূহল চরিতার্থ ক
নহে।

২। কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্য
যথার্থ পরিক্রমা, নতুবা পরিক্রমার অভিনয় করিয়
আসিয়াও ভোগী হইয়া যাইতে হইবে।

৩। সেবক যাত্রিগণ ও মঠবাসী হইতে গৃহীত হইলে
সেবকের অধিকার ও দায়িত্ব যাত্রিগণ অপেক্ষা অধিকতর
সুতরাং তাঁহারা যাত্রী সাজিয়া সেবাকে বিসর্জ্জন দিবেন না

৪। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিলে যে দুর্গতি

ধাম ও ধামদর্শন হয় না, তাহার আদর্শ শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই বৃন্দাবনেই বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের দ্বারা দেখাইয়াছেন।

৫। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সেবা পরিত্যাগ করিয়া পরিক্রমার সাধারণ যাত্রিগণের ন্যায় কেবল জড়চক্ষুর কাম চরিতার্থ করিবেন, তাঁহারা বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবেন।

৬। নিজের গায়ের জোরে ধামদর্শন হয় না, ইহা বৈষ্ণব-সেবকগণকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

৭। যদি সেবায় নিযুক্ত থাকার দরুণ পরিক্রমার কোন স্থান দর্শন বা ভ্রমণ নাও হয়, তথাপি সেরূপ ব্যক্তিরই যথার্থ পরিক্রমা হইবে, আর যাঁহারা 'সেবা' ছাড়িয়া ভ্রমণ ও দর্শন করিয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা আদৌ পরিক্রমার মর্ম্ম বুঝেন নাই।

৮। সেবকগণকে যথাসময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবায় স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

৯। প্রত্যেক সেবকই যথাসময়ে বিশ্রাম হইতে উঠিবেন এবং স্ব-স্ব-কার্য্যে নীরবে নিযুক্ত হইবেন।

১০। রাত্রিকালে বা হরিকথা-আলোচনার সময় কোন সেবকই অপরকে আহ্বান করিতে হইলে উচ্চ চীৎকার করিবেন না।

১১। প্রত্যেকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সেবার সময় অন্য সেবককে 'রিলিফ' (বিশ্রাম) দেওয়ার জন্য সমুপস্থিত হইবেন।

১২। প্রত্যহ ঠিক সময় আরাত্রিকে যোগদান, মৃদঙ্গ কাঁসর-করতালাদি বাদন ও উচ্চকীর্ত্তনাদি করিতে হইবে।

১৩। পরিক্রমায় বাহির হইবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উপকরণ লইয়া সমবেত হইবেন।

১৪। পরিক্রমার শোভাযাত্রা-মধ্যে কীর্ত্তনীয়া, বাদক, দোহার, পতাকাধারী স্ব-স্ব স্থান বা দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যমনস্ক হইবেন না।

১৫। ঠাকুরের অর্চ্চনকারী অর্চ্চন পরিত্যাগ করিয়া পরিক্রমার সঙ্গে যোগদানের ছলে সেবার প্রতি উদাসীন হইবেন না।

১৬। শ্রীবিগ্রহের নিকট সর্ব্বক্ষণ একজন না একজন সেবক নির্দ্দিষ্টভাবে থাকিবেন।

১৭। শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে পরিক্রমার শোভাযাত্রাকালে চামর, ব্যজন ও ছত্রধারণ করিতে অন্যমনস্ক হইবেন না।

১৮। পরিক্রমাকালে নির্দ্দিষ্ট পরিচালনাকারী এবং শ্রীবিগ্রহের সেবকগণ ব্যতীত অন্য কেহই শ্রীবিগ্রহের পশ্চাৎ দিয়া আশে-পাশে চলিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না, তাহাতে সেবাপরাধ হইবে।

১৯। পরিবেশনকারী, পাহারাদার, জলপাতা প্রভৃতি প্রদানকারী, ভাণ্ডারী এবং অন্যান্য সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে স্বস্ব স্থানে উপস্থিত হইবেন।

২০। উপরি-উক্ত সেবকগণকে 'রিলিফ' (বিশ্রাম

দেওয়ার জন্য পরিক্রমার কার্য্যালয় হইতে যথাসময়ে ব্যবস্থা হইবে। যদি কাহারও কোন অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তিনি কার্য্যালয়ে নিবেদন করিবেন, নিজে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন না।

২১। কোন তীর্থে বা কুণ্ডে সাবান-ব্যবহার, থুৎকার-নিক্ষেপ, কুলকুচা, বস্ত্রাদি ধৌত, মল-মূত্র-ত্যাগ প্রভৃতি কোন যাত্রী বা সেবক কেহই করিবেন না, ইহাতে ভীষণ অপরাধ এবং নানাপ্রকার বিপদ আছে।

২২। সেবকগণ পরিমিত আহার অপেক্ষাও কম গ্রহণ করিবেন, নতুবা সেবায় বিঘ্ন হইবে।

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

নিয়মাবলী

১। চোর, জুয়াচোর হইতে সাবধান থাকিবেন।

২। নিজের মালের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

৩। জল ও খাদ্যের প্রতি সতর্ক হইবেন।

৪। ফল না ধুইয়া খাইবেন না।

৫। পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবেন, লাইন ছাড়িয়া কোথায়ও যাইবেন না।

৬। রাত্রিতে কখনও বাহির হইবেন না।

৭। নির্দ্দিষ্ট স্থান-ব্যতীত মল-মূত্র ত্যাগ করিবেন না।

৮। নির্দ্দিষ্ট তাঁবু ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন না।

৯। কোন প্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি সঙ্গে রাখিবেন না।

১০। কোলাহল বা গ্রাম্যবার্ত্তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১১। ধূম্রপান ও মাদকদ্রব্যাদি-গ্রহণ নিষেধ।

১২। রাত্রিকালে সকলে সতর্ক থাকিবেন।

১৩। নির্দ্দিষ্টকালে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

১৪। অতিরিক্ত আহার করিবেন না।

১৫। অফিসে প্রত্যেকে নাম ও ঠিকানা দিবেন।

১৬। যাত্রীর টিকিট-ব্যতীত তাঁবুতে প্রবেশ নিষেধ।

১৭। স্ত্রীলোকের তাঁবুতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।

১৮। অর্থাদি অফিসের অধ্যক্ষের নিকট জমা দিয়া রসিদ লইবেন, বিনা রসিদে টাকা দিবেন না।

১৯। ছোট ছেলে-মেয়েদিগকে কখনও কোথাও ছাড়িয়া দিবেন না।

২০। অফিসে অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ।

২১। তাঁবুর ভিতরে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে আগুন জ্বলাইবেন না।

২২। গাড়োয়ান বা অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করিবেন না।

২৩। গাড়ীর যাত্রিগণ দলবদ্ধ হইয়া একপথে চলিবেন।

২৪। বন-ভ্রমণকালে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর আদর্শ স্মরণ রাখিবেন।

২৫। আহার-বিহারের সৌখ্যে অসহিষ্ণু হইবেন না।

২৬। পরিক্রমা চলিবার পথে একখানি গামোছা, ঘটী ও কাপড় সঙ্গে লইবেন।

২৭। ভোর ৪টার সময় সকলেই নিদ্রা হইতে জাগিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে মুখ হাত ধুইবেন।

২৮। অন্যত্র যাইবার দিন ভোর ৪॥—৫টার মধ্যে বিছানা বাঁধিয়া টিকিট দিয়া মাল জমা দিবেন, বিলম্বে বিছানা লওয়া হইবে না।

২৯। মালের গাড়ী পৌঁছিলে একঘণ্টার মধ্যে সকলে মাল লইবেন।

৩০। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে মালের সন্ধান না নিলে অফিস মালের জন্য দায়ী হইবেন না।

৩১। প্রত্যেক যাত্রী তাঁহার টিকিট ও তাঁবুর নম্বর মনে রাখিবেন এবং টিকিট সঙ্গে রাখিবেন।

৩২। প্রত্যেক মালের টিকিটের নম্বর মনে রাখিবেন ও মাল ছাড়াইয়া আনিবার সময় টিকিট দিয়া আসিবেন।

৩৩। বিছানাগুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

৩৪। কাহারও কোন বিপদ ঘটিলে তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান-অফিসে জানাইবেন।

ধ্রুবটীলা

মধুবন হইতে গ্রামের পূর্ব্বে মথুরার দিকে প্রায় আধ

মাইল দূরে উচ্চ টীলার উপর ধ্রুবের তপস্যা-স্থান পাওয়া যায়। পরিক্রমা মহোলি-গ্রামকে ডাইনে রাখিয়া মাঠ পার হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে একটী টীলার উপর ধ্রুবের তপস্যা-স্থান দর্শন করিবার জন্য উপনীত হইলেন। মধুবনে পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুবের নারদের উপদেশে পদ্মপলাশলোচন নারায়ণের উপাসনার প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়ে বিবৃত আছে—

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং **মধুবনং** যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥
(ভাঃ ৪।৭।৪২)

অতএব হে বৎস, তোমার মঙ্গল হউক্। তুমি যমুনাতট-স্থিত পরম পাবন মধুবনে গমন কর। কারণ, শ্রীহরি সেই মধুবনে নিত্য অবস্থান করেন।

ধ্রুবটীলার উপর একটী বারেন্দাযুক্ত মন্দির-গৃহ রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী শ্রীনারায়ণ-মূর্ত্তি, শ্রীগোপালদেব ও শ্রীশালগ্রাম। পশ্চিম-দিকে অপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ধ্রুবজী। মন্দিরের আয়তন ক্ষুদ্র। মন্দিরের গৃহের বরাবর মহাবীরের মূর্ত্তি এবং প্রাঙ্গণে তুলসী ও ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান। টীলার উপরে একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। টীলার উপর হইতে মথুরার কেশবজীর মন্দিরের সংলগ্ন আরঙ্গজেবের নির্ম্মিত মস্‌জিদ্‌টী উত্তর-দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় ১॥ ক্রোশ দূরে যমুনা

একটী সঙ্কীর্ণা পুষ্পমালিকার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই মন্দিরের সেবক একজন রামায়েৎ, তাঁহার নাম জীবনদাস। ইঁহার গুরুপাট অযোধ্যা ও গুরুর নাম অযোধ্যা দাস।

মন্দির-গৃহের সম্মুখে একটী আধুনিক প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন রহিয়াছে; তাহাতে দেবনাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত কথা-গুলি লিখিত আছে,—

শ্রীধ্রুবজী-মন্দির
শ্রীমতী সৌভাগ্যবতী লক্ষ্মীবাই আলেবার
ধর্ম্মপত্নী শ্রীযুক্তা বিষ্ণুপন্ত আলেবার
কাণপুর
বদ্রীপ্রসাদ কল্ক

পরিক্রমা যখন ধ্রুবটীলার নিকট উপস্থিত হইল, তখন মরীচিমালী অস্তাচলে গমন করিতেছেন। ধ্রুবটীলার নিম্ন-স্থান হইতে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় টীলার ও পরিক্রমা-সঙ্ঘের আলোক-চিত্র গ্রহণ করিলেন। টীলার নিম্নবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি ব্যক্তি কৃত্রিম সাধু সাজিয়া মুখ-চোখ ঢাকিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছিল, কেহ বা শরীরের উপর সাময়িক মাটীর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, যাত্রিগণের মধ্যে কেহই কৃত্রিমতায় ভ্রান্ত হইতেছে

না, তখন তাহারা 'দূর ছাই' বলিয়া মাটী প্রভৃতি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধ্রুবটীলা হইতে পরিক্রমা গন্তব্য-পথের রাস্তা ধরিয়া কিছু সময়ের মধ্যেই মধুকুণ্ডের তীরে চলিতে লাগিল। মধুকুণ্ডের তীরে অনতিদূরে পরিক্রমা-সঙ্ঘের শিবির পড়িয়াছিল। সেই শিবির-শ্রেণীর দৃশ্য অতীব সুন্দর দেখাইতেছিল। জীবনে এরূপ সুন্দর দৃশ্য আর কেহই দেখেন নাই। সকলেই এরূপ দৃশ্য ও সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া সহস্র-মুখে পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষগণকে শ্রদ্ধা নিবেদন জানাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, প্রভুপাদ শ্রীমালিকা-হস্তে সহাস্য-বদনে অগ্রসর হইয়া পরিক্রমার অগ্রণী শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সকলেই তখন ভূপতিত হইয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে প্রণত হইলেন। যেন এক অভিনব আনন্দের বাজার মিলিল।

মধুবনে বিশ্রাম

সে-দিন সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। আর রাত্রিও উপস্থিত হইল। এজন্য সকলেই সে-দিন আর মধুবন পরিক্রমা না করিয়া রাত্রিতে স্ব-স্ব তাঁবুতে স্থান গ্রহণ করিলেন এবং পরিক্রমা-পরিচালক-সঙ্ঘের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ধ্যারাত্রিক-দর্শন করিয়া হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও নাট্যমন্দিরের শিবিরের সন্নিধানে সমবেত হইলেন।

রাত্রিকালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ হইতে শ্রীধ্রুবের মধুবনে শ্রীহরি-ভজন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন। রাত্রে ভোগারতির পর সকলকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া মহাপ্রসাদ-সম্মানার্থ সকলকে আহ্বান করা হইত। রাত্রে আগে মহিলাগণ প্রসাদ সম্মান করিতেন। মহিলা ও পুরুষগণের প্রসাদ-প্রাপ্তির জন্য পৃথক্ পৃথক্ সময় ও বন্দোবস্ত আগাগোড়াই ছিল। তাঁহাদের আহ্বানের জন্যও পৃথক্ পৃথক্ ঘণ্টাধ্বনি ব্যবহৃত হইত। শেষরাত্রে প্রত্যহ ৪ ঘটিকার সময় সকলকে জাগরণের জন্য প্রথমে একটী warning bell ও তৎপরে ১৫মিনিট পরে আর একটী bell দেওয়া হইত। তখন সকলে উঠিয়া শৌচাদি সমাপন-পূর্ব্বক বনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেন। যে-দিন শিবির অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হইবার কথা থাকিত, সে-দিন সকলেই ঐ সময়ে স্ব-স্ব বিছানা-পত্র ও দ্রব্যাদি ঠিক করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রদান করিতেন এবং অরুণোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমায় বাহির হইতেন।

———

তালবন, কুমুদবন ও মধুবন পরিক্রমা

২৮ পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৬শে আশ্বিন (১৩৩৯);
১২ই অক্টোবর (১৯৩২) বুধবার ত্রয়োদশী

পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

প্রায় ১০ মাইল ভ্রমণ

শিবির—মহোলি ম[illegible]ুণ্ডের তীর

[মহোলিতে ২য় দিবস]

তালবনাভিমুখে

২৬শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর বুধবার প্রত্যূষে শিবিরে সমস্ত জিনিষপত্র রাখিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গকে অগ্রণী করিয়া বনপথের 'পাগ্‌দণ্ডী' ও গরুর গাড়ীর রাস্তা ধরিয়া তালবনাভিমুখে চলিলেন। পূর্ব্বদিকে রেল-লাইনে ট্রেণ যাইতেছিল। মধুবন হইতে তালবনের রাস্তা তত ভাল না হইলেও গোযান, টাঙ্গা, মোটর-বাস্ প্রভৃতি যাইতে পারে। যাঁহারা হাঁটিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহারা টাঙ্গা প্রভৃতিতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন। গোযানে পানীয় জল, মহাপ্রভুর ভোগের জিনিষপত্র এবং টাঙ্গায় হাসপাতাল পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতেছিল। দুই ধারেই

বাজ্‌রা শস্যের ক্ষেত্র। মহোলি হইতে প্রায় ২॥ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'তালবন' অবস্থিত। তালবনের বর্ত্তমান নাম তারসী (Tarsi)—দূর হইতে একটু উচ্চ ভূমিতে তালবনের মন্দির দেখা যাইতেছিল। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে মাটীর দেওয়াল।

বলভদ্রকুণ্ড

তন্নিম্ন স্থানে "বলভদ্র কুণ্ড" নামে একটী পুষ্করিণী—ঘাট-বাঁধান, অত্যন্ত পুরাতন ও জীর্ণ হইয়াছে। জল সেওলাপড়া, অপরিষ্কার। কুণ্ডের তীরে একটী বৃহৎ অশ্বত্থগাছ রহিয়াছে। অদূরে গ্রামের গরু-মহিষের পাল বিচরণ করিতেছিল। কুণ্ডের উত্তর তীরে পূর্ব্বাভিমুখে মন্দির। মন্দিরের দ্বারটী ইষ্টক-নির্ম্মিত, খুব প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। কুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে একটী ইন্দারা আছে, জল ভাল ও সুমিষ্ট। তালবনের ঐ মন্দির গৃহাকার

তালবনের মন্দির

নহে, উহা মন্দিরেরই ন্যায় আকার-বিশিষ্ট। মন্দির ও তৎ-প্রাঙ্গণ মৃন্ময়-প্রাকার-বিশিষ্ট। মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনে মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীবলদেব, দক্ষিণে বংশীধারী ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, বলদেবের বামে শ্রীরেবতীজী। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিলেন যে, এই মন্দিরটী সিন্ধিয়া-মহারাজের রাজত্বের সময়ে নির্ম্মিত মন্দির। বর্ত্তমানে রামানন্দী সম্প্রদায়ের (রামায়েৎ) এক ব্যক্তি এই স্থানে পূজারী বা সেবায়েত-

রূপে আছেন। তাঁহার নাম শ্রীজগন্নাথদাস। ইঁহার প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একজন গৃহস্থ পূজারী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—রামচন্দ্রদাস। ঐ ব্যক্তিও রামানন্দী সম্প্রদায়ের ছিলেন। বর্ত্তমানের জগন্নাথদাস জটাধারী। পুরীতে সিংহদরজার সন্নিকটে যে "বড় সন্ত মহারাজে"র আখড়া আছে, জগন্নাথদাস সেই আখড়ারই শিষ্য। জগন্নাথদাসের গুরু সুবরণদাসজী। জগন্নাথের কোন চেলা নাই। জগন্নাথদাস বলিলেন, সেবা-পূজা আকাশ-বৃত্তি হইতে চলে। মাঝে মাঝে উদাসীন সাধু-সন্ন্যাসী ভিখারী হইয়া এখানে আসেন। জগন্নাথদাস বড় দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, মন্দিরের সেবার জন্য ২১ বিঘা জমি নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু জগন্নাথদাস নিজে চাষ-বাস দেখিতে পারেন না বলিয়া যাহাদিগকে দিয়া চাষ করান, তাহারাই সমস্ত শস্যাদি লইয়া যায়, ঠাকুরের জন্য ১ পাইও দেয় না। 'তারসী' গ্রামটী ছোট গ্রাম, তথায় প্রায় সকল জাতিরই বাস। পরিক্রমার সংকীর্ত্তনের বাদ্য শুনিয়া গ্রামের সকল লোক আসিয়া জড় হইল। গ্রামে জোয়ার-শস্যের ক্ষেত্র খুব দেখিতে পাওয়া গেল। কেহ কেহ জানাইল, গ্রামে প্রায় ৪০০ লোকের বাস। একটী অতি ক্ষুদ্র বাজার আছে, তাহাকে বাজার না বলিয়া ২।৩টী দোকানের সমষ্টিও বলা যাইতে পারে। দুধ টাকায় ১৩।১৪ সের করিয়া। ঘৃত টাকায় ১৫ ছটাক, /১ সের এইরূপ।

তারসী গ্রাম

শ্রীবলদেবের মন্দির হইতে পূর্ব্ব-দিকে তারসী গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম ভরতপুর-রাজের অধীন ছিল, এখন বৃটিশ-গভর্ণমেণ্টের অধিকারে। বর্ত্তমানে ইহা মথুরা-নিবাসী গুলচাঁদ বালিয়ার জমিদারী। গ্রামে কার্পাসের চাষ হয়, অন্য গ্রামে প্রত্যক গৃহে যথেষ্ট কার্পাস দেখা গেল।

তালবনের তথ্য

পরিক্রমার যাত্রিগণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে শ্রীমন্দিরে শ্রীবলভদ্রদেব দর্শন ও বন্দনাদি করিলেন। পরিক্রমা-পরিচালক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বক্তৃতা-মুখে তালবনের যাবতীয় বিবরণ ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর-হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি আচার্য্যগণের তালবনে ভ্রমণ-লীলা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত **তালবনে শ্রীবলদেবের ধেনুকাসুর বধ-লীলা** পাঠ ও বর্ণন করিলেন,—

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চঃ আত্মক্রীড়নকায় চ॥
(স্কান্দে বৈষ্ণবখণ্ডে মথুরা-মাহাত্ম্যে

তালবনে প্রভু তাল-রক্ষক অসুরে।
বধিল কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে॥ (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে

দেখিতে পাই, শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

রাম রাম ! মহাসত্ত্ব ! কৃষ্ণ ! দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্‌বনং তালালিসঙ্কুলম্॥

অর্থাৎ হে রাম ! হে মহাবল রাম ! হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ ! এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অনতিদূরে বহু তালসঙ্কুল এক বৃহৎ বন আছে।

এই শ্লোকের টীকায় "বৈষ্ণব-তোষণী" বলিতেছেন,—অবিদূরে—অনতিদূরে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূর্ব্বতঃ ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে বৃত্তেঃ তথাচ শ্রীবারাহে—

অস্তি গোবর্দ্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরম দুর্ল্লভম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্ যোজনদ্বয়ম্॥ ইতি

তথা—

অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুর-রক্ষিতম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজনম্॥

ইতি সুমহৎ ক্রোশদ্বয়ব্যাপিত্বাৎ তদ্বিশেষশ্চ শ্রীহরিবংশে—

স তু দেশঃ সমঃ স্নিগ্ধঃ সুমহান্ কৃষ্ণমৃত্তিকঃ।
দর্ভপ্রায়ঃ স্থলীভূতো লোষ্ট্রপাষাণবর্জ্জিতঃ॥

তাৎপর্য্য এই—

গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অনতিদূরে, পূর্ব্বদিকে চারি ক্রোশের মধ্যে তালবন অবস্থিত। শ্রীবরাহপুরাণ বলেন, পরম দুর্লভ

'গোবর্দ্ধন' নামক ক্ষেত্র মথুরার পশ্চিমভাগে যোজন-দ্বয়ের অদূরে বিরাজিত। সেই বরাহপুরাণেই উক্ত আছে,—মথুরার পশ্চিমভাগে এক যোজনের অদূরে ধেনুকাসুর-রক্ষিত 'তালবন' আছে। সেই তালবন ক্রোশদ্বয় ব্যাপ্ত, সেইজন্য তাহাকে 'সুমহৎ' বলা হইয়াছে। শ্রীহরি-বংশে তাহার বিশেষ বিবরণ যথা,—সেই প্রদেশ অবন্ধুর, সম, স্নিগ্ধ, সুবিস্তৃত, কৃষ্ণমৃত্তিকাযুক্ত, দূর্ব্বাবহুল, অকৃত্রিম ভূমিময়, লোষ্ট্রপাষাণহীন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রকট সময়েও এই স্থান 'তারসী', 'তালসী' বা 'তারফরা' প্রভৃতি নামে খ্যাত ছিল। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ উপরি-উক্ত ভাগবতীয় শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—

গোবর্দ্ধনাদবিদূরে ক্রোশচতুষ্টয়ান্তরে তারফরা ইতি তালসীতি খ্যাত প্রদেশগতং বনম্—

অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুর-রক্ষিতম্।
মথুরা-পশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজনম্॥

ইতি বারাহোক্তেঃ। পশ্চিমে পশ্চাদ্ভবে ভাগে ইতি নৈর্ঋতকোণে ইতি ব্যাখ্যেয়ং তত্রৈব তদ্দর্শনাৎ।

গোবর্দ্ধনের অনতিদূরে চারি ক্রোশের মধ্যে 'তারফরা' বা 'তালসী' নামে প্রদেশগত বনই 'তালবন'। বরাহ-পুরাণের উক্তি হইতে জানা যায় যে, ধেনুকাসুর-রক্ষিত 'তালবন' মথুরার পশ্চিমভাগে অবস্থিত, এখানে 'পশ্চিম-

ভাগে'—পশ্চাৎস্থিত প্রদেশে—পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ, মথুরা হইতে 'তালবন' ঐরূপই দৃষ্ট হয়। মধুবনের তিন মাইল নৈঋর্তকোণে (পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে) তালবন। বর্ত্তমান মথুরা-নগরীর প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে 'তারসী'।

তালবন-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৫শ অধ্যায়) প্রসঙ্গ এইরূপ—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ডকাল (৭ বৎসর বয়ঃক্রম) প্রাপ্ত হইলে শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণকে পশুপালনার্থ সম্মতি প্রদান করিলেন। ভগবান্ গোপালন-কালে প্রিয় সখাগণের সুখের নিমিত্ত বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে 'তালবন'-লীলা অন্যতম। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে প্রবেশ করিয়া গোচারণাদি ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি সখাগণ বলিলেন,—"হে মহাবলী রাম, দুষ্টদমন কৃষ্ণ, এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অতি নিকটে বহু তালপূর্ণ একটী সুবৃহৎ তালবন আছে। ঐ তালবনে প্রত্যহই অনেক তালফল পড়িয়া থাকে এবং এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ ফলগুলি রক্ষা করিতেছে। কোন প্রাণীই ঐ ফলগুলিতে অধিকার পায় না। মহাবলী ধেনুকাসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। উহার সহিত উহারই অন্যান্য বহুতর বলশালী জ্ঞাতিবর্গও তথায়

থাকিয়া তাল রক্ষা করিতেছে। ঐ অসুর নরমাংস ভোজন করে, সুতরাং মনুষ্য, পশু, এমন কি, আকাশে বিচরণশীল পক্ষিকুল পর্য্যন্ত ঐ অসুরের ভয়ে ঐ বনে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ দেখ, চতুর্দ্দিক সুপক্ক তালের গন্ধে কিরূপ আমোদিত হইয়াছে! ঐ ফলের গন্ধে আমাদিগের বড়ই লোভ জন্মিয়াছে। আমাদিগকে ঐ ফল প্রদান কর।"

বয়স্যগণের বাক্যে রাম-কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে গোপ-বালকগণের সহিত তালবনে প্রবেশ করিলেন। তালবনে প্রবিষ্ট হইয়াই অগ্রে বলদেব মত্তহস্তীর ন্যায় দুই বাহুর দ্বারা তালবৃক্ষগুলিকে কম্পিত করিয়া তালসমূহ পাতিত করিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহবশতঃ বলদেবই অগ্রে গর্দ্দভ-অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। একটী বৃক্ষ কম্পিত করায় তাহার সঙ্ঘর্ষে অন্যান্য বৃক্ষগুলিও কম্পিত হইল এবং উহাদের সুপক্ক ফল মাটীতে পড়িয়া গেল।

তালফলগুলির পতন-শব্দ শুনিতে পাইয়া গর্দ্দভাসুর দৌড়াইয়া আসিল এবং পশ্চাদ্‌ভাগের পদদ্বয়-দ্বারা সবলে বলরামের বক্ষে আঘাত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় বিকট রব করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া গর্দ্দভ পুনরায় বলদেবকে আঘাত করিবার জন্য যখন পদপ্রসারণ করিল, তখনই শ্রীবলদেব অসুরের পদদ্বয়-ধারণ-পূর্ব্বক প্রবলবেগে উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই ঘূর্ণনেই অসুরের প্রাণ বিনষ্ট হইল।

বলদেব তালবৃক্ষের উপর অসুরের মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন। অত্যুচ্চ তালবৃক্ষ গর্দ্দভের দেহের আঘাতে কাঁপিতে কাঁপিতে পার্শ্বস্থ বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভগ্ন হইল, সেই কম্পিত বৃক্ষ আবার অপর বৃক্ষকে কাঁপাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। এইরূপে এক একটী বৃক্ষ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

এইজন্য বোধ হয়, বর্ত্তমানে 'তালবনে' একটী তালবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধেনুকাসুর নিহত হইলে উহার জ্ঞাতিবর্গ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি ধাবিত হইল। অসুরগণ নিকটে আসিবামাত্র রামকৃষ্ণ অসুরদিগের পশ্চাদ্‌ভাগের পদদ্বয় ধারণ করিয়া অনায়াসে উহাদিগকে তালবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলেন; শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত লীলার কথা শ্রবণ করিয়া আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ গীত-বাদ্য এবং মহর্ষিগণ স্তব করিতে লাগিলেন।

তালফল প্রায় ভাদ্র-মাসেই পাকিয়া থাকে; সুতরাং শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদির উক্তি-অনুসারে গ্রীষ্মকালে কালীয়দমন হইবার পরেই এই তালবনে ধেনুকাসুর বধ হইয়াছিল।

পরিক্রমার যাত্রি-সঙ্ঘ তালবনের বিবরণ শ্রবণ করিবার পর মহাপ্রভুর বালভোগের চিড়া-দধি-প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইলেন। বলভদ্রকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে এবং কুণ্ডের

উত্তর-পশ্চিম-কোণস্থ ইন্দারার চতুর্দ্দিকে বসিয়া সকলে চিড়া-দধি-মহোৎসব করিলেন। ইন্দারা হইতে সুমিষ্ট জল পান করিয়া সকলেরই পিপাসার শান্তি হইল। ইন্দারা-অভ্যন্তরে একটী প্রস্তরফলক রহিয়াছে, উহাতে হিন্দিতে কূপ-সংস্কারের সন ও তারিখ লিখিত রহিয়াছে।

তালবন (তারসী) হইতে কুমুদ-বনাভিমুখে দুই মাইল পশ্চিমে

তালবন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে কুমুদবন বা কুদর বন। স্থানীয় লোকেরা ইঁহাকে 'কুদর বন'ই বলিয়া থাকেন। পরিক্রমা বলভদ্রকুণ্ডকে দক্ষিণে রাখিয়া পাগ্‌দণ্ডী দিয়া তারসী হইতে পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। রাস্তা ভাল নহে। কোনভাবে টাঙ্গা ও মোটর চলিতে পারে। পথি-মধ্যে 'রামপুর'-নামক এক গ্রাম পাওয়া গেল। পরিক্রমা পশ্চিম-দিক ছাড়িয়া কতকটা উত্তরাভিমুখে চলিলেন। শ্রীমৎ সাগর মহারাজ গান ধরিয়া নাচিতে নাচিতে চলিলেন। পরিক্রমা-যাত্রিগণের পথে কোন অসুবিধা না হয়, এজন্য শ্রীমদ্ বন মহারাজ ঘোড়ার উপর চড়িয়া অগ্রগামী পথ-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ ও স্থানে-স্থানে সতর্ক করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ "গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে, সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী-ভকত-সঙ্গে"—এই পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। 'পাগ্‌দণ্ডী' দিয়া পরিক্রমা চলিতে আরম্ভ

করায় পরিক্রমা বহু সুদীর্ঘ হইয়া সুন্দর দৃশ্য প্রকাশিত করিল। স্থানে-স্থানে কূপ আছে, কিন্তু অধিকাংশ কূপের জলই লবণাক্ত। বর্ষার জল চলাচলের জন্য দুইটী খাত ও তদুপরি দুইটী সেতু পথি-মধ্যে পাওয়া গেল। মাইল-ষ্টোনও দৃষ্ট হইল। প্রায় ২ মাইল বা ২॥ মাইল অতিক্রম করিয়া পরিক্রমা 'কুমুদ বনে' আসিয়া পৌঁছিলেন।

কুমুদ-সরোবর

কুমুদশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি-লীলা করিয়াছিলেন, এজন্য এই স্থান "কুমুদবন" নামে কথিত হইয়াছে। পুরাণ-গ্রন্থে এইরূপ আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। এই স্থান 'জল-শয্যা-বিহার-স্থান' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দ্বাদশবন-ভ্রমণ-লীলা-প্রকট-কালে এই স্থান পদাঙ্করঞ্জিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত স্থান বা শ্রীগৌর-সুন্দরের কোন স্মৃতি-চিহ্নই এখানে নাই। এইজন্য বর্ত্তমান যুগের গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌর-পদাঙ্কিত বিভিন্ন বনসমূহে শ্রীচৈতন্য-চরণের অর্চ্চা অধিষ্ঠিত হউন,—এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক

এখানে পিপ্পলবৃক্ষের তলে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক আছে। তথায় শ্রীবল্লভাচার্য্যের-গাদি। গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের

শিলা-সমূহ গিরিরাজের আকারে সজ্জিত এবং তাহার নিম্নে শ্বেতপ্রস্তরের গাভী প্রভৃতি রহিয়াছে। কেলিকদম্ব ও নিম্ববৃক্ষ প্রাঙ্গণে ছায়া বিতরণ করিতেছে। সরোবরের দক্ষিণ-তীরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। ঐ সরোবরই এক-কালে কুমুদপূর্ণ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে একটীও কুমুদ নাই। এই সরোবর 'কৃষ্ণকুণ্ড' নামে খ্যাত। কুণ্ডের জল মন্দ নহে, সেওলা নাই। পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ সকলেই সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। কেহ কেহ বা সেই জলে স্নানাদিও করিলেন। কৃষ্ণকুণ্ডের তীরে কদম্ববৃক্ষ ও পিপ্পলবৃক্ষ রহিয়াছে। প্রায় চতুর্দ্দিকেই বন। ঐ বৈঠকের মালিক শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী, শ্রীগোপাল-লালজী; ইঁহারা মথুরার ধনাঢ্য জমিদার। শ্রীবিঠ্ঠলনাথজীই নাকি বর্ত্তমানে শ্রীবল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বন-যাত্রা পরিচালনা করেন। স্থানের সেবায়েতগণ তাঁহাদের নাম জানাইলেন,—কৃষ্ণদাস মুন্সিয়া, গোকুলদাস, প্রেমরাজ।

শ্রীমথুরামণ্ডলের অধিকাংশ স্থানেই দেখা গিয়াছে, গৌড়ীয়াগণের নিকট বল্লভ-সম্প্রদায়ের ঠাকুর-বাড়ীর ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নাম-ধাম বলিতে চাহেন না। তাঁহারা যেন মনে করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কি ক্ষতি হইয়া যাইবে। কিন্তু সুন্দর-বনের সেবায়েত-সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় তাঁহাদের নাম-ধাম প্রদান করিলেন। গাদির প্রাচীরে একটী প্রস্তর-ফলক আছে, তাহাতে ১৯০৯ সম্বতে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে,

—এরূপ খোদিত আছে। কুণ্ডের দক্ষিণভাগে একটী কূপ আছে।

উচাগাঁও

কুদর-বন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমাভিমুখে উচাগাঁও। বর্ষাণের উত্তরে আর একটী উচাগাঁও আছে। উহা নবিপুরের সংলগ্ন। কুমুদবনের অন্তর্গত উচাগাঁও ইহা হইতে পৃথক্। পরিক্রমা-সঙ্ঘ তথায় যান নাই। কেবল সেই স্থানের তথ্য-সংগ্রহের জন্য 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয় এবং তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী ও মাষ্টার শ্রীযুক্ত অয়স্কান্তি সান্যাল গিয়াছিলেন। সেখানে হরিব্যাসী (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ের একটী ছোট ঠাকুরবাড়ী আছে। খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল, জগমোহন ও বারেন্দা আছে। দুই বৎসর হইল ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গত আষাঢ় মাসের অমাবস্যাতে ঠাকুর অন্য স্থান হইতে এখানে আসিয়াছেন। তথ্য-সংগ্রহকারিগণ যখন তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন মন্দির বন্ধ ছিল, পূজারী গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ৩ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরও পূজারীর অনাগমন দেখিয়া শ্রীযুক্ত দুর্দ্দৈবমোচন প্রভু গ্রাম হইতে কিছু চাউল, ঘৃত ও লবণ ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অন্ন পাক করিলেন। ভগবান্‌কে ভোগ প্রদান করিয়া কেবল লবণ-সহযোগে তিনজনই প্রসাদ পাইলেন। গ্রামের কূপের

জল লবণাক্ত ও কীট-পরিপূর্ণ। উক্ত ঠাকুর-বাড়ীর সংলগ্ন পুষ্করিণীর জল অব্যবহার্য্য। অনেক অনুসন্ধান করিয়া গ্রামের একটী কূপ হইতে অপেক্ষাকৃত ভাল জল সংগৃহীত হইল। প্রায় ৪ ঘণ্টার পর পূজারী ফিরিয়া আসিলেন। মন্দিরের ঠাকুরের নাম—বিহারীজী। ব্রজের বহু স্থানে রামানন্দী সম্প্রদায়ের এইরূপ "বিহারীজী" বিগ্রহের নাম শুনা যায়। পূজারীর নাম—রাধাচরণ দাস, গুরুর নাম—বল্লভদাস। ফতেপুর সিক্রীর দুরা-গ্রামে পূজারীর গুরুপাট। উচাগাঁওএ কোন বনযাত্রাই আসেনা শুনা গেল। গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র ; মাত্র ৭০ ঘর লোকের বাস। বাজার নাই। মথুরা হইতে গ্রামের লোক বাজার করে। বিহারীজীর মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত মাঠ, ঐ মাঠ পার হইয়া বেশ সুন্দর কাঁচা প্রশস্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে ; রাস্তার দুই দিকে বৃক্ষশ্রেণী ও লালরংএর মাইলষ্টোন আছে। তাহাতে মথুরা সে-স্থান হইতে ৭ মাইল লেখা রহিয়াছে। তথ্য-সংগ্রহকারী বেলা ১০॥ টার সময় সেখানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় তথা হইতে রওয়ানা হইলেন। বহু পূর্ব্বে পরিক্রমা কুদরবন হইতে মধুবনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে জানিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যক্তি মথুরার রাস্তা ধরিয়া মধুবনের দিকে চলিলেন। মথুরার রাস্তায় খানিক চলিয়া তাহা বামে ছাড়িয়া 'ওস্পার' গ্রাম পাইলেন। ওস্পার (Usphar) গ্রাম উচাগাঁও হইতে এক মাইলেরও

কম হইবে। ওস্পার গ্রামের জল লবণাক্ত, ভাল কূপ নাই। একটী রামানন্দী সম্প্রদায়ের ঠাকুর-বাড়ী বা বিহারী-জীর মন্দির আছে, সেখানে বনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ও মহাবীর আছেন। ওস্পার গ্রামের পর মুকুন্দপুর গ্রাম, তৎপরে সেখান হইতে প্রায় ২॥ মাইল মহোলি। অর্থাৎ ওস্পার গ্রাম হইয়া উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিলে পুনরায় মধুবনে আসা যায়। মুকুন্দপুর হইতে পরিক্রমার তাঁবুর সারি ও মহোলি-গ্রাম বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। মধুবনে পৌঁছিতে পৌঁছিতে সূর্য্য প্রায় অস্তগমনোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল।

মধুবন পরিক্রমার পথের পরিমাণ

মধুবন হইতে যাত্রা-পূর্ব্বক তালবন ও কুমুদবন প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় মধুবন বা মহোলিতে আসিতে ন্যূনাধিক ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হয়।

আগামী কল্য ২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার প্রত্যুষেই বহুলাবন রওয়ানা হইতে হইবে বলিয়া যাত্রিগণ মহাপ্রসাদাদি সম্মানের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া সায়ংকালে মধুবন পরিক্রমা করিলেন।

মধুবনের কথা

মধুবনের কৃষ্ণকুণ্ডের উত্তর-দিকে দাউজী বা শ্রীবলদেবের মন্দির; শ্রীবলদেবের দক্ষিণ হস্তে এবং বাম হস্তে মধুপান-পাত্র। শ্রীশেষমূর্ত্তি বলদেবের পদদেশ হইতে পৃষ্ঠ-

দেশ হইয়া মস্তকে ছত্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। পূজারীর নাম—মধুসূদন দাস, গৃহস্থ; ইনি মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া পরিচয় দিলেন; তিলক—গৌড়ীয়, "মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ে"র দ্বারা ইঁহারা বোধ হয় মাধ্ব-গৌড়ীয়ই লক্ষ্য করেন। মধুসূদনের গুরু বর্ত্তমানে জীবিত নাই। তাঁহার নাম ছিল—মথুরানাথ ব্রহ্মচারী। তিনিও মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়েরই ছিলেন। তিনি ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি নাকি আজীবন ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। মধুসূদন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ।

দাউজীর মন্দিরে যমুনাহরি নামক একজন গৌতম ব্রাহ্মণের সহিত দেখা হইল। সেই ব্যক্তি কথকতা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি বলিলেন,—সেই অর্থ হইতে কিছু দাউজীর মন্দিরের সেবায় ব্যয় করেন; অবশিষ্ট অধিকাংশ নিজের পরিবার-পালনে ব্যয় করিয়া থাকেন। যমুনা-হরির পিতা মদনমোহন পূর্ব্বোক্ত মথুরানাথ ব্রহ্মচারীর নিকট বেদ পড়িয়াছিলেন এবং কাশীতে ১৮ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

যমুনাহরি বলিলেন,—মহোলি লালাবাবুর জমিদারী। তাঁহাদের লোক এখানে কোন ধর্ম্মশালা তৈয়ার করিতে দেন না। এমন কি, পুষ্করিণী বা কূপাদি খনন করিতে ও আপত্তি করেন। গোবর্দ্ধন-কুণ্ডের শ্রীমনোহরদাস যমুনা-হরির দীক্ষা-গুরু; অথচ যমুনাহরি বলিলেন যে, তিনি

ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং পঞ্চোপাসকের যজমানের কার্য্যও করিয়া থাকেন। আমরা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু বা গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের আচার-প্রচারে ভাগবত-ব্যবসায় এবং পঞ্চোপাসকের আচরিত কামনা ও নির্ব্বিশেষবাদ-মূলে স্বতন্ত্রভাবে দেবতা-পূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যমুনাহরিকে শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা এই সকল বিষয় দেখাইলে তিনি ইহা মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন,—যজমান রক্ষার জন্য চণ্ডীপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি বাধ্য হইয়া করিতে হয়। আমরা বলিলাম, আপনার গুরুদেবের এই সম্বন্ধে আপনার প্রতি আদেশ কি? যমুনা-হরি বলিলেন,—তাঁহার গুরু শ্রীমনোহরদাস বলেন,—"তুমি গৃহস্থ, যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহা করিতে পার। আমি ত্যাগী, আমার কথা স্বতন্ত্র।" যমুনাবিহারী তাঁহার কার্য্যের নজির ও আদর্শ-স্বরূপ বঙ্গদেশের ভাগবত-ব্যবসায়ী পাঠক প্রাণ-গোপাল গোস্বামীর কথা বলিলেন। আমাদিগকে বলিলেন যে, যখন আপনাদের বঙ্গদেশের গোস্বামিগণ ভাগবত-ব্যবসায় ও পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, তখন আমরা কেন তাহা করিব না? বঙ্গদেশের লোক চতুর বলিয়া যে কোনও উপায়ে অর্থরোজগার করিতে পারিবেন, আর আমরা পশ্চিম দেশের লোক 'মূঢ়' বলিয়া কি তাহাতে বঞ্চিত হইব? আমরা এই সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে শাস্ত্রযুক্তিমূলে অনেক কথাই

আলোচনা করিলাম। আমাদের সঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুও ছিলেন। তাঁহারাও উহাকে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই একই যুক্তি,—বঙ্গদেশ ও দশজন লোকে যখন এই কার্য্য করেন, তখন তিনিও সেই সুশোভন পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

যমুনাহরি আরও জানাইলেন যে, "বাঙ্গালী যাত্রিগণ যখন মধুবনে আসেন, তখন তাঁহাদের যাত্রার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে না, তাঁহাদের তাঁবু থাকে না বা অন্য কোন-রূপ সুবন্দোবস্তও থাকে না। আপনাদের পরিক্রমায় যেরূপ শৃঙ্খলা দেখিলাম, আমরা পূর্ব্বে এরূপ আর কখনও দেখি নাই। একবার বনযাত্রার সময় বৃষ্টি হইতে থাকিলে বাঙ্গালী যাত্রিগণ অধিক রাত্রে জোর করিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন-পূর্ব্বক এই বলদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যেই কতকগুলি লোক পরস্পরের জিনিষপত্র চুরি করে। অন্ধকার রাত্রিতে স্ত্রীলোকদেরও অনেক অলঙ্কারাদি জিনিষপত্র চুরি যায়। তাহারা আমাদিগকে ধরে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমরা রক্ষা পাই।"

শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক

এখানে যে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক ও তন্মধ্যে যে ধর্ম্মশালা আছে, তাহাতে তাঁহারা তৎসম্প্রদায়ের যাত্রী-ব্যতীত অন্য লোককে থাকিতে দেন না। তাঁহাদের সেবা-পূজা ও ধর্ম্মশালা

প্রভৃতি ভাটিয়া লোকদিগের টাকায় পরিপুষ্ট। শুনা গেল বল্লভ-সম্প্রদায়েরও নাকি মধুবনে নিজেদের কোন যায়গা জমি নাই। তাঁহারা লালাবাবুকে বিঘা-প্রতি ৩।৪ টাকা মালগুজারী দিয়া জমি চাষ করেন।

মধুবনের তথ্য

দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবনই প্রথম বন। মধুবনে মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। তাহারই নামানুসারে "মধুবন" নাম হইয়াছে। মধুবনে ভগবান্ শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলদেব মধুপান-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা॥
(স্কান্দে বৈষ্ণব-খণ্ডে মথুরা-মাহাত্ম্য ২৩শ অধ্যায়)
মধুদৈত্যবধ এথা কৈলা ভগবান্।
এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান॥
(ভক্তিরত্নাকর)

মধুকুণ্ড

মধুকুণ্ড একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। ইহার তিন পার বাঁধান, আর একপারের পাকাবাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পরে তৎসংলগ্ন একটী পুকুর। মধুকুণ্ডের পশ্চিমতীরে পাকাঘাট ছাড়াইয়া পূর্ব্বাভিমুখী মধুবন-বিহারীর মন্দির। উঠানে মন্দিরের সংলগ্ন একটী নিম্ববৃক্ষ আছে। মন্দিরের চূড়া নাই—সাধারণ গৃহের আকার। জগমোহন মাটীর। কুণ্ডের

পশ্চিমতীরে শিব-মন্দির, দক্ষিণতীরে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক। যমুনাজী ঠাকুর ও বল্লভাচার্য্যের গদী আছে। সেখানে একটী স্ত্রীলোক সেবায়েত আছেন, তাঁহার নাম—ব্রজবাই। অতদ্ব্যতীত ২।১টী গৃহস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোকও দেখা গেল। ইঁহারা গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন এবং অস্পৃশ্য-জাতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার বিরোধী বলিয়া মনে হইল। কারণ, তাঁহারা অযাচিত-ভাবে বলিলেন যে, গান্ধীজী যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকটীর মুখেও এই ধিক্কার কথা শুনিতে পাওয়া গেল।

মধুবনবিহারীর মন্দিরে পূজারীরা চারিভাই পালাক্রমে পূজা করেন। তাঁহারা সকলেই গৃহস্থ এবং মন্দিরের সংলগ্নই তাঁহাদের গৃহ। ঠাকুরের পূজার কোনও সৌষ্ঠব নাই। পূজারীর গলদেশে তুলসীমালিকা প্রভৃতি কিছুই দেখা গেল না। ইঁহারা সারাদিন চাষবাস-কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। পূজারিগণের নাম—গিরিবর, মথুরা, বুদ্ধা ও মহাদেবী (ইঁহার স্বামী মৃত)। গিরিবরের পুত্র এই সকল সংবাদ আমাদিগকে দিলেন। মন্দিরে বধুবন-বিহারী বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছেন, তাঁহার ডানহাতে মালা এবং বামহাতে খড়্গ—যাহা দ্বারা তিনি মধুদৈত্য বধ করিয়াছিলেন। মহোলির কিছু দূরে একটী গোফা; সেখানে নাকি মধুদৈত্য বাস করিত এবং উহাই মধু-দৈত্যের বধস্থান। সেখানে মন্দির আছে;

উহা শান্তনু-কুণ্ড যাইবার পথে পড়ে। মধুবন-বিহারীর নিকট শ্রীমতী নাই। সিন্ধিয়া-মহারাজ এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কাটারী-মহারাজের এক ছোট মন্দির ছিল। ঠাকুরের সেবাপূজার জন্য বর্ত্তমানে মাত্র ৩২বিঘা জমি আছে। সিন্ধিয়ার মহারাজ মধুবনবিহারীর সেবার জন্য ৬০বিঘা জমি দিয়াছিলেন। পূজারীগণ সকলেই সানোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সকালে মাখন, মিশ্রী, বালভোগ; দ্বিপ্রহরে রুটি, ডাল, শাক প্রভৃতি রাজভোগ এবং রাত্রে কেবলমাত্র দুধ শয়নভোগ লাগিয়া থাকে।

মহোলি-গ্রামে প্রায় পাঁচশতঘর লোক আছে। এখানে 'ঠাকুর' বা 'ছত্রী' জাতি লোকেরই সংখ্যা বেশী। মহোলিতে একটী উচ্চপ্রাইমারী স্কুলও আছে। চোখেলাল সিং ও চৌবেসিংহ—এই দুইজন পণ্ডিত। ইঁহাদের সহিত আমাদের বলদেবজীর মন্দিরে আলাপ হইয়াছিল। ভাগবত-ব্যবসায় যে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, এই বিষয়ে ইঁহারা আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

মধুবনে হরিকথা

রাত্রে মধুবনে শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ শ্রীমধুবন-মাহাত্ম্য ও বিবরণ-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন। ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দজী সংকীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তাঁবুর নিকট কতিপয় ভক্ত বসিয়া প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিতেছিলেন। সকলেই ভগবৎপ্রসাদাদি সম্মান করিয়া বিশ্রামার্থ স্ব-স্ব শিবিরের মধ্যে

গমন করিলেন। তবে যাঁহাদের উপর রাত্রিতে পাহারা দিবার ভার ছিল, তাঁহারা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবাতালিকা-অনুসারে স্ব-স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে এবং পৌথিক বিবরণে পরিক্রমার যাত্রিদিগের নানা উদ্বেগের সহিত রাত্রিযাপনের কথা শুনা গিয়াছিল। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ব্রজ-পরিক্রমার কর্ত্তৃপক্ষগণের সুব্যবস্থায় সকলে নিরুদ্বেগে ও অতি সুখে বিশ্রাম লাভ করিয়া পরদিবসের পরিক্রমার জন্য শেষরাত্রে চারি ঘটিকার সময় ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ-পূর্ব্বক জাগরিত হইয়াছিলেন। মঙ্গলারাত্রিকের বাদ্যে আহূত হইয়া অনেকে আরাত্রিক-দর্শনার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিবিরের সম্মুখে গমন ও কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন এবং তৎপরে স্ব-স্ব দ্রব্যাদি বাঁধিয়া লগেজ-অফিসে জমা করিয়া দিলেন।

———

শান্তনুকুণ্ড ও বহুলাবন

২৯ শে পদ্মনাভ, গৌরাব্দ ৪৪৬

২৭শে আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২

বৃহস্পতিবার চতুর্দ্দশী

পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

মধুবন হইতে শান্তনুকুণ্ড হইয়া বহুলাবন

ন্যূনাধিক ৮ মাইল ভ্রমণ

শিবির—বহুলাবন, কৃষ্ণকুণ্ড-তীর

[বহুলাবনে এক রাত্রি বাস]

মধুবন হইতে প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ পরিক্রমা মধুবনের কৃষ্ণকুণ্ডকে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। মঠের সেবকগণ সে-দিন মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির সিংহাসন স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন। মহোলি-গ্রামের মধ্য দিয়া পরিক্রমা চলিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের দুই পার্শ্বে কুটির-শ্রেণী ও সঙ্কীর্ণ পথ। পরিক্রমার বাদ্য শুনিয়া স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালক-বালিকা—সকলেই পরিক্রমা দর্শনার্থ স্ব-স্ব গৃহের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মহোলি-গ্রাম অতিক্রম করিবার পর পাগ্‌দণ্ডীর মধ্য দিয়া পরিক্রমা চলিলেন। রাস্তা তত ভাল নহে। কোনরূপে মোটর-যান চলিতে পারে।

দিকেই মাঠ ও শস্য-ক্ষেত্র। অনেক ময়ূর দেখিতে পাওয়া গেল। ক্ষেত্রে মহিষও অনেক বিচরণ করিতেছিল। ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছিলেন এবং নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছিলেন,—"অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন ক'রে আমার নেচে নেচে যায় রে।"

প্রায় ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া অসিবার পর পূর্ব্বদিকে মধুদৈত্যের বধস্থান ও উহার গোফা তদ্দেশীয় প্রদর্শকগণ দূর হইতে নির্দ্দেশ করিলেন।

শান্তনুকুণ্ডের পথ

উক্ত দিবসের পরিক্রমা আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভু পরিচালনা করিতেছিলেন। স্থানে স্থানে অত্যন্ত ধূলিপূর্ণ রাস্তা পাওয়া গেল; সর্ব্বত্রই গরুর গাড়ীর পথ আছে। মাঝে মাঝে খুব বাবলার গাছ দেখিতে পাওয়া গেল। তাহা দেখিয়া অনেকের মনে শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের স্মৃতি জাগরিত হইল। রাস্তার মাঝে মাঝে কাঁটা পাওয়া যায়। এইজন্য খুব সাবধানে চলিতে হইতেছিল। বিশেষতঃ যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্কন্ধে করিয়া চলিতেছিলেন, তাঁহাদের কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, এইজন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ রাস্তার কণ্টকাদি যথাসম্ভব দূর করার চেষ্টা করিতেছিলেন। মহোলি হইতে প্রায় পৌনে দুই মাইল চলিয়া আসিবার পর বাম-দিকে একটী ও ডান-দিকে

আর একটী গ্রাম দেখিতে পাওয়া গেল। পূর্ব্ব-দিকে গ্রামটীর নাম—গিরিধরপুর। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দূর হইতে সাতোঙার মন্দির দেখা যাইতেছিল। দূর হইতে মনে হইল যেন পাহাড়ের উপর মন্দির ও গ্রামটী রহিয়াছে। মাঝে মাঝে ময়ূরের কেকা-রব শোনা যাইতেছিল। রাস্তায় অত্যন্ত কাঁটা থাকায় অনেক সময় সোজা রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া মাঠের ও শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতে হইতেছিল। কিছু দূর গিয়া পাকা রাস্তা পাওয়া গেল। ঐ রাস্তা অতি সুন্দর পীচ-ঢালাই করা। উহা মথুরার রাস্তা। পূর্ব্ব-দিকে মথুরা সেখান হইতে প্রায় তিন মাইল। পশ্চিমদিকে আস্করপুর গ্রাম। তথায় একটী ধর্ম্মশালা আছে। ঐ ধর্ম্মশালাটী মথুরার রাস্তার উপরে অবস্থিত। ধর্ম্মশালার তোরণের উপর একটী প্রস্তর-ফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে,—

"লালা দ্বারিকা দাস
বেটা জগন্নাথকে পোতেনে
সম্পন্ন রাম হীরালাল সরাফ
মথুরাজী বালেকে বৈশ্য
অগ্রবালনে বনবা'ই
ভাদ্র সুদি ১৯৮৫।"

শান্তনুকুণ্ড বা সাতোঙা

মহোলি হইতে প্রায় ৩॥ মাইল আসিবার পর শান্তনুকুণ্ড পাওয়া গেল। শান্তনুকুণ্ডকে স্থানীয় লোকগণ সাতোঙা

বলিয়া থাকেন। উচ্চ টীলার উপর শান্তনুবিহারীর মন্দির এবং ঐ টীলা বেষ্টন করিয়া গড়ের ন্যায় চতুর্দ্দিকে কুণ্ড রহিয়াছে। কুণ্ডের পার দীর্ঘ ও বাঁধান। মন্দিরে যাইতে হইলে ঐ গড়ের উপর একটী সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। উচ্চ টীলার উপর শান্তনুবিহারীর মন্দিরে আরোহণ করিবার জন্য সুদীর্ঘ পাকা সোপানাবলী দেখিয়া অযোধ্যার হনুমান-গড়ের কথা মনে হয়। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে হাঁপাইয়া পড়িতে হয়। কুণ্ডে জল ভাল নহে—পানের উপযোগী নহে এবং কর্দ্দমাক্ত ও শেওলা-পূর্ণ। পাকা পীচ্ দেওয়া মথুরার রাস্তার পার্শ্বেই শান্তনুকুণ্ড ও তৎসংলগ্ন সাতোঙা-গ্রাম। শান্তনুকুণ্ডের তীরে মথুরার গৌরীশঙ্কর নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির একটী বাগিচা আছে।

শান্তনুকুণ্ডের মন্দির

মন্দিরের অভ্যন্তরে কৃষ্ণ-প্রস্তরময়ী ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শান্তনুবিহারী-মূর্ত্তি। বামে শ্বেত-প্রস্তরময়ী শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি। একটী ওঁকারের অর্চ্চা আছে। এতদ্ব্যতীত লাড্ডু-গোপাল, শালগ্রাম ও মহাবীরের মূর্ত্তিও আছে। আর একটী ত্রিকোণ যন্ত্র, তাহার মধ্যে "ওঁ মঙ্গলায় নমঃ"—এইরূপ লেখা রহিয়াছে। স্থানীয় সংবাদ-দাতা বলিলেন যে, এই মন্দিরটী জয়পুরের কোন মহারাজা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের চূড়া নাই, দালানের আকার। মন্দিরের সেবা-পূজা বর্ত্তমানে হরিব্যাসী (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ

করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে তথাকার মোহান্ত—রাঘব-দাসজী। পূজারী—শীতল দাস, অমর দাস ও কিশোরী দাস। মোহান্ত রাঘবদাসের গুরু—বলি মুকুন্দ। রাঘবদাস তখন জয়পুরে গিয়াছেন সংবাদ পাওয়া গেল। সেবা-নির্ব্বাহের জন্য ১০০ বিঘা জমিদারী আছে এবং যাত্রিদের নিকট হইতেও অর্থাদি পাওয়া যায়।

সাতোঙা গ্রাম

সাতোঙা গ্রামে প্রায় ২০০ দুই শত ঘর লোকের বাস; বাজার নাই, কএকটী দোকান আছে মাত্র। শুনা গেল,—এই স্থানে পূর্ব্বে বাজার ছিল।

মথুরা-সিটি-ষ্টেশনের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-দিকে, দতিহার প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে সাতোঙা বা সাঁতোয়া গ্রাম; মধুবন হইতে এই স্থান প্রায় ৩॥ মাইল উত্তর-পশ্চিম-দিকে। শান্তনুকুণ্ডের নামানুসারে এই স্থানের নাম প্রচলিত কথায় সাঁতোয়া (Satoha) হইয়াছে। ইহার প্রায় ৩॥ মাইল উত্তরাভিমুখে বহুলাবন।

কিংবদন্তী

প্রবাদ,—যশোদাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিবার পর এখানে শান্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইজন্য এই স্থানের নাম শান্তনুকুণ্ড হইয়াছে। মতান্তরে শান্তনু-রাজা এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন।

অন্যান্য বিষয়

শান্তনুকুণ্ড আসিতে হইলে পাকা ও কাঁচা উভয় প্রকার রাস্তাই পাওয়া যায়। মোটর চলিতে পারে। শান্তনুকুণ্ড হইতে কিছু দূরে একটী ছোট গ্রাম ও তিনটী ছোট ধর্ম্ম-শালা আছে। তিনটীতে প্রায় ১০০ একশত লোক ধরিতে পারে। তবে তাঁবু খাটাইবার স্থান হইতে দূর হওয়ায় কেহ ধর্ম্মশালায় থাকেন না। কোন কোন পরিক্রমার যাত্রিগণ শান্তনুকুণ্ডের পারেও অবস্থান করেন। অনেকে শান্তনুকুণ্ডে না থাকিয়া বহুলাবনে গিয়াই স্থান গ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া গেল,—নিকটেই টিউব্‌ওয়েল (Tubewell) ও কএকটী কূপ আছে। তাহাদের জল মন্দ নহে। থাকিবার স্থানে কিছু বৃক্ষাদিও আছে।

বক্তৃতা

পরিক্রমার যাত্রিগণ শান্তনুবিহারী দর্শন করিয়া নামিয়া আসিয়া শান্তনুকুণ্ডের তীরে বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলেন। শ্রীমদ্‌ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ বক্তৃতামুখে সকলকে শান্তনুকুণ্ডের তথ্য জ্ঞাপন করিলেন। শান্তনু-কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিবার পর সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মহাপ্রভুর বালভোগ গ্রহণ করিয়া বহুলাবনের দিকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

শান্তনুকুণ্ড হইতে বহুলাবনাভিমুখে

শান্তনুকুণ্ড হইতে বহুলাবন— ৩॥ মাইল উত্তরে।

পরিক্রমা পাগ্‌দণ্ডী ও ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। দুই পার্শ্বেই জোয়ার-শস্যের ক্ষেত। ময়ূর-পাল আসিয়া ঐ সকল শস্য খাইয়া ফেলে; এইজন্য ক্ষেতের মালিকগণ দড়ি ঘুরাইয়া একরূপ শব্দ করিয়া ময়ূর তাড়ায়। মাঝে মাঝে দুই পার্শ্বে কার্পাস-ক্ষেতও দেখিতে পাওয়া গেল। এবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বনপথ, পাগ্‌দণ্ডী ও ক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই চলিবার রাস্তা হইল। এইরূপ কিছুদূর চলিবার পর একটী নালার উপর পুল পার হইয়া পূর্ব্ব-উত্তর-দিকে একটী রাস্তা পাওয়া গেল। পরিক্রমা ঐ রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া পুলের নীচে নামিয়া পাগ্‌দণ্ডী ও ক্ষেতের মধ্য দিয়াই চলিলেন। পশ্চিম-দিকে গোবর্দ্ধন যাইবার রাস্তা এবং পূর্ব্বে দতিহার রাস্তা। স্থানীয় একজন সংবাদ-দাতা বলিলেন যে, সেখান হইতে গোবর্দ্ধন পাঁচ ক্রোশ। স্থানীয় ব্যক্তিগণ দূর হইতে ডান-দিকে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত দতিহা ও গন্ধেশ্বরার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

"শ্রীভক্তিরত্নাকরে" পরিক্রমার অন্যান্য দর্শনীয় স্থান

শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল শ্রীনিবাস-আচার্য্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার যে পথ-নির্দ্দেশ 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে বিবৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহারা 'কুমুদ-বন' দর্শনান্তে

'দতিহা', 'আয়োরে', 'গৌরাই', 'ঢানা' প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আদিবরাহ-পুরাণ-লিখিত পরিক্রমা-পথ অনুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে একটুকু স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেন। শ্রীল রাঘব গোস্বামী প্রভুর পরিক্রমা-পথে চলিতে চলিতে 'ষষ্ঠী করাটবী' নামক স্থান-দর্শনে ইচ্ছা হইলে পরিক্রমা-পথ ছাড়িয়া তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সহিত 'ষষ্ঠীকরায়' প্রবিষ্ট হন এবং 'শকটারোহণ-স্থান', 'শ্রীগরুড়গোবিন্দ' প্রভৃতি দর্শন করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-পরিক্রমা-পথের অনুসরণ-পূর্ব্বক দূর হইতে 'গন্ধেশ্বরা' স্থানের দিগ্‌দর্শন করিয়া 'সাতোঙা' গ্রামাদি হইয়া শ্রীবহুলাবনে আগমন করেন।

'আদিবারাহেতে যৈছে কৈল নিরূপণ।
সেরূপ নহিব ক্রমে হইব তেমন॥
রাঘব-পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে।
মনে হৈল 'ষষ্ঠীকরাটবী' দেখাইতে॥
পরিক্রমা-পথ ছাড়ি' অন্য পথে গিয়া।
শ্রীনিবাসে কহে '**ষষ্ঠীকরা**' প্রবেশিয়া॥

* * *

দেখ শ্রীনিবাস, এই '**শকটারোহণ**'।
কৃষ্ণপ্রিয়স্থান এ পরম রম্য হন॥

* * *

'**গরুড়গোবিন্দ**' এই দেখ শ্রীনিবাস।
এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস॥

ঐছে কত স্থান দেখাইয়া দুই জনে।
পূর্ব্ব-পরিক্রমা-পথে আইলা হর্ষ মনে॥
দূর হৈতে কহে, দেখ **'গন্ধেশ্বরা-স্থান'**।
* * *
দেখহ **'সাতোঙা'** গ্রাম কুণ্ড সুনির্ম্মল।
* * *
আগে চলে নানা রম্য স্থান দেখাইয়া।
* * *
রাঘব পণ্ডিতে কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলাবন এই দেখ শ্রীনিবাস॥

নিম্নে আমরা এই স্থানগুলির বিবরণ প্রদান করিলাম। পরিক্রমা এই সকল স্থানে গমন করেন নাই। সাতোঙা হইয়া খিচরবন দিয়া বরাবর বহুলাবনে উপনীত হইয়াছিলেন।

দতিহা

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে শ্রীল রাঘব গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের যে ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বর্ণনা রহিয়াছে, তাহাতে 'কুমুদবন'-নির্দ্দেশের অব্যবহিত পরই মথুরার পশ্চিমে 'দতিহা' বা 'দতি' উপবনের নাম বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল রাঘব গোস্বামিপাদ বলিতেছেন,—

অহে শ্রীনিবাস! দেখ মথুরা-পশ্চিমে।
দন্তবক্র-বধে কৃষ্ণ এই উপবনে॥

বজ্রনাভ থুইল নাম 'দতিহা' ইহার।
'দতি' উপবন পদ্মপুরাণে প্রচার॥

দতিহার অবস্থান

মানচিত্রে (Revised Map of the Muttra District, Nov. 1915) এইস্থান "Datiya" এইরূপ বর্ণবিন্যাসে লিখিত হইয়াছে। 'দতিহা' বা 'দতি' উপবন মথুরার প্রায় ২॥ মাইল পশ্চিমে এবং উচাগাঁও বা কুমুদবনের প্রায় ৫ মাইল উত্তরাভিমুখে অবস্থিত।

'দতিহা' বা 'দতি' উপবনে ভগবান্ দন্তবক্রকে বধ করিয়াছিলেন। দন্তবক্র-বধের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ৭৮তম অধ্যায়ে এইরূপ আছে,—

শ্রীমদ্ভাগবতে দন্তবক্রের বধ-বর্ণন

"দন্তবক্র শিশুপালের ভ্রাতা ছিল। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্ব ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে দন্তবক্র ঐ সকল বিনষ্ট বিষ্ণুবিদ্বেষিগণের পরোক্ষ-বন্ধুত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা-হস্তে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্ববধের পর রথেই আরূঢ় ছিলেন। দুর্ম্মদ দন্তবক্রকে ঐরূপ দুর্দ্দান্তমূর্ত্তিতে নিজের দিকে ধাবমান দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদা-দ্বারা দন্তবক্রের গতি রোধ করিলেন।

দন্তবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীবসুদেবের ভগ্না ছিলেন।

সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া দুরাত্মা দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—তুমি আমাদের মাতুল-পুত্র হইলেও মিত্রঘাতী। তুমি মামাত ভাই হইয়াও আমাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ! অতএব তোমাকে আমার এই বজ্রতুল্য গদার দ্বারা বিনাশ করিব। দন্তবক্র এইরূপ কর্কশ-বাক্য বলিয়া গদার দ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করিল এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কৌমোদকী গদার দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল। তখন সে রক্ত বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল এবং দেহ পরিত্যাগ করিল।

দন্তবক্র-বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথও ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ (?) করিবার নিমিত্ত অসি-চর্ম্ম লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।"

পদ্মপুরাণের বর্ণন

দন্তবক্র-বধ-প্রসঙ্গের বিশিষ্ট বর্ণন পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে দৃষ্ট হয়। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, দন্তবক্র শিশু-পালের বিনাশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মথুরায় উপস্থিত হয়। কৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ ও দন্তবক্রের অহোরাত্র যুদ্ধ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে দন্তবক্রের সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দন্তবক্রকে ধরাশায়ী ও বিনষ্ট করেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উক্তি

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন,—

"শাল্ববধানন্তরং দ্বারকামপ্রবিশ্যৈব মনোজবেন রথেন তৎক্ষণ এব মথুরান্তিকে তং দদর্শ, অতএবাদ্যাপি মথুরায়া দ্বারকাদিগ্দ্বারি দন্তবক্রহেতি সংস্কৃতানুগতলোকভাষয়া 'দতিহা' ইতি নাম্না খ্যাত বজ্রেণ বাসিতো গ্রামো বর্ত্ততে। তত্র পাদ্মে তদনন্তরমপি গন্তং পদ্যঞ্চ যথা—"কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরাবভি-বাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকলগোপবৃদ্ধান্ প্রণম্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান সন্তর্পয়ামাস।"

"কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যবৃক্ষসমাচিতে।
গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস কেশবঃ॥
রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ॥"

অথ তত্রস্থা নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদিসহিতাঃ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং বৈকুণ্ঠ-লোকমবাপুঃ। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং নিরাময়ং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দৈবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারাবতীং বিবেশ।" ইতি।

ভাৎপর্য্য এই—শাল্ব-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ না করিয়াই রথে আরূঢ় থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে দন্তবক্রকে দেখিতে পাইলেন। এইজন্য অদ্যাপি মথুরায় দ্বারকার দিগাভিমুখী দ্বার-স্থানে 'দন্তবক্রহা'—এই সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ লৌকিক ভাষায় 'দতিহা' নামে বজ্রের স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়।

তৎপরে পদ্মপুরাণে এইরূপ গদ্যবাক্য আছে,—"শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দন্তবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দ-ব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত স্নেহালিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপগণকে প্রণাম এবং বহু বস্ত্রালঙ্কার-সমূহ-দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তর্পণ করেন। যমুনার পুণ্য বৃক্ষপূর্ণ রম্য পুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশি ক্রীড়া করেন। এখানে গোপবেষধর শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রেমরসের সহিত রম্য কেলিসুখে দুই মাস-কাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার নন্দগোপাদি সকলেই বাসুদেবের প্রসাদে পুত্র-পরিজনগণের সহিত দিব্যরূপে বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরম সুখদ নিজ-পদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্তুত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।"

'আয়োরে'

'শ্রীভক্তিরত্নাকর' পঞ্চম তরঙ্গে দৃষ্ট হয়,—শ্রীব্রজপরিক্রমা-কালে শ্রীল রাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুকেও পদ্ম-পুরাণের উক্ত প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন। ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহকাতর নন্দাদি গোপসকল কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণের স্নানের ছল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় তথায় গমন করেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-গোপীগণের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপ-গোপীগণের সহিত যথোপযুক্ত সম্ভাষণ ও নানাপ্রকারে তাঁহাদের সন্তোষ-বিধান করেন এবং অচিরেই তাঁহাদের সহিত ব্রজে মিলিত হইবেন,—এইরূপ আশ্বাস-বাক্য প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত পান করিয়া গোপ-গোপীগণ কুরুক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এবং কৃষ্ণের জন্য যমুনার পারে সতৃষ্ণ-নেত্রে অপেক্ষা করিতে থাকেন। সকলেরই ঐকান্তিক মনোভিলাষ,—এই শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিবেন।

'আয়োরে' নামের কারণ

এদিকে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে নিজ-ব্রজ-জনকে বিদায় দিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র হইতে দ্বারকা-গমন-পূর্ব্বক অনতিবিলম্বেই শিশুপালকে বধ করিলেন এবং দন্তবক্রের বধচ্ছলে মথুরা আগমন করিলেন। দন্তবক্র বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পার হইলেন এবং যে-স্থানে উৎকণ্ঠিত

নন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। গোপ-গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন এবং পরম উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে 'আয়োরে' 'আয়োরে' বলিয়া সমস্বরে সকোলাহল আহ্বান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকলের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা পার হইয়া নিজ-নিজ গৃহে আগমন করিলেন। ব্রজের ঘরে ঘরে পরমানন্দ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সকলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিতে লাগিলেন। যে-স্থানে গোপগণ 'আয়োরে' 'আয়োরে' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেই স্থান **'আয়োরে'** নামে খ্যাত হইল।

'গৌরবাই' বা 'গৌরাই'

যেখানে নন্দাদি গোপ শ্রীকৃষ্ণের আগমন-প্রতীক্ষা-পিপাসু হইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'গৌরবাই' বা 'গৌরাই' হইয়াছে। এই গ্রামের ঐরূপ নাম হইবার কারণ ও উহার স্থান-নির্দ্দেশ নিম্নে বিবৃত হইল।

ঢানা

'বাদ' নামক রেলওয়ে-ষ্টেশনের প্রায় তুই মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে, গোকুলের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে এবং টার্সির প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে 'ঢানা' নামে একটী বৃহৎ গ্রাম আছে। প্রাচীনকালে এই ঢানা-

গ্রামের এক বিশিষ্ট জমিদার শ্রীনন্দ-মহারাজের পরম বন্ধু ছিলেন। উক্ত জমিদার মহাশয় নন্দ-মহারাজের কুরুক্ষেত্র হইতে আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে মহা আনন্দিত-চিত্তে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া শ্রীনন্দ মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলেন; তিনি যে-স্থানে শ্রীনন্দকে বাস করাইয়া গৌরবের সীমা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই স্থানই 'গৌরবাই' নামে পরিচিত হইল। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শ্রীব্রজ-পরিক্রমা-কালে এই স্থান 'গৌরাই' নামে সাধারণের নিকট প্রচলিত ছিল। ইংরাজী মানচিত্রে এই স্থানের নাম 'Gharbi'—এইরূপ লিখিত আছে। এই Gharbi 'ঢানা'র সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত। ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনানুসারে 'ঢানা' গ্রামটী 'আয়োরে' গ্রামের নিকটস্থ।

"ঢানা আয়োরে গ্রামাদির নিকটস্থ হয়"।—(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত মানচিত্রে 'আয়োরে' নাম পাওয়া যায় না।

"শ্রীগোপালচম্পু"তে 'গৌরাই' নামের উল্লেখ

"শ্রীগোপালচম্পূ" গ্রন্থে 'গৌরাই' নামক স্থানের প্রসঙ্গ এইরূপ লিখিত আছে,—

কদাচিদপি মাথুরানুগতাঃ করুণাং স্থলা-
মু জেগমুখগোতুহঃ পুনরুপৈতুমাত্মালয়ম্।
বিরহমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য্যগো-
রবীতি বিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ॥

গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্গোরায়ীত্যপি।
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানম্।
গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানং
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতম্॥

ষষ্ঠীকরাটবী

ইহাই প্রাচীন নাম। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময়ে সাধারণ্যে ইহা 'ষষ্ঠীঘরা' বা 'ষষ্ঠীকরা' বলিয়া প্রচারিত ছিল। অধুনা ইহা 'ছটীকরা', 'সট্টিঘরা' প্রভৃতি নামে পরিচিত। 'দতিহা' (Datiya) হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে 'Chhatikra' নামক রেলওয়ে-ষ্টেশনের সন্নিকটে 'ছটীকরা' বা 'সট্টিঘরা' নামক স্থান। মথুরা সিটি-ষ্টেশন হইতে 'ছটীকরা' ষ্টেশন প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। ছটীকরা দিল্লীর রাস্তার পথে। কিংবদন্তী,—শ্রীরাধিকার ছয় জন (?) সখীর নাম হইতে এই স্থানের নাম 'ছটীকরা' হইয়াছে। এখানে শ্রীরাধিকার গুপ্তগৃহ, সুশোভিত কদম্ব-কানন এবং গরুড়-গোবিন্দের মন্দির আছে। এই স্থানে শ্রাবণী শুক্লা অষ্টমীতে পঞ্চতীর্থের মেলা হয়, তখন বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠী পৌর্ণমাসীতেও এখানে মেলা হয়। বহুলাবন হইতে প্রায় দেড়মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে ছটীকরা ও গরুড়-গোবিন্দ-দর্শনার্থ অনেকে বহুলা বন পরিক্রমা-কালেও আসিতে পারেন।

শকটারোহণ

ইহা 'শকটা গ্রাম' নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণ-প্রিয় স্থানটী অনুক্ষণ অলিগুঞ্জন-মুখরিত কুসুম-কাননে পরিশোভিত। এই স্থানে একটী কুণ্ড আছে। এই কুণ্ড-স্নানের বহু ফলের কথা শোনা যায়। মথুরার পশ্চিম-ভাগে অদূরে অর্দ্ধযোজন-মধ্যে এই স্থান অবস্থিত। মথুরার প্রায় ৩॥ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অথবা 'ছটীকরা'র প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে 'Sakna' (সক্না) নামক যে স্থান, তাহাই 'শকটারোহণ' কি ?

আদিবারাহে এই স্থানের বিষয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদর্দ্ধ যোজনে॥
অনেকানি সহস্রানি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীতৈকরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স তু বিষ্ণাধরং লোকং গত্বা তু রমতে সুখম্॥

গরুড়গোবিন্দ

বহুলাবন হইতে প্রায় ১॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে ছটীকরার নিকটেই শ্রীগরুড়-গোবিন্দের শ্রীমন্দির। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-সখা শ্রীদাম গরুড়রূপ ধারণ করিলে গোবিন্দ চতুর্ভুজ হইয়া শ্রীদামের স্কন্ধে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গরুড় ও গোবিন্দের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'গরুড়গোবিন্দ' হইয়াছে।

গন্ধেশ্বরা-স্থান

শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গন্ধদ্রব্য ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'গন্ধেশ্বরা-স্থান' হইয়াছে। শ্রীল রাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু প্রভৃতিকে দূর হইতে ঐ স্থান দর্শন করাইয়াছিলেন।

'খিচরী' গ্রাম বা খিচর-বন

দতিহা ও গন্ধেশ্বরার রাস্তা ডান দিকে রাখিয়া পরিক্রমা বনপথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পর রাস্তার খিচরী-নামে একটী গ্রাম পাওয়া গেল। স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহাকে খিচর-বন বলেন। প্রবাদ—এই খানে কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ-সঙ্গে বন-ভোজনে খেচরান্ন খাইয়াছিলেন। গ্রামে ১০০ ঘর লোক আছে, জানা গেল। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটী কুণ্ড আছে, তাহাকে সরবন-কুণ্ড বলে। ইহা শ্রবণ-শব্দের অপভ্রংশ বলা যায় না। কুণ্ড অত্যন্ত পুরাতন, জল শেওলায় পরিপূর্ণ, একেবারে সবুজ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে একটী মিঠা কূয়া আছে। পরিক্রমার যাত্রিগণ খিচরী-গ্রামে বৃক্ষের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং হনূমানজীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। হনূমানজীর পুরাতন ভগ্নমন্দির ঐ সরবন-কুণ্ডের তীরেই অবস্থিত। ঐ স্থানে নিম্ব, অশ্বত্থ প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রজের বৃক্ষ সুশীতল ছায়া বিতরণ করিতেছে এবং অনেক-গুলি ময়ূর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছিল। তথাকার ময়ূর-

গুলির পাখা ছিল না। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিলেন,—ময়ূর কার্ত্তিকমাসে পাখা ছাড়িয়া দেয় এবং এক বৎসর পরে আবার তাহাদের পাখা হয়।

বহুলাবনে আগমন

পরিক্রমা খিচরী-গ্রাম বামে রাখিয়া বহুলাবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পাগ্‌দণ্ডী ও ক্ষেত্রের মধ্য দিয়াই পথ হইল। বেলা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। সাতোঙা হইতে প্রায় ৪ মাইল পথ চলিবার পর মধ্যাহ্নকালে পরিক্রমা বহুলাবনে উপস্থিত হইলেন।

বহুলাবন-পরিক্রমা

বহুলাকুণ্ড ও বহুলামন্দির

বর্ত্তমান "বাটী" বা "বাথি" (Bathi) নামক গ্রামে বহুলাবন অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরে "বহুলা"কুণ্ড। কুণ্ডের দক্ষিণতটে "বহুলা" গাভীর মন্দির; মন্দিরে একটী প্রস্তরে খোদিত—দক্ষিণ হইতে পর্য্যায়-ক্রমে: ব্যাঘ্র, গোবর্দ্ধন-ধারী শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, বহুলাগাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণ।

বহুলাবনের নাম ও তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী

প্রবাদ—এখানে বহুলানাম্নী ব্রজের গাভী ব্যাঘ্রের দ্বারা আক্রান্ত হইলে গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে নিধন-পূর্ব্বক উক্ত গাভীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্য কিংবদন্তী এই যে, বৃন্দাবনের কোন কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের একটী গাভী ছিল। ঐ গাভীটি চরিতে চরিতে বহুলাবনে আসে। বহুলাবনে খুব

বন ছিল। সেই বনের এক বাঘ গাভীকে আক্রমণ করে। গাভী তাহার ক্ষুধার্ত্ত বৎসকে দুগ্ধ পান করাইয়া অতি শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রতিশ্রুত হয়। গাভী বৎসের নিকট গিয়া বলিল,—তোমার যত ইচ্ছা, দুগ্ধ পান করিয়া লও। আজই তোমার শেষ-দুগ্ধ-পান। কারণ, আমি ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, শীঘ্রই সেখানে গিয়া তাহার ইচ্ছা পূরণ করিব। ইহা শুনিয়া বৎস বলিল,—তুমি যেরূপ ব্যাঘ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তোমাকে প্রাণে না বাঁচাইতে পারিলে আমি একবিন্দুও দুধ খাইব না। ব্রাহ্মণ গাভী ও বৎসের এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া গাভী ও বৎসকে লইয়া ব্যাঘ্রের নিকট গেলেন। গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণকে সমুপস্থিত দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল,—আমি একজনকেই খাইব বলিয়াছি, তিন জনকে খাওয়ার কথা বলি নাই। বৎস ও ব্রাহ্মণ বলিলেন, বহুলাগাভীকে আমাদের নিকট হইতে বিদায় দিলে আমরাও তোমার নিকট আত্মোৎসর্গ করিব। এদিকে শুক্ল ব্রাহ্মণের কৃষ্ণসেবার গাভীর এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ নারদকে তথায় ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইলেন। নারদ কৃষ্ণের নিকট গিয়া সমস্ত খবর দিলে কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ভক্তরক্ষার নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই জন্যই বহুলাকুণ্ডের তীরস্থ মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র, গাভী, বৎস ও ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি আছে। এই

বহুলা গাভীর নাম হইতেই এই বনের 'বহুলা' নাম হইয়াছে।

বহুলাবন ও কুণ্ড-সম্বন্ধে স্থানীয় ব্যক্তিগণের উক্তি

স্থানীয় অধিবাসিগণ বলিলেন যে, তাহাদের বৃদ্ধ পূর্ব্ব-পুরুষগণের নিকট তাঁহারা শুনিয়াছেন,—এখানে আগে কোন গ্রাম ছিল না। খুব নিবিড় বন ছিল; আর কুণ্ডটী মাত্র ছিল। কুণ্ডটী বেশ বড়। জল স্নানের জন্য মাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে—পানীয় নহে। পুকুরে কচ্ছপ ও সর্প আছে। কুণ্ডে জল খুব কম। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিলেন, গ্রামে খুব জল-কষ্ট। কুণ্ডের মধ্যস্থলে মাত্র কোমর পর্য্যন্ত জল। জলের অভাবে গরু-বাছুর বড়ই কষ্ট পায়। দশটী গ্রামের গরু এখানে আসিয়া জল পান করিয়া থাকে। সকনা, মোরো, ছটিকরা, রাল, আড়েলা, ফেছ্‌রি, মঘেরা, নগ্রা, ঘুণীপুরা, তোষ,—এই সকল গ্রামের গরুর এই একটী মাত্র কুণ্ডই একমাত্র সম্বল। জল যখন একেবারে শুকাইয়া যায়, তখন কচ্ছপগুলিও মরিয়া যায়। গ্রামে প্রায় ৩০০ তিন শত ঘর লোক বাস করে। ছোট বাজার আছে। দুধ টাকায় ১০।১২ সের করিয়া। ঘৃত টাকায় ১৫ ছটাক।

অন্যান্য বিবরণ

বাটী-গ্রামে কোন পোষ্টাফিস নাই। রালে পোষ্টাফিস আছে। বহুলা-গাভীর পূজারী প্রায় আড়াই শত ব্রাহ্মণ পালাক্রমে পূজা করিয়া থাকে এবং যাত্রিগণের প্রদত্ত

অর্থাদি তাহারাই গ্রহণ করে। এখানে পূজার তেমন কোন বন্দোবস্ত নাই। ফুল, জল ও বাতাসা প্রভৃতি দিয়া পূজা করা হয়। গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীমোহনলাল পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি আমাদিগকে এই সকল বিবরণ দিলেন। বাটী হইতে এক ক্রোশ দূরে মঘেরা-গ্রাম। দেড়ক্রোশ দূরে জৈত; দেড়-ক্রোশ পশ্চিমে রাল। এখানে দাউজীর মন্দির আছে। ইহা শ্রীমতীর জন্মস্থান রাওল বা রাভেল হইতে পৃথক্। শ্রীমতীর জন্মস্থান রাভেল গ্রামটী মথুরার পূর্ব্বদিকে যমুনার পারে।

বহুলাকুণ্ডকে অনেকে কৃষ্ণকুণ্ড ও বলিয়া থাকেন। এই কুণ্ডের উত্তর-তীরে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক খুব বিস্তৃত স্থান, সুন্দর বাঁধান ঘাট এবং প্রাকারাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এইখানে পরিক্রমার ভাণ্ডার রাখিয়া রন্ধন ও প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শুনা গেল, প্রায় ৫০ বৎসর হইল, উহা প্রস্তুত হইয়াছে। মোরছানের রাজা এবং এই গ্রামের ও কএকজন ব্যক্তি এই বাটী গ্রামের জমিদার। মোরছানের রাজা চৌদ্দবিশা জমির মালিক এবং গ্রামের কএকজন সকলে মিলিয়া অপর ছয় বিশার মালিক।

পরিক্রমার শিবির ও ভক্তসঙ্ঘ

বহুলাকুণ্ডের অনতি-দূরেই পরিক্রমার শিবির-শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের পরে পরিশ্রান্ত সকলেই কুণ্ডে স্নানাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন এবং মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন।

বহুলাবনে ভজন-কুটীর (?)

কুণ্ডের তীরে একটু দূরে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কএকটী ভজনকুটী আছে; এই সকলই মাটীর কোঠাঘর। জনৈক অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নাকি এখানে ভজন করিবার জন্য ঐ সকল কুটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে স্বরূপদাসবাবাজী নামে একজন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বাস করিতেন, শুনা গেল। কেশীঘাটের শ্রীকুঞ্জদাস বাবাজীর শিষ্য শ্রীনিবাসদাস নামক একটী অল্পবয়স্ক যুবক ১০।১১ বৎসর যাবৎ বহুলাকুণ্ডের তীরে এক কুটীরে বাস করিতেছেন। ইনি পরিক্রমায় আগত কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন পাল মহাশয়ের পরিচিত। শ্রীনিবাস দাস বলিলেন,—এইখানে সাপের ভীষণ প্রাদুর্ভাব এবং মাধুকরীও এই দরিদ্র গ্রামে অনেক সময় দুর্লভ। লোকটী ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন। তাঁহাকে সাধারণ প্রাকৃত-সাহজিক-বিচারে আবদ্ধ বলিয়া মনে হইল। ইঁহার সহিত ভবতারণ-দাস ভক্ত নামে আর একটী বাঙ্গালীও আছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সকলকে বলিলেন যে, বহুলাবনের অন্তর্গতই শ্রীরাধাকুণ্ড। কাজেই আমাদের সেই কুণ্ড-স্মৃতিতে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রবণ না করিয়া দর্শন করিতে গেলে ইন্দ্রিয়ের কাম-পিপাসা-বৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কৃষ্ণকাম চরিতার্থ

করিবার জন্যই শ্রবণের আবশ্যকতা। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় "শরণাগতি" হইতে এই গানটী কীর্ত্তন করিলেন,—

কীর্ত্তন

রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জকুটীর।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত যামুনতীর ॥ ১ ॥
কুসুমসরোবর মানসগঙ্গা।
কলিন্দনন্দিনী বিপুল তরঙ্গা ॥ ২ ॥
বংশীবট গোকুল ধীরসমীর।
বৃন্দাবনতরুলতিকাক নীর ॥ ৩ ॥
খগমৃগকুল মলয় বাতাস।
ময়ূর ভ্রমর মুরলী বিলাস ॥ ৪ ॥
বেণু শৃঙ্গ পদচিহ্ন মেঘমালা।
বসন্ত শশাঙ্ক শঙ্খ করতালা ॥ ৫ ॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি।
লীলা-বিলাস উদ্দীপক মানি ॥ ৬ ॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাঁউ।
এ সব ছোড়তু পরাণ হারাউ ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান।
তুয়া উদ্দীপক হামারা পরাণ ॥ ৮ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা

প্রভুপাদ এই গানটীর এক একটী পদ লইয়া ব্যাখ্যা

করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—সকলই যুগলকিশোর-বিলাসের উদ্দীপক,—এইরূপ দর্শন হইলেই আমাদের ধাম দর্শন হয়; নতুবা ইন্দ্রিয়ের ভোগ বা বিরাগের উদ্দীপনা হইয়া থাকে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমৎ বাসুদেব প্রভু এই গানটী কীর্ত্তন করিলেন,—

কীর্ত্তন

আমি ত, স্বানন্দ-সুখদবাসী।
রাধিকামাধবচরণ-দাসী ॥ ১ ॥
দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি।
দুহাঁর বিয়োগে দুঃখেতে মরি ॥ ২ ॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে ॥ ৩ ॥
যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুখ পাই তাহারে দেখি ॥ ৪ ॥
রাধিকাকুঞ্জ আঁধার করি।
লইতে চাহে সে রাধার হরি ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ ॥ ৬ ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে ॥ ৮ ॥

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যা

কীর্ত্তনান্তে প্রভুপাদ বলিলেন,—আশ্রয়-জাতীয় প্রতিকূল চন্দ্রাবলী, শৈব্যা প্রভৃতি এবং বিষয়-জাতীয় প্রতিকূল অভিমন্যু, গোবর্দ্ধন-গোপ প্রভৃতি অপ্রকট-লীলায় অবাস্তব বস্তু—ভাব-মাত্ররূপে বর্ত্তমান। ইহারা উভয় শ্রেণীই শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল-বিলাসের ব্যতিরেক-ভাবে পুষ্টিকারক। বিষয়-জাতীয় প্রতিকূলের গণ কৃষ্ণের ব্যতিরেকভাবে আনন্দ-বর্দ্ধক; আর আশ্রয়-জাতীয় প্রতিকূলের গণ শ্রীমতী রাধা-রাণীর ও তাঁহার গণের ব্যতিরেকভাবে আনন্দ-বর্দ্ধক। সুতরাং শ্রীরাধারাণীর গণ শ্রীরাধা ও তদভিন্ন শ্রীরাধা-কুণ্ডের সেবা-ব্যতীত স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বা ব্রজকেও চাহেন না।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি॥

সখীস্থলী বা চন্দ্রসরোবর-সম্বন্ধে শ্রীরূপানুগবরের বিচার

সুতরাং আমাদের শ্রীরাধাকুণ্ডতীরবাসীর শ্রীরূপানুগণের আনুগত্য করাই কর্ত্তব্য। ইহাই গৌড়ীয়ের একমাত্র কৃত্য। সখীস্থলী বা চন্দ্রার স্থান শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়গণ দর্শন করিতে পারেন না। সখীস্থলী হইতে আহৃত পলাশপত্রে

শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুকে মাঠা আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সখীস্থলী নাম শুনি' ক্রোধে পূর্ণ হইলা।
তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া কহে দাস-প্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর গ্রাম, না যাইব তথি॥

শ্রীরূপানুগ-গণের সখীস্থলীর প্রতি আদর নাই। সমঞ্জসা-রতির স্থান রাসস্থলীতেও তাঁহাদের অধিক প্রীতি নাই। তাঁহারা শ্রীকুণ্ডতীরকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান বলিয়া জানেন। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায় চন্দ্রসরোবরে তাঁহাদের পরিক্রমার শিবির সংস্থাপন করেন, করুন। কিন্তু আমরা শ্রীকুণ্ডতীরেই তিন রাত্র বাস করিয়া শ্রীকুণ্ড-মহিমা শ্রবণ করিব।

"বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি"র উপান্ত শ্লোকে ("আশাভরৈরমৃত-সিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ" ইত্যাদি) আত্মবিক্রয় করিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

"রূপ-রঘুনাথ-পদে সদা মোর আশ"।

আর তাঁহারই অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়। এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ "**প্রার্থনা**" হইতে "গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর"—এই পদটী কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীল ভারতী মহারাজ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু এই পদটী কীর্ত্তন করিলেন।

বাটীগ্রামে শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দির ও তদ্‌বিবরণ

বাটীগ্রামের মধ্যে শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দির আছে। মন্দিরটী বেশ সুন্দর ও বৃহৎ। মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীলক্ষ্মণ, তাঁহার বামে শ্রীঊর্ম্মিলাদেবী। শ্রীলক্ষ্মণজীর শ্রীমূর্ত্তি অতীব সুন্দর। শুনা গেল, এই মন্দিরের জমিদারীর বার্ষিক আয় ৬ হাজার টাকা। মথুরায়, বৃন্দাবন-দরজায়, বৃন্দাবনে এবং বহুলা-কুণ্ডের তীরে ইঁহাদের মন্দির আছে। বহুলাকুণ্ডের তীরে যে বাঁকেবিহারীর মন্দির, তাহা ইঁহাদেরই সেবার অন্তর্গত। বাঁকেবিহারীর পূজারী গোলাপ চাঁদ ৪৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দিরের বর্ত্তমান মোহান্ত তিন বছরের বালক; তাঁহার নাম—পরমেশ্বর দাস। ইঁহার পূর্ব্বের মোহান্তের নাম ছিল—হরেকৃষ্ণ দাস। ইনি গৃহস্থ ছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মোহান্তের নাম—গঙ্গাদাস, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী—গোবিন্দ-দাস। ইঁহারা সকলেই রামানন্দী সম্প্রদায়ের। মন্দিরের নিম্নে অনেক দূর গোফার মত পর্য্যন্ত অন্ধকারময় স্থান রহিয়াছে। ঐ স্থানগুলি এখন অসংখ্য চর্ম্মচটিকা (চামচিকা)-কুলের স্বচ্ছন্দ-বিহার-ক্ষেত্র হইয়াছে। আলোক-ব্যতীত প্রবেশ করা অসম্ভব। মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত নাটমন্দির ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও গোফা রহিয়াছে। স্থানীয় লোকগণ বলিলেন,—এখানে বাদসাহগণের সময়ে হিন্দু-মুসলমানে

ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে অনেক লোককে কাটিয়া ফেলা হয়। ইহার নীচে অনেক ঢাল-তরোয়াল অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যায়। শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে কতকটী মুসলমানের কবরও দেখা গেল। শ্রীলক্ষ্মণজীর মন্দির বেশ উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সেই স্থান হইতে মথুরা-শহরের সৌধ-সমূহ এবং শ্রীকেশবজীর মন্দিরের সংলগ্ন আওরঙ্গজেবের মস্‌জিদ্ দেখা যায়।

বহুলাকুণ্ডের তীরে যে বাঁকেবিহারী বা মুরলীমনোহরের শ্রীমন্দির আছে, তাহাও পুরাতন মন্দির।

শ্রীমোহনজীর মন্দির

শ্রীমোহনজীর মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছে। মন্দির পুরাতন, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূজারী বদ্‌রীনারায়ণ আপনাকে রামানন্দী সম্প্রদায়ের বলিয়া পরিচয় দিলেন। সিন্ধিয়া-রাজার প্রদত্ত ২৫ বিঘা জমি সেবার জন্য বন্দোবস্ত আছে। ইঁহার তিন জন পূজারী—(১) বদ্‌রীনারায়ণ, (২) রামচন্দ্র, (৩) সীতারাম ও (৪) শিবলাল।

রাত্রিতে বহুলাবনের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন

রাত্রিতে ত্রিদণ্ডিস্বামিপাদগণ গ্রন্থ হইতে বহুলাবনের বিবরণ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই স্থানে আগমনের কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন।

বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ॥

তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যা-সহ বিশাং পতে॥

(স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে)

বহুলাবনে শ্রীগৌরসুন্দর

শ্রীবন-ভ্রমণ-লীলা-বিস্তার-কালে ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহুলাবনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ গাভী উহাঁর পুচ্ছে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-লীলাপ্রকটকারী অভিন্ন-গোপেন্দ্রনন্দনকে বেষ্টন করিয়া প্রেমভর প্রকাশার্থ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শন ও লেহন করিয়াছিল। অন্যান্য পশু, পক্ষী, ময়ূর, কোকিলাদি নানাবিধ কুজন ও নৃত্য-দ্বারা তাহাদের প্রেমানন্দভাব প্রকাশ করিয়াছিল। বৃক্ষ-লতাসমূহ পুষ্পবৃষ্টি-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই ঘটনা অতীব সুন্দর বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন,—

"শ্রীচৈত্যন্যচরিতামৃতে"র বর্ণন

"পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া॥
গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব অঙ্গে॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ॥

কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু-সব রাখিল গোয়াল।
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে॥
শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু-বরিষণে॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায়॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত, বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ॥
তা'-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তা'র বশে॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ বল', 'কৃষ্ণ বল' বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি॥
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে॥

বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে॥
সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তন্তিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎ প্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ॥
শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন॥
শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী॥
পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন'।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন॥
বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ॥
পুনঃ শারী কহে, শুকে করি' পরিহাস।
তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস॥
রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি, তদা 'মদনমোহনঃ'।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ'॥

শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণকান্তি স্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল॥
প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ।
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস॥
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'
চেতন পাঞা প্রভু যান গড়াগড়ি॥
কণ্টক-দুর্গম-বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল' 'বোল' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন॥
ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায়॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৭শ পঃ)

'শ্রীভক্তিরত্নাকরে'র বর্ণন

শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর সহিত যখন শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা করিতেছিলেন, তখনকার বর্ণনাও আমরা 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' এইরূপ দেখিতে পাই,—

রাঘব পণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলাবন এই দেখ শ্রীনিবাস॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন-ভ্রমণ-কালেতে।
প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে॥
লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায়।
চতুর্দ্দিকে বেঢ়ি গৌরচন্দ্র-পানে চায়॥
শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি' গাভীগণে।
প্রকাশয়ে পূর্ব্বে যৈছে কৈলা গোচারণে॥
মৃগাদিক পশু, শিখী, কোকিলাদি পক্ষ।
মহামত্ত চতুর্দ্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ॥
বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে।
দেখয়ে অসংখ্য লোক পরম আনন্দে॥
কেহ কহে, অরে ভাই, মনে হেন বাসি।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন এই কপট সন্ন্যাসী॥
শ্যাম সুচিক্কণরূপ আচ্ছন্ন করিয়া।
গৌররূপ ধরি' ফিরে লোক-প্রতারিয়া॥
ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য্য হিয়ায়।
সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধ করে গোরারায়॥
অহে শ্রীনিবাস, এই বহুলা-বনেতে।
দেখহ অপূর্ব্ব কুণ্ড পদ্মবন যা'তে॥
আর এই **সঙ্কর্ষণ**-কুণ্ড অনুপম।
আর মানসরসী পরম মনোরম॥ (ভঃ রঃ ৫ম ভঃ)

শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় বহুলাবনের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান-সমূহও পরিক্রমার কথা লিখিত আছে।

ময়ূর-গ্রাম

বহুলাবন বা বাটীর দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে ময়ূর-গ্রাম অবস্থিত। 'ময়ূর-গ্রামে'র বর্ত্তমান নাম 'মোর' (Mora)। ময়ূর-গ্রামে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণের সহিত ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন। ঊর্দ্ধপুচ্ছ লক্ষ লক্ষ ময়ূর-ময়ূরীর মধ্যস্থলে রাইকানু ময়ূরগণের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থানের নাম 'ময়ূর-গ্রাম' হইয়াছে।

ওই যে ময়ূর-গ্রাম, কৃষ্ণ ওইখানে।
দেখে ময়ূরের নৃত্য প্রিয়াগণ-সনে॥
কি অপূর্ব্ব লক্ষ লক্ষ ময়ূর-মণ্ডলী।
রাইকানু-পানে চায়, ঊর্দ্ধে পুচ্ছ তুলি'॥
ময়ূরের মধ্যে রাইকানু বিলসয়।
নাচয়ে নাচায় কি অদ্ভুত হর্ষোদয়॥
চতুর্দ্দিকে করতালি দিয়া সখীগণ।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবন-মোহন॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

বহুলাবন হইতে ময়ূর-গ্রাম যাইবার কালে সকনা (Sakna) গ্রাম হইয়া যাইতে হয়। 'সকনা' গ্রাম 'বাটী' ও 'মোর' গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত। 'সকনা' হইতে 'মোর' পর্য্যন্ত বরাবর কাঁচা রাস্তা আছে।

দক্ষিণ-গ্রাম

আড়িংএর প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে এবং [illegible] গ্রামের প্রায় ২॥ মাইল পশ্চিমদিকে 'দক্ষিণ-গ্রাম' অব[illegible] ইহাকে অনেকে জখীনগাঁও কহিয়া থাকেন। ইংরেজী [illegible] চিত্রে এই স্থানের নাম 'Jakhangaon' এইরূপ বর্ণ[illegible] লিখিত হইয়াছে। এই স্থানে শ্রীমতী দক্ষিণা-নায়িকা-[illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া 'দক্ষিণ-গ্রাম' নাম হইয়া[illegible]

দক্ষিণ-গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয়।
দক্ষিণা-নায়িকা-ভাব ব্যক্ত অতিশয় ॥ (ভঃ রঃ [illegible]

এই স্থানে শ্রীরেবতী-বলরাম, শ্রীবলভদ্র-কুণ্ড ও শ্রী[illegible] কুণ্ড দ্রষ্টব্য।

বসতি-গ্রাম

ইহা দক্ষিণ-গ্রাম বা জখীনগাঁও হইতে প্রায় ১॥ মা[illegible] উত্তর-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত; ইংরেজী মানচিত্রে 'বস[illegible] গ্রাম 'Basonti'—এইরূপ ভাবে লিখিত আছে। শ্রীবৃষভা[illegible] মহারাজ রাওল হইতে আসিয়া এই স্থানে বাস ক[illegible] ছিলেন। পরে শ্রীবৃষভানু-রাজা বর্ষাণে স্থায়ী বাস-[illegible] রচনা করেন।

আগে এ বসতিগ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা বৃষভানু-রাজা করিলেন বাস ॥
ষষ্ঠীকরা রাওল পর্য্যন্ত নন্দ রহে।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

'সট্টিঘরা' বা 'ছটিকরা' হইতে 'রাওল' প্রায় ৪ মাইল ব্যবধান। সট্টিঘরার পশ্চিমে 'রাওল' বা 'রাল'। শ্রীনন্দ-মহারাজ কংসের উৎপাতে মহাবন গোকুল হইতে সট্টিঘরায় আসিয়া বাস করিলে শ্রীবৃষভানু-মহারাজও 'রাওল' বা রাভেল হইতে 'বসতি' গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বসতি গ্রাম হইতে জনড়ি (Junaidi) এক মাইলের কিঞ্চিদধিক। বসতি হইতে 'রাল' (Ral) প্রায় ৩॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে অবস্থিত। কাঁচা রাস্তা আছে।

'রাল'

'রাওল' বা 'রাভেল'। বর্ত্তমান নাম—রাল। পূর্ব্বে এই স্থানে শ্রীবৃষভানু-মহারাজ বাস করিয়াছিলেন; এই স্থান হইতে পরে তিনি বসতি-গ্রামে যান। এই রালগ্রাম 'বাটী' হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং 'বসতি'-গ্রাম হইতে প্রায় ৩॥ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। 'বাটী' হইতে মঘেরা, 'মঘেরা' হইতে 'রাল' হইয়া 'বসতি' আসিবার রাস্তা আছে। ইহাতে টাঙ্গা প্রভৃতি চলিতে পারে। মোটর-যানও কোনওরূপে চলিতে পারে।

'রাওল'-গ্রামের নাম এবে 'রাল' কহে।

(শ্রীভক্তিরত্নাকর)

তোষ

বসতি হইতে প্রায় ৩॥ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং ময়ূর-গ্রামের প্রায় দুই মাইল উত্তর-পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত।

'বাটী' বা 'বহুলাবন' হইতে 'তোষ'-গ্রাম প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। জখীনগাঁও বা দক্ষিণগ্রাম হইতে 'তোষ'-গ্রাম প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে। এই স্থানে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সহিত সন্তোষ-ভরে লীলা-বিলাস করিয়াছিলেন।

বসতি নিকটে রামকৃষ্ণ তোষ-স্থানে।
মহাতোষে বিলসে সকল সমাধানে॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ

শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রসঙ্গ

৩০শে পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৮শে আশ্বিন (১৩৩৯)
১৪ই অক্টোবর (১৯৩২) শুক্রবার পূর্ণিমা

পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস

বহুলাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ড
ন্যূনাধিক ৮মাইল ভ্রমণ
শিবির—শ্রীরাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ডের তীর
শ্রীরাধাকুণ্ডে ত্রিরাত্র বাস
[শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রথম দিবস]

বহুলাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা

বহুলাবন হইতে ভোর ৬টায় অন্যান্য দিবসের মত সিংহাসনস্থ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তিকে অগ্রণী করিয়া পরিক্রমা শ্রীরাধাকুণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুলাকুণ্ড বামে রাখিয়া পরিক্রমা পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। ঠিক পশ্চাতে সূর্য্যদেব উদিত হইতেছিলেন। কাঁচা রাস্তা হইলেও পথ ভালই ; গাড়ী, মোটর প্রভৃতি বেশ চলিতে পারে। কখনও গাড়ীর রাস্তা ধরিয়া, কখনও বা পাগ্‌দণ্ডী দিয়া পরিক্রমা চলিতে লাগিলেন। বহুদূর হইতে রাল-গ্রাম দেখা যাইতেছিল।

রাল-গ্রাম

শ্রীরাধাকুণ্ড যাইবার পথে জয়দেব দাস ও বেণুপদ দাস নামক দুইজন বাঙ্গালী বাবাজীবেশধারী ব্যক্তি পরিক্রমার

সঙ্গে জুটিয়া পথ দেখাইতে লাগিলেন। প্রায় দুই মাইল চলিয়া আসিবার পর রাল-গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রামের পশ্চিমে বলরাম-কুণ্ড এবং তৎসংলগ্ন বলদেব-মন্দির। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব-শ্রীমূর্ত্তি; বামে—শ্রীকৃষ্ণ, দক্ষিণে—শ্রীবলদেব।

ব্রজের পঞ্চ বলদেব

স্থানীয় সংবাদ-দাতা বলিলেন,—ব্রজে ৫টী স্থানে পঞ্চ-স্বরূপে বলদেব-মূর্ত্তি আছেন। তন্মধ্যে এই স্থানের বলদেব-মূর্ত্তি অন্যতম। বলদেব-মূর্ত্তির পশ্চাতে শেষদেব বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শাহ-আলম বাদসাহের সময় সিন্ধিয়া-মহারাজ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। মন্দির বেশ পুরাতন বলিয়াই বোধ হইল। বল্লভ-সম্প্রদায়ের পূজারী যমুনাদাস ও প্রেমদাস এখানে সেবা করিয়া থাকেন। সেবার জন্য পূর্ব্বে এক শত বিঘা জমি ছিল। এখন দশ বিঘা কমিয়া গিয়াছে। গ্রামে প্রায় ছয় শত ঘর লোকের বাস। বাজার নাই, কএকটী দোকান আছে মাত্র। বলদেব-কুণ্ডের পশ্চিমদিকে—শ্রীমহাদেব ও শ্রীবজ্রাঙ্গজী।

পথের পরিচয় ও বিহারবন

বলদেব দর্শন ও বন্দনা করিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে কাঁচা রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলেন। এখানকার রাস্তাও মন্দ নহে। মোটর চলিতে কোন অসুবিধা হয় না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দুই ধারেই বন

পাওয়া গেল এবং পরিক্রমা এই বনের মধ্য দিয়া চলিয়া বিহারবন নামক স্থানে আসিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলিলেন,—এই স্থানে শ্রীমতী রাধিকা কোন সময় সূর্য্য-পূজা করিয়াছিলেন। এইরূপ ব্রজের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমতীর সূর্য্য-পূজার স্থান আছে। এই বিহারবন জনতী গ্রামের অন্তর্গত বলিয়া স্থানীয় লোকগণ জানাইলেন। রাল হইতে জনোতী গ্রাম প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে। তাহার প্রায় ১ মাইল পশ্চিমে বসতি-গ্রাম। এখানে এখন একটী নূতন গৃহাকার ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছেন। বর্ত্তমান সেবায়েত—গৌরাঙ্গ-দাস নামক এক বাঙ্গালী। বৃন্দাবন-যমুনা-ঘাটের গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী ইঁহার গুরু। ইনি এখানে গত তিন বৎসর যাবৎ আছেন। বর্ত্তমানে ইনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার ভৈরব-বাজার নামক স্থানে ইঁহার বাস ছিল। গৌরাঙ্গ দাসের পূর্ব্বে এখানে হরিদাস-নামক এক মণিপুরী বাবাজী ছিলেন।

"জনতী" নামের কারণ

শ্রীনন্দের জন যেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'জনোতী' এবং নন্দমহারাজ যেখানে বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের নাম 'বসতি' হইয়াছে। বিহার-বনে একটী কুণ্ড আছে, তাহাকে কেহ কেহ সূর্য্যকুণ্ড বলিয়া থাকেন। জল সেওলা-পূর্ণ, একটী ঘাট আছে।

তথ্য-শ্রবণ ও বালভোগ-সম্মান

পরিক্রমার যাত্রিগণ এই স্থান দর্শন-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডি-স্বামিপাদগণের মুখে রাল, জনতী, বসতি, ময়ূর-গ্রাম, দক্ষিণ-গ্রাম প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বালভোগের প্রসাদ পাইলেন।

কদমখণ্ডী

কিছুদূর চলিতে চলিতে যমুনা "নহর" পার হইয়া কাঁচা রাস্তা দিয়া পরিক্রমা রাধাকুণ্ডাভিমুখে চলিলেন। বসতি-গ্রামের প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে শ্রীরাধাকুণ্ড। বসতি ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যস্থলে রাধাবাগ, কদমখণ্ডী, ও লগমোহন-কুণ্ড অবস্থিত। কদমখণ্ডীতে আসিতে অত্যন্ত ধূলিময় রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। তৎপরে পীচ্ দেওয়া ভাল পাকা রাস্তা পাওয়া যায়। ঐ পাকা রাস্তা অতিক্রম করিয়া পুনরায় ধূলিময় কাঁচা রাস্তা দিয়া পরিক্রমা অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ

কদমখণ্ডীতে আসিয়া যাত্রিগণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর পরিক্রমা শীঘ্রই শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ-পথে বনের পরিবর্ত্তে পাকা বাড়ী ঘর, ব্যবসায়ী মাড়োয়ারি-গণের বাসস্থান ও অট্টালিকা, মণিপুরী বৈষ্ণব-মহল্লা, মণিপুরীদের ঠাকুর-বাড়ী এবং কএকটী স্থানে মুসলমানের গৃহও দেখিতে পাওয়া গেল। পরিক্রমা ঠিক ৬টার সময়

যাত্রা করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বেলা—১১টা।

শ্রীরাধাকুণ্ডের ললিতাকুণ্ডের তীরে পরিক্রমার শিবির-শ্রেণীর শোভা

দূর হইতে পরিক্রমার শিবির-শ্রেণী এবং তৎসম্মুখস্থ তোরণে বিভিন্ন ভাষায় অঙ্কিত "শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা"-কথাটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। পরিক্রমা সংকীর্ত্তন-নৃত্যের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তাঁবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ভূপতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আগ্রহভরে বলিলেন,—শ্রীললিতা-কুণ্ডে আমাদের স্থান হইয়াছে। শ্রীললিতাকুণ্ড শ্রীরূপ-মঞ্জরীর স্থান, শ্রীস্বরূপদামোদরের স্থান। আমরা গোবর্দ্ধন হইতে পুনরায় শ্রীরাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসিব। গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে ফিরিয়া আসাই দরকার; কারণ, শ্রীকুণ্ডই আমাদের নিত্য-বসতি-স্থল।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীরাধাকুণ্ড-বার্ত্তা কীর্ত্তন

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার কতিপয় বিশ্রম্ভ ভক্তের নিকট

তখনই "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" হইতে কোন কোন অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যামূলে শ্রীকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার কথা জানাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—এই বৃন্দাবনের যে দিকেই শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের দৃষ্টি পতিত হয়, সেখানেই তিনি শ্রীবার্ষভানবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহের স্ফূর্ত্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন।

শ্রীরাধাময় শ্রীবৃন্দাবন

এই বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য শ্রীরাধাময় হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন।

যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরে-
স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গ-সংহতিঃ।
ন চাদ্ভুতং তদিহ তু ব্রজাটবী
মুদে হরেরলভত রাধিকাত্মতাম্॥
তৈরুদ্দীপিতভাবালী বাত্যয়োচ্চালিতং মনঃ।
শশাক ন স্থিরীকর্ত্তুং কাশপুষ্পানিভং হরিঃ॥
(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৬ষ্ঠ সর্গ ২৫, ২৬ শ্লোক)

শ্রীরাধাবিরহী শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গমকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন,—হে লতাকুল! তোমরা আমার প্রিয়-সখী; তোমাদের কুশল ত'? হে তরুগণ! তোমরা আমার সখা; তোমাদের মঙ্গল ত'? হে মৃগী-মৃগ-গণ! হে বিহগী-বিহগ-গণ! হে ভ্রমরী-ভ্রমরগণ! হে স্থাবর জঙ্গম! তোমাদের কুশল বিজ্ঞাপন কর। এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে

করিতে যখন গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপত্যকায় আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন শ্রীরাধার প্রতি অনুধাবিত মনকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সখাগণের সহিত ক্রীড়া ও বনশোভা শ্রীরাধাবিরহকে আরও অধিকতর উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদি শ্রীবার্ষভানবীকে আনাইবার জন্য বৃন্দা, সুবল বা মধুমঙ্গলকে পাঠান' যায়, তাহা হইলে আর কিছু অনিষ্ট হউক, আর না হউক, জটিলা জানিতে পারিলে ইহাদের সঙ্গে কলহ করিবে এবং শ্রীমতীকে গৃহের মধ্যে অবরোধ করিয়া রাখিবে। আর যদি শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য আকর্ষণী মুরলীকে নিযুক্ত করি, তাহা হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সকল ব্রজ-ললনাই আসিয়া পড়িবে। তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং জটিলাকে কোন প্রকারে বঞ্চনা করিবার জন্য ধনিষ্ঠাকে আনাইলেন।

শ্রীরাধাসখী শ্রীতুলসী

এমন সময় তুলসীনাম্নী একজন শ্রীমতীর সখী সেখানে আসিলেন। কৃষ্ণ তুলসীর নিকট শ্রীরাধা-প্রাপ্তির ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তুলসী শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত করিয়া পরে তিনিও শ্রীমতীর দূতীরূপে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতা-অনুসন্ধানের জন্য আসিয়াছেন জানাইলে এবং তাঁহাদের ক্রীড়াকুঞ্জের নির্দ্দেশ জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ

তুলসীকে আপন কণ্ঠের গুঞ্জাহার উপহার দিলেন। বৃন্দা শ্রীরাধাকুণ্ড-সমীপে কন্দর্পকেলি-নামক সুখদ নিকুঞ্জে শ্রীরাধাকে আনিবার জন্য তুলসীকে বলিলেন।

চন্দ্রাবলীর পক্ষীয়া শৈব্যা

কিন্তু এমন সময়ে চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা চন্দ্রাবলীকে সঙ্কেত-স্থানে রাখিয়া তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন,—এই মনে করিয়া সেখানে আসিলেন এবং চন্দ্রার প্রদত্ত গুঞ্জাহার শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে প্রদানের সময় বৃন্দার সহিত তুলসীকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধা ও ব্যথিতা হইলেন।

শৈব্যা-বঞ্চনা

শৈব্যা তুলসীর সহিত কপটতা করিয়া শ্রীরাধার অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করায় 'শঠে শাঠ্যং' ন্যায়ানুসারে তুলসী শৈব্যাকে বঞ্চনাবাক্য বলিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাহিরে উদাসীনভাব প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কপটতা করিয়া শৈব্যার নিকট চন্দ্রাবলীর অবস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শৈব্যা জানাইলেন যে, চন্দ্রাবলী কৃষ্ণসঙ্গের জন্য ব্যাকুলা হইয়া সখীস্থলীতে অপেক্ষা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে আনন্দপুলকিত হইবার ছল দেখাইয়া বলিলেন,—আমি সখাগণকে সাবধান ও গাভীসকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যে-পর্য্যন্ত-না ফিরিয়া আসি, তুমি সেই পর্য্যন্ত চন্দ্রাবলীকে গৌরীতীর্থে রাখ। এদিকে মধুমঙ্গল ভঙ্গীতে কৃষ্ণকে জানাইলেন যে, ব্রজরাজ নন্দ ধনিষ্ঠা-দ্বারা

যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, সেই আদেশ এখনই প্রতিপালন করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ শৈব্যাকে বঞ্চনা করিবার জন্য মধুমঙ্গলের কথায় বলিলেন,—হাঁ মনে পড়িয়াছে, পিতা নন্দ বসুদেবের দূতের মুখে শুনিয়াছেন যে, কংসচরগণ বৃন্দাবনের সমস্ত গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; সুতরাং সেই উপদ্রব শান্তির জন্য আমাকে কিছুকাল অন্যত্র থাকিতে হইবে। চন্দ্রাবলী যাহাতে উদ্বিগ্ন না হন, তজ্জন্য তাঁহাকে শৈব্যার প্রবোধ দেওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শৈব্যাকে প্রতারণা করিয়া যেন সখাগণের নিকট যাইতেছেন,—এইরূপ ভাবে চলিলেন। শৈব্যাও বঞ্চিত হইয়া হাসিতে হাসিতে চন্দ্রাবলীর নিকট আসিলেন। এদিকে কৃষ্ণ কিছুদূর গমন করিয়া সে-স্থান হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধার সঙ্গের জন্য বিপথ দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা শ্রীরূপানুগ-গণের ভজন-চাতুরী ব্যাখ্যা ও শ্রীকুণ্ড-মহিমা পাঠ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের ষষ্ঠ সর্গ হইতে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে পাঠ করিয়া শ্রীরূপানুগ-গণের ভজন-চাতুরী ও শ্রীবার্ষভানবীর সেবৈক-সঙ্কল্প কীর্ত্তন করিলেন এবং তৎপরে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত সপ্তম সর্গ হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের বর্ণনা পাঠ করিলেন।

অনেকপদ্মাকরমধ্যসংস্থিতং
হরের্বিলাসান্বিত-তীরনীরকম্।

নানাব্জ-কান্ত্যচ্ছলিতং নিরন্তরং
গুণৈর্জিতক্ষীরসমুদ্রমদ্ভুতম্ ॥
স্বসদৃকৃতীরনীরেণ কৃষ্ণপাদাব্জজন্মনা।
নিজপার্শ্বোপবিষ্টেনারিষ্টকুণ্ডেন সঙ্গতম্ ॥
তীরে কুঞ্জা যস্য ভান্ত্যষ্টদিক্ষু
প্রেষ্ঠালীনাং স্বস্বনাম্না প্রসিদ্ধাঃ।
তাভিঃ প্রেম্ণা স্বীয়হস্তেন যত্নাৎ
ক্রীড়াতুষ্ট্যৈ প্রেষ্ঠয়োঃ সংস্কৃতা যা ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ৭ম সর্গ)

আহা! শ্রীরাধাকুণ্ডের তীর ও নীর শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের জন্য কি অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে! পক্ক ও অপক্ক ফল, কিশলয়, কুসুম, মুকুল, মঞ্জরী ও লতাভরে অবনত বৃক্ষ-সমূহের ছায়ায় অনুক্ষণ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ বহু সরোবরের মধ্যগত কমল-সমূহে সাতিশয় শুক্লবর্ণ ধারণ করায় বায়ু-দ্বারা আন্দোলিত এবং মন্দ-মন্দ তরঙ্গমালায় লালিত সেই কুণ্ডের জল অকস্মাৎ দেখিলে মনে হয় যেন তাহা ক্ষীর-সমুদ্রকে উপহাস করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হইতে আবির্ভূত কৃষ্ণকুণ্ডের সহিত মিলিত সেই রাধাকুণ্ডের তীরে উত্তর দিক হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা এবং সুদেবী—এই অষ্ট প্রিয়তম সখীর নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ কুঞ্জ-সমূহ বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সকল

কুঞ্জে শ্রীরাধামাধব কেলিকলা বিস্তার করিয়া থাকেন। ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য সখীগণ স্বয়ং তত্তৎ কুঞ্জের সংস্কারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ ; শ্রীকুণ্ড সাক্ষাৎ শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রদর্শিত ; নিম্বার্কীয়গণের অগম্য

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, আমরা আজ কুণ্ডের উত্তরভাগে শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। শ্রীললিতাকুণ্ডের অন্তর্গতই শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ। সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই আরিট্টগ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড দেখাইয়াছেন। এই মাধ্যাহ্নিক বিহার-স্থলীর কথা নিম্বার্কীয়গণ কখনও বুঝিবেন না।

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত-বিবিধবিকারাদিভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখললিতাদ্যালিনর্ম্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতিমধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণৌ পরিজনঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীকুণ্ডের বিশেষত্ব ও অসমোর্দ্ধত্ব

এই স্থান কেবল বৃন্দাবন নহে, কেবলমাত্র গোবর্দ্ধন নহে, সাক্ষাৎ শ্রীবার্ষভানবীর স্থান শ্রীরাধাকুণ্ড—**Acme of Planes aspired after by Gaudiya Vaishnavas'**—যাহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের "শ্রীউপদেশামৃত" পাঠ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

স্থান-বিচারে শ্রীকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা-নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবনধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনশৈল।
গিরিধারি-গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥
গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ-কুঞ্জ-পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥

* * *

পাত্র-বিচারে শ্রীকুণ্ডবাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয়জন বলি' গায় সব ধর্ম্মী॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন।
সুখভোগবুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥
জ্ঞানমিশ্রভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানিজন।
পরভক্তি-সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন॥
ভক্তিমান্ জন হইতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হইতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥

গোপী হইতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা॥
সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥

* * * *

শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকাতুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তা'র স্নানে সিদ্ধি ধরে॥
অপ্রাকৃতভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥

* * * *

শ্রীদয়িতদাস-প্রভুর দৈন্য-লালসা

শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে।
কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজ-জন ক'রে॥
উপদেশামৃত-ভাষা করিল দুর্জ্জন।
পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন॥

উপদেশামৃত ধরি' কৃপানুগভাবে।
জীবন যাপিলে কৃষ্ণকৃপা সেই পা'বে ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের যে-সকল ভক্ত।
কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত ॥
ভাবিকালে বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ।
সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ ॥
ভকতিবিনোদ-প্রভু-অনুগ যে-জন।
দয়িতদাসের তাঁ'র পদে নিবেদন ॥
দয়া করি' দোষ হরি' বল হরি হরি।
উপদেশামৃত-বারি শিরোপরি ধরি' ॥

প্রভুপাদের "প্রাকৃতরস-শতদূষণী" পাঠ ও ব্যাখ্যা

উপদেশামৃত পাঠ করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ "প্রাকৃত-রস-শতদূষণী"র পদাবলী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলেন। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলাকে প্রাকৃতবুদ্ধি ও বিচারে আলোচনা করিতে গিয়া অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা হইতে কিরূপে বঞ্চিত হন এবং অপ্রাকৃত যুগলসেবা-লাভের জন্য যাঁহারা অকপট-ভাবে আকাঙ্ক্ষিত, তাঁহারাই বা কিরূপ সতর্ক হইবেন, তাহাই "প্রাকৃতরস-শতদূষণী" গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—জগতে উচ্চতর শ্রেণীর মানব-গণের মধ্যে পারলৌকিক বিশ্বাসরাজ্যে ভ্রমণ করিবার

তিনটী পথ আছে; তাহা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-নামে প্রসিদ্ধ। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ এই তিনটী পথ বা উপায়ের প্রাপ্য বস্তুকে ও এই তিনটী পথ বা উপায়কে একাকার এবং চরমে নির্ব্বিশেষবাদে চেতনের সমস্ত বিচিত্রতাকে স্তব্ধ করিয়া ফেলিতে চাহেন। বদ্ধদশায় জীবের অনিত্য ভোগময় ফল-প্রাপ্তির অনুষ্ঠানকে 'কর্ম্মমার্গ', নশ্বরতা ত্যাগ করিয়া প্রাদেশিক অনিত্য ফলের প্রতি বিরক্তিরূপ নির্ভেদ-ব্রহ্মানু-সন্ধানকে 'জ্ঞানমার্গ' এবং প্রকৃতির অতীত কর্ম্মজ্ঞানাতীত অপ্রাকৃত সেব্যবস্তু কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অনুশীলনকে 'ভক্তি-মার্গ' বলে। ভক্তিমার্গে সাধন ও সাধ্যভেদে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। সাধ্য-ভাব-সমূহ ও প্রেমকে সাধনজাতীয় অনুশীলন জ্ঞান করিলে যে উৎপাত উপস্থিত হয়, সেই অসুবিধার হাত হইতে উন্মুক্ত হওয়ার নামই অনর্থ-নিবৃত্তি। অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি দৌরাত্ম্য করিবার জন্য যে চেষ্টা উদিতা হয়, তাহা নিরাকরণের জন্যই "প্রাকৃতরস-শতদূষণী" আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

"প্রাকৃতরস-শতদূষণী" সজ্জনতোষণী পত্রিকায় বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরেভ্যো নমঃ।

প্রাকৃতরস-শতদূষণী

প্রাকৃত-চেষ্টাতে ভাই কভু রস হয় না।
জড়ীয় প্রাকৃতরস শুদ্ধভক্ত গায় না॥
প্রাকৃতরসের শিক্ষা-ভিক্ষা শিষ্যে চায় না।
রতি বিনা যেই রস, তাহা গুরু দেয় না॥
নাম, রস দুই বস্তু ভক্ত কভু জানে না।
নাম, রসে ভেদ আছে, ভক্ত কভু বলে না॥
'অহং মম' ভাবসত্ত্বে নাম কভু হয় না।
ভোগবুদ্ধি না ছাড়িলে অপ্রাকৃত হয় না॥
প্রাকৃত জড়ের ভোগে কৃষ্ণ-সেবা হয় না।
জড়বস্তু কোনও কালে অপ্রাকৃত হয় না॥
জড়সত্তা বর্ত্তমানে চিৎ কভু হয় না।
জড়বস্তু চিৎ হয়, ভক্তে কভু বলে না॥
জড়ীয় বিষয়-ভোগ ভক্ত কভু করে না।
জড়ভোগ, কৃষ্ণ-সেবা কভু সম হয় না॥
নিজ-ভোগ্য কামে ভক্ত 'প্রেম' কভু বলে না।
রসে ডগমগ আছ, শিষ্যে গুরু বলে না॥
রসে ডগমগ আমি, কভু গুরু বলে না।
জড়ীয় রসের কথা শিষ্যে গুরু বলে না॥
জড়রসগানে কভু শ্রেয়ঃ কেহ লভে না।
কৃষ্ণকে প্রাকৃত বলি' ভক্ত কভু গায় না॥

নামকে প্রাকৃত বলি' কৃষ্ণে জড় জানে না।
কৃষ্ণনামরসে ভেদ শুদ্ধভক্ত মানে না॥
নাম, রসে ভেদ আছে, গুরু শিক্ষা দেয় না।
রস লাভ করি' শেষে সাধন ত' হয় না॥
কৃত্রিম পন্থায় নামে রসোদয় হয় না।
রস হৈতে কৃষ্ণনাম বিলোমেতে হয় না॥
রস হইতে রতি-শ্রদ্ধা কখনই হয় না।
শ্রদ্ধা হইতে রতি ছাড়া ভাগবত গায় না॥
রতিযুক্ত রস ছাড়া শুদ্ধভক্ত বলে না।
সাধনেতে রতি রস, গুরু কভু বলে না॥
ভাবকালে যে অবস্থা, সাধনাগ্রে বলে না।
বৈধীশ্রদ্ধা সাধনেতে রাগানুগা হয় না॥
ভাবের অঙ্কুর হ'লে বিধি আর থাকে না।
রাগানুগা শ্রদ্ধা-মাত্রে জাতরতি হয় না॥
অজাতরতিকে কভু ভাবলব্ধ বলে না।
রাগানুগ সাধকেরে জাতভাব বলে না॥
রাগানুগ সাধকেরে লব্ধরস বলে না।
রাগানুগ সাধ্যভাব রতি ছাড়া হয় না॥
ভাবাঙ্কুর সমাগমে বৈধীভক্তি থাকে না।
রুচিকে রতির সহ কভু এক জানে না॥
রাগানুগ বলিলেই প্রাপ্তরস জানে না।
বিধি-শোধ্য জনে কভু রাগানুগ বলে না॥
সাধনের পূর্ব্বে কেহ ভাবাঙ্কুর পায় না।
জড়ে শ্রদ্ধা না ছাড়িলে রতি কভু হয় না॥

জাতভাব না হইলে রসিক ত' হয় না।
জড়ভাব না ছাড়িলে রসিক ত' হয় না॥
মূলধন রসলাভ রতি বিনা হয় না।
গাছে না উঠিতে কাঁদি বৃক্ষমূলে পায় না॥
সাধনে অনর্থ আছে, রসোদয় হয় না।
ভাবকালে নামগানে ছলরস হয় না॥
সিদ্ধান্তবিহীন হৈলে কৃষ্ণে চিত্ত লাগে না।
সম্বন্ধহীনের কভু অভিধেয় হয় না॥
সম্বন্ধবিহীন-জন প্রয়োজন পায় না।
কুসিদ্ধান্তে ব্যস্ত-জন কৃষ্ণ-সেবা করে না॥
সিদ্ধান্ত-অলস-জন অনর্থতো ছাড়ে না।
জড়ে 'কৃষ্ণ' ভ্রম করি' কৃষ্ণ-সেবা করে না॥
কৃষ্ণনামে ভক্ত কভু জড়বুদ্ধি করে না।
অনর্থ না গেলে নামে রূপ দেখা দেয় না॥
অনর্থ না গেলে নামে গুণ বুঝা যায় না।
অনর্থ না গেলে নামে কৃষ্ণ-সেবা হয় না॥
রূপ-গুণ-লীলা-স্ফূর্ত্তি নাম-ছাড়া হয় না।
রূপ-গুণ-লীলা হৈতে কৃষ্ণনাম হয় না॥
রূপ হৈতে নাম-স্ফূর্ত্তি, গুরু কভু বলে না।
গুণ হৈতে নাম-স্ফূর্ত্তি, গুরু কভু বলে না॥
লীলা হৈতে নাম-স্ফূর্ত্তি রূপানুগ বলে না।
নাম-নামী দুই বস্তু, রূপানুগ বলে না॥
রস আগে, রতি পাছে, রূপানুগ বলে না।
রস আগে, শ্রদ্ধা পাছে, গুরু কভু বলে না॥

রতি আগে, শ্রদ্ধা পাছে, রূপানুগ বলে না।
ক্রম-পথ ছাড়ি' সিদ্ধি, রূপানুগ বলে না॥
মহাজন-পথ ছাড়ি' নব্য পথে ধায় না।
অপরাধ-সহ নাম কখনই হয় না॥
নামে প্রাকৃতার্থ-বুদ্ধি ভক্ত কভু করে না।
অপরাধ-যুক্ত—নাম ভক্ত কভু লয় না॥
নামেতে প্রাকৃত-বুদ্ধি রূপানুগ করে না।
কৃষ্ণরূপে জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না॥
কৃষ্ণগুণে জড়বুদ্ধি রূপানুগ করে না।
পরিকর-বৈশিষ্ট্যকে প্রাকৃত ত' জানে না॥
কৃষ্ণলীলা জড়তুল্য রূপানুগ বলে না।
কৃষ্ণেতর ভোগ্যবস্তু কৃষ্ণ কভু হয় না॥
জড়কে অনর্থ ছাড়া আর কিছু মানে না।
জড়াসক্তি-বশে রসে কৃষ্ণজ্ঞান করে না॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ কভু জড় বলে না।
কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা কভু জড় বলে না॥
জড়রূপ-অনর্থেতে কৃষ্ণ-ভ্রম করে না।
কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণে জড়বুদ্ধি করে না॥
নাম-রূপ-গুণ-লীলা 'জড়' বলি' মানে না।
জড়নাম-রূপ-গুণে 'কৃষ্ণ' কভু বলে না॥
জড়শূন্য অপ্রাকৃত নাম-ছাড়া বলে না।
জড়শূন্য অপ্রাকৃত রূপ-ছাড়া দেখে না॥
জড়শূন্য অপ্রাকৃত গুণ-ছাড়া শুনে না।
জড়শূন্য অপ্রাকৃত লীলা-ছাড়া সেবে না॥

অনর্থ থাকার কালে জড়রূপে মজে না।
অনর্থ-থাকার কালে জড়গুণে মিশে না॥
অনর্থ-থাকার কালে জড়লীলা ভোগে না।
অনর্থ-থাকার কালে শুদ্ধনাম ছাড়ে না॥
অনর্থ-থাকার কালে রস-গান করে না।
অনর্থ-থাকার কালে সিদ্ধি-লব্ধ বলে না॥
অনর্থ-থাকার কালে লীলা-গান করে না।
অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে নামে 'জড়' বলে না॥
অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে রূপে 'জড়' দেখে না।
অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে গুণে 'জড়' বুঝে না॥
অনর্থ-নিবৃত্তি-কালে জড়-লীলা সেবে না।
রূপানুগ গুরুদেব শিষ্য-হিংসা করে না॥
গুরু-ত্যজি' জড়ে আশা কভু ভক্ত করে না।
মহাজনপথে দোষ কভু গুরু দেয় না॥
গুরু-মহাজনবাক্যে ভেদ কভু হয় না।
সাধনের পথে কাঁটা সদ্‌গুরু দেয় না॥
অধিকার-অবিচার রূপানুগ করে না।
অনর্থ-অন্বিত-দাসে রস-শিক্ষা দেয় না॥
ভাগবত-পদ্য বলি' কুব্যাখ্যা ত' করে না।
লোকসংগ্রহের তরে ক্রমপথ ছাড়ে না॥
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি ফল ধরি' টানে না।
রূপানুগ ক্রম-পথ বিলোপ ত' করে না॥
অনর্থকে 'অর্থ' বলি' কুপথেতে লয় না।
প্রাকৃত-সহজ-মত 'অপ্রাকৃত' বলে না॥

অনর্থ না গেলে শিষ্যে 'জাতরতি' বলে না।
অনর্থবিশিষ্ট শিষ্যে রসতত্ত্ব বলে না॥
অশক্ত কোমলশ্রদ্ধে রসকথা বলে না।
অনধিকারীরে রসে অধিকার দেয় না॥
বৈধভক্তজনে কভু 'রাগানুগ' জানে না।
কোমলশ্রদ্ধকে কভু 'রসিক' ত' জানে না॥
স্বল্পশ্রদ্ধজনে কভু 'জাতরতি' মানে না।
স্বল্পশ্রদ্ধজনে রস উপদেশ করে না॥
জাতরতি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ-সঙ্গ ত্যাগ করে না।
কোমলশ্রদ্ধেরে কভু রস দিয়া সেবে না॥
কৃষ্ণের সেবন লাগি' জড়রসে মিশে না।
রসোদয়ে কোন জীবে শিষ্যবুদ্ধি করে না॥
রসিক ভকতরাজ কভু শিষ্য করে না।
রসিকজনের শিষ্য এই ভাব ছাড়ে না॥
সাধন ছাড়িলে ভাব উদয় ত' হয় না।
রাগানুগ জানিলেই সাধন ত' ছাড়ে না॥
ভাব না হইলে কভু রসোদয় হয় না।
আগে রসোদয়, পরে রত্যুদয় হয় না॥
আগে রত্যুদয়, পরে শ্রদ্ধোদয় হয় না।
রসাভীষ্ট লভি' পরে সাধন ত' হয় না॥
সামগ্রীর অমিলনে স্থায়িভাব হয় না।
স্থায়িভাব-ব্যতিরেকে রসে স্থিতি হয় না॥
ভোগে মন, জড়ে শ্রদ্ধা—চিৎ প্রকাশ করে না।
নামে শ্রদ্ধা না হইলে জড়বুদ্ধি ছাড়ে না॥

জড়বুদ্ধি না ছাড়িলে নাম কৃপা করে না।
নাম কৃপা না করিলে লীলা শুনা যায় না॥
নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না।
রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না॥
গুণকে বুঝিলে জড়, কাম দূর হয় না।
লীলাকে পুরিলে জড়ে কাম দূর হয় না॥
নামে জড়-ব্যবধানে রূপোদয় হয় না।
নামে জড়-ব্যবধানে গুণোদয় হয় না॥
জড়ভোগ-ব্যবধানে লীলোদয় হয় না।
অপরাধ-ব্যবধানে রসলাভ হয় না॥
অপরাধ-ব্যবধানে নাম কভু হয় না।
ব্যবহিত লীলাগানে কাম দূর হয় না॥
অপরাধ-ব্যবধানে সিদ্ধ-দেহ পায় না।
সেবোপকরণ-কর্ণে না শুনিলে হয় না॥
জড়োপকরণ-দেহে লীলা শোনা যায় না।
সেবায় উন্মুখ হ'লে জড়কথা হয় না।
নতুবা চিন্ময়কথা কভু শ্রুত হয় না॥

প্রসাদ-সম্মান

ব্রজবাসী শ্রীগিরিবর গোস্বামীর পুত্র শ্রীআনন্দ গোস্বামী মহাপ্রভুর ভোগের জন্য ব্রজমায়ীদের প্রস্তুত নানাপ্রকার সামগ্রী আনিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহাপ্রভুকে সেই সমস্ত ভোগ দেওয়া হইল। ভোগান্তে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে অপরাপর ভক্তগণকে তাহা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল।

পরিক্রমার ভক্তগণ

তখন পরিক্রমা মাত্র শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। পরিক্রমার পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত ভক্তগণ অনেকে এই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামাদির পর স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের মৃত্তিকার দ্বারা সকলে দ্বাদশ অঙ্গে হরিমন্দির রচনা করিলেন এবং মহাপ্রসাদ সম্মানের পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা-কীর্ত্তন

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় শিবিরের বারান্দায় উপবিষ্ট হইলেন। মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব প্রভু মূল গায়করূপে শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিলেন এবং অপর সকলে তাঁহার অনুকীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ

৩০শে পদ্মনাভ (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৮শে আশ্বিন (১৩৩৯),

১৪ই অক্টোবর (১৯৩২), শুক্রবার

অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে ৭॥ ঘটিকা

উপস্থিত—পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ, ভক্তগণ, শ্রীরাধাকুণ্ড
বাসী বহুব্যক্তি এবং স্থানীয় অধিবাসি-সমূহ

(শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রথম দিবস)

প্রকৃতির বিচারে আবদ্ধ ব্যক্তিগণের "তৃণাদপি সুনীচ" হইবার উপায় নাই

মহাপ্রভুর উপদেশ—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" তৃণ হ'তেও নীচ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু হ'বার উপায় নেই। তৃণের উপরে আমরা পদবিক্ষেপ করি ; এমন কি, পশু প্রভৃতি নীচ প্রাণীও তৃণের উপর বিচরণ করে। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখ্‌তে হ'লে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ না কর্‌লে তৃণ অপেক্ষা নীচু হওয়া যায় না ; কিন্তু উপদেশ র'য়েছে,—তৃণ অপেক্ষা নীচু হ'তে হ'বে।

উন্নত তরু আর এক রকম কাজ কর্‌ছে,—পরিশ্রান্তকে

আশ্রয় দিচ্ছে, ফলদান কর্‌ছে। আশ্রয়প্রদানকারী তিরস্কার লাভ করেন। তদ্রূপ উন্নত ব্যক্তি আক্রান্ত হন, জগতে উপকার ক'রেও অযথা নিন্দিত হন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আদেশ কর্‌লেন—তরুর ন্যায় সহ্যগুণ-সম্পন্ন হ'তে হ'বে। "বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞাঁমৈলেহ কারে পানি না মাগয়॥" বৃক্ষকে উৎপাটিত, উৎসাদিত কর্‌লেও সে কিছু বলে না—মার্‌তে আসে না। স্থূল পরিচয়ে আমাদের প্রতি তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু হ'বার এ দুটো উপদেশ, আর সূক্ষ্ম পরিচয়ে অমানী ও মানদ হ'বার উপদেশ দিয়েছেন।

আমাদিগকে অমানী হ'তে হ'বে। জড়জগতের সম্মানের কথা, জড়জগতের পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, বিদ্যাবুদ্ধি, ধন-গৌরব—এই সকল অভিমান ছে'ড়ে দিতে হ'বে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

আমি কর্ত্তা, কাজ কর্‌তে পারি, চক্ষু-দ্বারা দর্শন, কর্ণ-দ্বারা শ্রবণ ইত্যাদি কর্‌তে পারি, মনের দ্বারা চিন্তা কর্‌তে পারি, আমার বিদ্যাবুদ্ধি-শক্তি-সামর্থ্য আছে, আমি সব বু'ঝে নিতে পারি,—এই সকল প্রাকৃত কর্ত্তৃত্বাভিমান। বস্তুর প্রতি প্রভুত্ব কর্‌তে ব্যস্ত হ'য়েছি। এগুলি প্রাকৃত গুণের দ্বারা তাড়িত হওয়ার লক্ষণ। প্রকৃতিতে অবস্থানই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বৃষভানুনন্দিনীর পাল্য-বিচারে স্বাভাবিক তৃণাদপি-সুনীচতা প্রকাশিত হয়

কর্ত্তৃত্বকে পরিত্যাগ করাই শরণাগত জনের লক্ষণ। কর্ত্তৃত্বকে পরিত্যাগ ক'রে গোপ্তৃত্ববরণ—শরণাগতির স্বরূপ লক্ষণ। বস্তুর আশ্রিত ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বের দরকার থাকে না। বৃষভানু-নন্দিনীর পাল্য হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে জগতের কোন ক্ষুদ্র অভিমান আমাদের হৃদয় অধিকার কর্‌তে পারে না। আমরা বৃষভানুজার অনুগত সমাজ হ'তে জান্‌তে পেরেছি,—তাঁ'র পাল্য-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গৌরব। সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হ'তে পার্‌লে "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"র কথা শুন্‌বার জন্য আমাদের চিত্ত ব্যগ্র হয়।

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥

"অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য

আমরা অনেক কথা শু'নে থাকি, অভিমানের বশবর্ত্তী হ'য়ে ব'লে থাকি—আমরা শু'নেছি। ত্বকের দ্বারা শীতোষ্ণের পরিমাণ কর্‌ছি। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারকে বহুমানন ক'রে আমাদের যে অনর্থ উপস্থিত হয়, তা'তে আমরা কপটতার উপদেশ পর্য্যন্ত লাভ কর্‌তে পারি। "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই

কথাটিকে অনর্থযুক্ত কর্ণে শ্রবণ ক'রে বঞ্চিত হ'য়ে পড়ি। ভেক যেমন স্ফীত হ'তে হ'তে প্রাণত্যাগ করে, তেমনি অণুজীব আমরা বৃহদ্‌ব্রহ্মের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে—"অহং ব্রহ্মাস্মি" বল্‌তে বল্‌তে আত্মহত্যা ক'রে বসি। প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করার নাম 'ব্রহ্মভূত' হওয়া। 'ব্রহ্মভূত' ও 'ব্রহ্ম' —এক কথা নহে। প্রকৃতির গুণ অতিক্রম ক'রে যখন জীব 'ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা' হ'তে পারে, তখন তা'র পরা ভক্তি-আশ্রয়ে মঙ্গল লাভ হয়। বিরজার পার হ'লে 'ব্রহ্মভূত' হওয়া যায়।

ভক্তিলতার কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষ-আরোহণের ক্রম

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বল্‌লেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

ব্রহ্মাণ্ডভ্রমণকারী জীবের পঙ্গুত্ব

এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমরা ভ্রমণ কর্‌ছি—পঙ্গুসদৃশ ব্যক্তি-সকল ভ্রমণ কর্‌ছি।

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এই তিনের চরণ বন্দো, তিনে মোর নাথ॥"

—এই কথাটী আমাদের মনে হ'চ্ছে না। আমার মত পঙ্গুর সেই গৌড়ীয়ানাথের পাদপদ্ম-ব্যতীত আর গতি নাই। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র বিচার-ভ্রম জীবকে দুর্গতিলাভ ক'রাবে। শ্রীগৌরসুন্দর সেই দুর্গতির হাত হ'তে জীবকে বাঁচা'বার জন্য বড় সদুপদেশ দিয়েছেন। "তৃণাদপি সুনীচ" হ'তে হ'বে। কিন্তু তৃণগুলিকে আমার ভোগ্য-জ্ঞানে খেয়ে ফেল্‌ব, তা'দের উপর দিয়ে চল্‌ব,—এই বিচার থাক্‌লে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হওয়াও হ'ল না। তিরস্কার পেয়ে ক্রোধ কর্‌লে চল্‌বে না। পরসুখ-অসহিষ্ণুতা বা মৎসরতার দাস্য কর্‌লে মঙ্গল হ'বে না।

কামদাস্যের পরিণাম ও শরণাগতি

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ব'লেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতান্ অথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-ব্যতীত আমার আর গতি নাই। আমি আজ বুঝ্‌তে পেরেছি,—এতদিন কাম-ক্রোধাদির দাস্য ক'রে মৎসরস্বভাব-সম্পন্ন হ'য়েছিলাম, মৎসরতা প্রবল হওয়ার দরুণই আমার এই দুর্গতি হ'য়েছে। আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ভিখারী হ'য়েছি। মৎসরতা না থাক্‌লে ঐ গুলির জন্য ব্যাকুল হই কেন? আমি ধার্ম্মিক হই—প্রভুত্ব লাভ কর্‌বার জন্য, অর্থ-পিপাসু হই—কাম ভোগ কর্‌বার জন্য, কামুক হই—নশ্বর সুখের উপর প্রভুত্ব কর্‌বার জন্য। আবার কামুক হ'তে হ'তে অত্যন্ত ত্যক্তবিরক্ত হ'য়ে **মোক্ষ-কামুক** হ'য়ে পড়ি। এগুলির কোনটিতেই কৃষ্ণের সেবা নাই। কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবা লাভ ক'রে অর্থ-কামনা, ধর্ম্ম-কামনা, কাম-কামনা ও মোক্ষ-কামনা উদিত হয়।

ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষকামনা—আলেয় সদৃশ

আপনারা সকলেই শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের নাম শ্রবণ ক'রেছেন, তিনি কৃষ্ণ-প্রেমধর্ম্মের মূল পুরুষ। কাম-ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হ'লে প্রকৃত সাধুদের ধর্ম্মলাভ ঘট্‌বে না। যে-সকল মানব ধর্ম্মকামী, অর্থকামী, কামকামী বা মোক্ষকামী, তাঁ'রা কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ। তাঁ'দের তুল্য মূঢ় ব্যক্তি আর জগতে নাই। তাঁ'রা 'কপালপোড়া' লোক। কিন্তু "যেইজন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর"। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা প্রভৃতি কৃষ্ণেতর বাসনাগুলি আলেয়ার মত—Phantasmagoria Ignisfatuus or Will o' the wisp. কেবল লোককে লোভ দেখিয়ে হয়রাণ কর্‌ছে; আর মোক্ষ-কামনা এইরূপ হয়রাণ হওয়া ব্যক্তিগুলিকে আত্ম-হত্যার যূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছে।

কামাদি আমাদের প্রতি কখনও কোন করুণা কর্‌তে

পারে না। তা'রা কেবল উত্তরোত্তর প্রভু সাজিয়ে আমাদিগকে উত্তেজিত করে। আমরা কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী হ'য়ে প্রতিষ্ঠাশার লোভে বহুদূরে চ'লে গিয়েছি। পার্থিব বস্তুর উপাসনা ক'রে তা'র বদলে কি পেয়েছি ?

কৈ ? যা'দের এতকাল সেবা কর্‌লাম, তা'দেরও ত' দয়া পেলাম না ; দয়ার পরিবর্ত্তে কেবল পেয়েছি—তা'দের নিষ্ঠুরতা, কপটতা, বঞ্চনা। পোড়া মুখে লজ্জাও নাই। সেই মুখই আবার দেখাচ্ছি। অত্যন্ত দরিদ্রতার বশবর্ত্তী হ'য়ে, কেহ বা অত্যন্ত দাম্ভিকতার বশবর্ত্তী হ'য়ে যম-মন্দিরে চ'লে যাচ্ছি।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

আমার এ জগতের বন্ধু-বান্ধবেরা ভাল ভাল লাড্ডু খাওয়ার জন্য আমাকে সুখস্বপ্ন দেখাচ্ছে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামনা—এই কয়টা দিল্লীর লাড্ডু। এই দিল্লীর লাড্ডু কেউ খেয়ে, কেউ বা না খেয়ে নানা মদমত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে। তা'দের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ দণ্ডের আদেশ ক'রেছেন,—

নূনং নানামতোন্নদ্ধা শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা॥

বিধিভক্তি

বিধিভক্তি অবশ্য পালনীয়। শ্রীবল্লভাচার্য্য ইহাকে মর্য্যাদার পথ ব'লেছেন। পশু যেমন বুদ্ধিহীন, জগতে প্রবৃত্ত হ'য়ে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে সুখলাভ কর্‌বে, এই মদে মত্ত

হ'য়ে ঘু'রে বেড়াচ্ছে, অধোক্ষজ ভগবানের সেবার কোন অনুসন্ধান নাই, কিছুতেই সেই দিকে যা'বে না, বরং তা'র বিরুদ্ধাচরণ কর্‌বে, এইরূপ প্রকৃতির লোকের জন্য—"পশূনাং লগুড়ো" ন্যায়ের বিধান হ'য়েছে। বাসনার দাস বাসনার দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ কর্‌বে।

ব্রহ্মসূত্রফলপাদের শেষ কথা

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—বাদরায়ন-সূত্রের শেষ সূত্র ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামিগণের জন্য নহে। যাঁ'রা ঐ সকলে জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামের আবৃত্তিময় কীর্ত্তনকেই সার ক'রেছেন, তাঁ'দের জন্যই ব্রহ্মসূত্রের ফলপাদের শেষ কথা। উপাংশু জপকে কীর্ত্তন বলা হয় না। ওষ্ঠস্পন্দন-সহকারে উচ্চকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ।

মৎসরতার মূল কোথায় ?

ভগবান্ হ'তে সেবা-বিমুখ আমি ব্রাহ্মী, সান্‌কী, খরৌষ্টি, পুষ্করাসাদী প্রভৃতি লেখ-প্রণালীর দ্বারা পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য প্রমত্ত হচ্ছি। যে-সকল কার্য্যে অশান্তির উদ্দীপনা হয়, শান্তির উপায়-জ্ঞানে সেই সকল কথাই প্রচুর পরিমাণে শুন্‌ছি। কি ক'রে ইন্দ্রিয়-তর্পণ হ'বে,—মনুষ্য-জাতি ইহাই বল্‌তে ব'সেছেন। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কেহই ব্যস্ত নহেন, মৎসর হওয়াই তাঁ'দের স্বভাব হ'য়েছে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

শরণাগতি-ব্যতীত মঙ্গলের উপায় নাই

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যেরূপ কথা ব'লেছেন, সেরূপ ধরণের একটী আবেদন-পত্র অকপটভাবে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের দিকে প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অনর্থের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের দয়া বিচার কর্‌লে কৃষ্ণভজন কি, তা' জান্‌তে পার্‌ব।

শ্রীধরস্বামিপাদ 'মৎসরতা'-শব্দের তাৎপর্য্য—পরসুখ-অসহিষ্ণুতা' ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছেন। পরের সুখ সহ্য কর্‌তে না পারাই হিংসা-বৃত্তি।

অনর্থময় অধিকারে বিধির আবশ্যকতা

পশুদিগকে এবং পশুবৃত্তি-সম্পন্ন জীবকে বুঝা'তে হ'লে Regulation (রেগুলেশন) ছাড়া উপায় নাই। বৈধী ভক্তির আলোচনার অভাবে অনর্থযুক্ত মনুষ্যজাতির বিশেষ অসুবিধা ঘটেছে। এই বৈধী ভক্তির মধ্যে আবার পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ শ্রেষ্ঠ। পাঁচের অল্প সঙ্গেতেই কৃষ্ণপ্রেম আবির্ভূত হন।

শ্রেষ্ঠসাধনপঞ্চক

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

আপনারা সকলে বর্ত্তমানে মথুরাবাসী হ'য়ে প'ড়েছেন, স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ ভাগবতগণের নিকট ভাগবত শ্রবণ

কর্‌ছেন, সর্ব্বদা সেই সকল সাধুর সঙ্গ কর্‌ছেন, নামকীর্ত্তন কর্‌ছেন, কীর্ত্তনমুখে শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবা কর্‌ছেন। আপনারা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের আনুগত্যে বল্‌তে শিখুন,—

অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

আপনারা সত্য-সত্যই কৃষ্ণান্বেষণ করুন। গোপীর উক্তিতে যে-সকল কথা আছে, তা' আলোচনা করুন।

মাথুর-মণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা

আমরা আজ সব চেয়ে বড় জায়গায় এ'সে পড়ে ছি। এ স্থান চৌদ্দভুবনের অন্তর্গত নহে। বিরজামাত্রও নহে। বৈকুণ্ঠে পর্য্যন্ত এত বড় স্থান নাই। বৈকুণ্ঠে বিধিভক্তি পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি বিধিভক্তি ছে'ড়ে দেয়, তবে তা'রা অধঃপতিত হ'য়ে যায়। বৈকুণ্ঠের উপরেও গোলোক-বৃন্দাবন। আপনারা 'সংক্ষেপ ভাগবতামৃত' গ্রন্থে জেনে থাক্‌বেন—দ্বারকায় হরি পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, আর শ্রীবৃন্দাবনে পূর্ণতম। পূর্ণভূমি অতিক্রম ক'রে যখন মাথুর-মণ্ডলে জ্ঞানশূন্যা ভক্তি-ভূমিতে এ'সে উপস্থিত হওয়া যায়, তখন ব্রজরাজনন্দনের সেবার যোগ্যতা হয়। যে আড়াই প্রকার রস সবিশেষ বিষ্ণু-প্রতীতিতে নাই, তা' শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লে পেতে পারেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবা-প্রদানের মূল মহাজন কে ?

ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার প্রারম্ভেই আমরা শু'নেছি—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পদাশ্রয়ে জাগতিক বিষয়-বাসনা বিদূরিত না হ'লে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হয় না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর পদাশ্রয় ক'রে মাথুর-মণ্ডলে আস্‌তে হয়। সেখানে এ'সে শ্রীরূপরঘুনাথের চরণাশ্রয়ে কুণ্ডতটকে নিত্যবাসস্থান কর্‌তে হয়। আর সময় নষ্টকরা উচিত নয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা, সাক্ষাৎ শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর সেবা আরম্ভ করা দরকার।

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-সাফল্য-সন্ধান

অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্র-প্রাপ্তির সাফল্য লাভ করুন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এক সময়ে গোপীনাথের উদ্দেশ্যে যে-সকল গান ক'রেছিলেন, সে-সকল আলোচনা করুন। সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে মদনমোহনের উপাসনা, অভিধেয়-বিচারে গোবিন্দের উপাসনা এবং প্রয়োজন-বিচারে গোপীনাথের উপাসনা। বেদ-শাস্ত্রের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন আলোচনা করুন। বেদ-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ব্রহ্মসূত্রের ফলপাদের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" সূত্রের সহিত "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা

হরিঃ"—এই মহাবাক্য আলোচনা করুন। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস যে নিজ-কৃত ব্যাখ্যা ব'লেছেন, তা'তে "শব্দাৎ" অর্থাৎ শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি—হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অনাবৃত্তি—অন্য উপায়ে নহে, ইহাই পরিস্ফুট হ'য়েছে। নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের বিচার—আত্মবিনাশের বিচার। তা' প্রকৃত অনাবৃত্তির বিচার নহে। অপ্রাকৃত-শব্দের আশ্রয় না কর্‌লে আমাদের পতিত হ'য়ে যেতে হ'বে। বেদের অন্তে যেতে পার্‌ব না। কর্ম্মের সীমা ও জ্ঞানের সীমা হ'তে নে'মে আস্‌তে হ'বে।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ," "শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো," "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব," "নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায়," "প্রায়েন বেদ তদিদং" প্রভৃতি বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে আমরা ফলপাদের ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য পাই। মেপে নেওয়ার ধর্ম্মে অনুরাগী হ'লে পূর্ব্বমীমাংসায় আবদ্ধ থাক্‌তে হয়—উত্তরমীমাংসার আর আলোচনা হয় না—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" হয় না—অনন্তরের কথা—'আগে কহ আর' কথাটীর আলোচনা হয় না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন,—

পুণ্য যে সুখের ধাম, ত'ার না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি'।

প্রেমভক্তি-সুধানিধি, তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

তীর্থপাদসেবাবিমুখের তীর্থযাত্রা শ্রম-মাত্র

পুণ্যকামী হ'য়ে তীর্থদর্শন-বিচারে আমাদের এস্থানে আসা হয় নাই। "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, সকলই মনের ভ্রম"—প্রভৃতি ঠাকুর মহাশয়ের কথাগুলি সাধারণ বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। যিনি তীর্থপাদের সেবাবিমুখ হ'য়ে বৈরাগ্য-বিশিষ্ট হ'লেন, তাঁ'র সেই বৈরাগ্যে ধিক্। অনুকূল-বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল-বিষয় ত্যাগের নামই—সন্ন্যাস।

হরিসেবাহীন তপস্যা-বৈরাগ্যাদির ফল্গুত্ব

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা তত কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

বৈষ্ণবচরিত্রের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা

বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র। কৃষ্ণসেবা পরায়ণ জন হ'তে পাপ সহস্র যোজন দূরে বাস করে। বৈষ্ণব-মাত্রেই স্বভাবতঃ মহাপুণ্যবান্। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর ব'লেছেন,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

ধর্ম্মার্থ-কামের প্রার্থী হওয়া দূরে থাকুক, ধর্ম্মার্থকাম স্বয়ং ভগবদ্ভক্তের সেবার সময় প্রতীক্ষা করে। মুক্তি সর্ব্বদা যুক্ত করে আজ্ঞা প্রতীক্ষা করেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের উপান্ত শ্লোকে আমরা পাই—

প্রকৃত মুক্তির স্বরূপ

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

অনুকূল-ভাবে কৃষ্ণানুশীলন না করার দরুণ অন্য চেষ্টা উদিত হয়। প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের চেষ্টা হ'তে মুক্তি-লাভই প্রকৃত মুক্তি। ধর্ম্মার্থ-কাম হ'তে মুক্তিলাভ—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান হ'তে মুক্তিলাভ হ'লেই ভগবদ্ভক্তি আরম্ভ হয়। তাই আমাদের শ্রীরূপ-প্রভু ব'লেছেন,—

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়

সৎকর্ম্মিগণের প্রাপ্য ভুক্তি—একটা পিশাচী; আর ব্রহ্মানুসন্ধানকারিগণের মুক্তিকামনাও আর একটা পিশাচী যা'দের ভগবদ্ভক্তিতে প্রবেশ হ'য়েছে, তা'দের ভুক্তি-মুক্তিতে

স্বাভাবিক ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়। আমি শুধু ভারত-বাসীকে বল্‌ছি না,—সমগ্র বিশ্বের লোককে বল্‌ছি। শুধু বর্ত্তমান কালের জীবকে বল্‌ছি না, ভবিষ্যতে যত জীব হ'বে, সকলকেই বল্‌ছি। তাঁ'রা ভাল ক'রে বিচার করুন, দেখ্‌বেন,—ভক্তিই একমাত্র আশ্রয়ণীয়।

শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য

যুগে যুগে ভগবানের অবতার এ জগতে প্রকটিত হন। তাঁ'রা এ'সে জীবের সম্বন্ধজ্ঞান উদ্বুদ্ধ ক'রে থাকেন। কিন্তু অবতারী শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আব্রহ্মস্তম্ব সকলকে চরম প্রয়োজন প্রেমে অভিষিক্ত কর্‌তে পারেন।

"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"
"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।"

শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রয়

চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ—এই উভয় স্থানেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণাশ্রয়-দ্বারা মঙ্গল লাভ হয়। এই ব্রজভূমিতে গোলোকের বিচিত্রতা ভৌমলীলায় প্রদর্শিত হ'য়েছে,—

ভগবদ্ধামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমনাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে যা' যা' প্রাপ্য,

তা'তে ভজনের কথা নেই। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তির আলোচনা আছে। মাথুরমণ্ডলে না আসা পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির কথা প্রকাশিত হ'বে না। কুণ্ঠরাজ্য চতুর্দ্দশ ভুবন—খণ্ডিত ভূমিকা। এক ভূমিকা উল্লেখ কর্‌লে অপর ত্রয়োদশ ভূমিকা নিরস্ত হয়—একের উল্লেখে অন্যগুলি নিরস্ত হ'য়ে যায়। কুণ্ঠধর্ম্ম যে আধার হ'তে বিলুপ্ত হ'য়েছে, সেই বৈকুণ্ঠ হ'তেও শ্রেষ্ঠ মথুরা। কেন না, সেখানে অজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁ'র অবিচিন্ত্য লীলাশক্তি প্রকটিত ক'রে অপ্রাকৃত জন্মলীলা প্রকাশ ক'রেছেন। বৈকুণ্ঠে বিষ্বক্‌সেন-গরুড়াদি আছেন। অযোধ্যা প্রভৃতিও বৈকুণ্ঠের অন্তর্গত। বজ্রাঙ্গজী বৈকুণ্ঠের সেবক। মর্য্যাদা-পথে দাস্যরসে লক্ষ্মণদেশিক যে সেবার কথা ব'লেছেন, মাথুর-ভূমিতে সেই সকল কথা ক্ষীণপ্রভ। মাথুর-মণ্ডলে গোলোকের কথা প্রচারিত হ'য়েছে, বিশ্রম্ভ সখ্যের কথা তালবনাদিতে লক্ষ্য করি।

শ্রীমথুরার স্বরূপ

অজবস্তু বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। সেখানে তাঁ'র পিতৃ-মাতৃবর্গের অনুসন্ধান নাই। কিন্তু মথুরাভূমিতে বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে অজবস্তুর জন্মিত্ব। যেখানে মাতা-পিতা দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সেখানে বস্তু বুঝ্‌বার অসুবিধা হচ্ছে। মথুরাভূমি কি?

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে পুমানপাবৃতঃ।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হৃষীকেশো মে মনসা বিধীয়তে ॥

মথুরাভূমি প্রকৃতি-প্রসূত বস্তু নহে।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর ॥

যা'রা মথুরা-মণ্ডলকে প্রকৃতিজাত মনে করে, তা'রা অপ্রাকৃতের কোন সংবাদ রাখে না। তা'রা 'অমানী মানদ' হ'তে পারে না।

সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়েই অপ্রাকৃত্বানুভূতি সম্ভব

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

জিহ্বা-দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তা' যদি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি লেখ-প্রণালীতে প্রচারিত ভাষা-সমূহের অন্তর্গত শব্দ-মাত্র হয়, তা' হ'লে শব্দি-নিরূপণে সাঙ্কর্ষণ-সূত্রানুসারে যে-সকল শব্দের রূঢ়ি অপূর্ণ ব'লে কথিত হ'য়েছে, সেই অপূর্ণতা বস্তুকে আবরণ ক'রে ফেলে। বিষ্ণুকে গুণাবতার-মাত্র বিচার ক'রে প্রকৃতিগুণজাত কোন বিচারে আবদ্ধ কর্‌লে, বিষ্ণুর চিৎস্বরূপকে নিষেধ করা হ'লো।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোক-ব্যাখ্যা

মদনমোহনের আলোচনাপ্রসঙ্গে—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে" শ্লোক উপস্থাপিত হ'তে পারে। জড়শরীরে কাষ্ঠবুদ্ধি—প্রাকৃত স্ত্রী বা পুরুষ-বুদ্ধিতে, জাতিবুদ্ধিতে কাষ্ঠবারোপ

সুধীগণের বিচার নহে। যেই ভূমি আমাদের ভোগ্যভূমি, তা' প্রশংসনীয় নহে। বহির্জ্জগতের সীমাবিশিষ্ট পদার্থে ধামের আরোপ কখনও ধামদর্শন নহে, তা' সাক্ষাৎ স্বরূপের বোধাভাব। 'অন্ননারায়ণ', দরিদ্রনারায়ণ' প্রভৃতি বিচার সেইরূপ বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতে উদিত হ'য়েছে। 'আমার ভোগের পদার্থ ভগবান্,'—ইহাই ভৌমে ইজ্যধী। ব্রহ্মা যখন দ্বারকায় গিয়ে পৌঁছ্‌লেন এবং কৃষ্ণের নিকট আগমনের বার্ত্তা সগর্ব্বে পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণের অন্দর-মহলে প্রবেশের অপেক্ষা কর্‌ছিলেন, তখন কৃষ্ণ দ্বারীকে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠা'লেন,—'কোন্ ব্রহ্মা এ'সেছেন? ব্রহ্মা মনে ক'রেছিলেন, তিনিই বুঝি অদ্বিতীয় ব্রহ্মা। মানবজ্ঞানের বিচারটুকু নিয়ে কৃষ্ণের বিচার কর্‌তে গেলে কৃষ্ণ "প্রবেশ-নিষেধ" কথাটী চা'রধারে লিখে রাখেন।

"তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকই প্রকৃত মহাবাক্য

আমরা কোন ব্যক্তিকে মানদান কর্‌তে বিরত হ'ব না। যদি জগতের সকল মানুষকে সম্মান দিতে না পারি, তা'হ'লে অমঙ্গল ঘট্‌বে। এজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব'লেছেন—সকলকে সম্মান দাও। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত অর্থ ক'রে অসহিষ্ণু হ'লে হ'বে না। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র প্রকৃত অর্থ "তৃণাদপি সুনীচেন"—এই মহাবাক্যে প্রকাশিত হ'য়েছে। সকলকে মান দিতে হ'বে, তা' হ'লে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হ'বে।

শ্রুতিতে অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর কথা

কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। বলদেব-প্রভু স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং-প্রকাশ হ'তে চতুর্ব্যূহ দশাবতার-সমূহের কারণ—কারণার্ণব-শায়ী। তিনি সঙ্কর্ষণের কলা। তাঁ' হ'তে বিকলা গর্ভোদক-শায়ী—যিনি "সহস্রশীর্ষা সহস্রপাৎ" বলে স্তুত হ'য়ে থাকেন। গর্ভোদকশায়ী হ'তে ব্যষ্টি বিষ্ণু বা অনিরুদ্ধ অনুকলা—শ্রুতিমন্ত্রে যাঁ'র সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
(শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)

বৈষ্ণবের সর্ব্বক্ষণ অধোক্ষজ-আরাধনা-ব্যতীত আর কোন কাজ নাই।

দ্বারকা ও মথুরায় রসতারতম্য—শ্রীগুরুপদাশ্রয়

দ্বারকায় আবদ্ধ থাক্‌লে আমরা রসের উৎকর্ষ বুঝ্‌তে পারি না। মথুরা-মণ্ডলে পূর্ণজ্ঞানের উপলব্ধি হয়। দ্বাদশ প্রকার রসের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে হ'লে কৃষ্ণপ্রিয়তম শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার।

"ত্রিসর্গ" শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি

আগামী দিবস অভিধেয়-বিচার আলোচনা কর্‌ব। আমি যখন পঙ্গু, তখন ভগবানের পাদপদ্মকে খুব গতিশীল না দেখ্‌তে পে'লে আমার পঙ্গুত্ব দূর হয় না। তাই "ত্রেধা নিদধে

পদং"। পুরুষোত্তম এই ত্রিসর্গ প্রকাশ ক'রেছেন দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন প্রকাশ ক'রেছেন—ত্রিবিধ লোককে আক্রমণ ক'রেছেন। একই তত্ত্ব মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতারূপে প্রকাশিত হ'য়েছেন।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

'শব্দাৎ'—শব্দ হ'তেই আনাবৃত্তি হ'বে, নতুবা পুনরাবৃত্ত হ'তে হ'বে। সেই গর্ভবাস—পশুগর্ভ বা দেবীগর্ভ হ'তে পারে। এজন্য শব্দকে আশ্রয় করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা পাপ-পুণ্যকে আশ্রয় কর্‌ব না। পাপফলে পশুগর্ভ ও পুন্যফলে দেবীগর্ভ লাভ হয়।

জীবের পঙ্গুতা-বিনাশের উপায়

আমরা গৌড়ীয়ার দাস। শ্রীগৌরসুন্দরই আমাদের এক-মাত্র সেব্য। মদনমোহনের পাদপদ্ম-দ্বারা আমাদের পঙ্গুতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার পরে ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দজী কীর্ত্তন করিলেন; তৎপরে সকলে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া বিশ্রামার্থ গমন করিলেন।

———

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা

১লা দামোদর (গৌরাব্দ ৪৪৬), ২৯ শে আশ্বিন, (১৩৩৯)

১৫ই অক্টোবর (১৯৩২) শনিবার, প্রতিপদ

পরিক্রমার সপ্তম দিবস

ন্যূনাধিক ১ মাইল ভ্রমণ

শিবির—শ্রীরাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ডের তীর

(শ্রীরাধাকুণ্ডে দ্বিতীয় দিবস)

শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ভক্তগণের শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা

প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, ঐ দিবস শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইবে। যাত্রিগণের মধ্য হইতে কেহ কেহ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বদিবসেই শ্রীরাধাকুণ্ডের স্থান-সমূহ বাহ্যচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তি ও ধামের অপ্রাকৃত স্বরূপের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিচার করিলেন,—শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নজনের আনুগত্য-ব্যতীত শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন বা ধাম দর্শন হয় না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তগণ এবং পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীললিতা-

কুণ্ডের তীর হইতে পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে প্রথম বার পরিক্রমায় কেবল বিভিন্ন স্থান-সমূহ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পরিক্রমা করা হইল। দ্বিতীয় বারে এক একটী স্থান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দর্শন, বন্দনা ও তত্তৎস্থানের মহিমা শ্রবণ-পূর্ব্বক পরিক্রমা হইল। তৃতীয় বারে কুণ্ডের জলস্পর্শ ও স্নান করিয়া পরিক্রমা হইল। চতুর্থ বারের পরিক্রমায় সঙ্কীর্ত্তন-নৃত্য করিতে করিতে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইল।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অনুব্রজ্যা ও বাণী শ্রবণ-মুখে শ্রীরাধাকুণ্ডের বিভিন্ন স্থান দর্শন ও সেবা

প্রথমে ললিতাদি অষ্ট সখীর কুণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে—সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সেই সকল কুণ্ডের মহিমা শ্রবণ করিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের অনুসরণে ও আনুগত্যে সকলে ললিতা-কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎপরে শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর ঘেরা, শ্রীকৃষ্ণ নবনীত ভক্ষণ করিয়া যে তমাল-বৃক্ষে হস্ত মুছিয়াছিলেন বলিয়া তথায় শালগ্রামের চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই তমালবৃক্ষ, মণিপুর-মহারাজের ঠাকুর-বাড়ী অতিক্রম করিয়া ডান দিকে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর উপবেশন-স্থান—(এখানে একটী অশ্বত্থ-বৃক্ষের নীচে মঠের আকারে একটী ছোট কুটীর আছে, ১৮৩৭ শকাব্দা ২৭শে মাঘ কুটীরটি নির্ম্মিত বলিয়া লেখা আছে),

গোপকূয়া (পাকাবাঁধান, কিম্বদন্তী—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু নিজের ব্যবহার্য্য কোন কার্য্যের জন্য কুণ্ডের জল ব্যবহার করিতেন না বলিয়া এই ইন্দারা খনন করাইয়াছিলেন), ভরতপুর-মহারাজের ধর্ম্মশালা, নিতাই-গৌর-সীতানাথের মন্দির, বামে অষ্ট সখীর ও দক্ষিণে আসামদেশীয় ভক্তগণের রাধামাধবের মন্দির, বনখণ্ডী মহাদেব, তমাল-তলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন-স্থান (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব আসিয়া প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন এবং সকলকে আরিট্-গ্রামের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) দর্শন করিলেন। এই স্থানে তমাল-বৃক্ষের তলে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণামাদির পর কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়া ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। তমাল-বৃক্ষের নিম্নে একটী ছোট মন্দির শ্যাম-কুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণায়। বাঁধান ঘাট এবং ঘাটের উপরে উচ্চ আর একটী বাঁধান-স্থানে এই তমাল-বৃক্ষ বা মহাপ্রভুর উপবেশন-স্থান রহিয়াছে। এই স্থান ভ্রমর-ঘাটের উপরে অবস্থিত। ঢাকা জিলার আবদুল্লাপুরের নিতাই-মণ্ডলের পুত্র জ্ঞানমণ্ডল ঐ স্থানটী বাঁধাইয়া দিয়াছেন। রাধামোহন দাস নামক এক মণিপুরী ব্যক্তি সেখানকার সেবায়েত। তিনি তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন না। রামপ্রসাদ নামক তদ্দেশীয় এক ব্যক্তি প্রণামী সংগ্রহের জন্য কিছুক্ষণ পরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে

একটী পাদপদ্ম-চিহ্ন ও প্রস্তরের একটী মুণ্ড মূর্ত্তি আছে। তথায় কিছুক্ষণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি ও বাণিয়ার বৃত্তি-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ আলোচনা করিলেন। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীবাসুদেব প্রভু—"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে" ইত্যাদি পদটী কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে পাশাখেলা-স্থান এবং তন্মধ্যে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক (এ স্থান হইতে শ্যামকুণ্ড দেখা যায়), গোঘাট, শ্রীমদনমোহনজীউ, ভরতপুর-মহারাজের মন্দির, গোপীনাথ, তৎপরে বাজার অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন হইল। অতঃপর যাত্রিগণ গোকুলা-নন্দ, কুণ্ডেশ্বর মহাদেব (ইহার পরে পোষ্টাফিস রহিয়াছে), ঝুলন-বট (বটবৃক্ষ ও ঝুলন-ঘাট), বামে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-জীউ, তুঙ্গবিদ্যার স্থান, শ্যামসুন্দর (শ্যামানন্দ মঠ), রাধা-দামোদর, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর মন্দির, সূর্য্যঘাট, শ্রীজাহ্নবাদেবীর মন্দির, শ্রীরাধারমণ, শ্রীদাস গোস্বামীর ঘেরা (এখানে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর ফুল-সমাজ আছে) প্রভৃতি দর্শন করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি-সমীপে সপার্ষদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির নিকট সমুপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তদনুসরণে সমস্ত ভক্তও দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধিকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অতঃপর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি পরিক্রমা করা হইল।

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক সংকীর্ত্তন

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর রচিত শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক মূল গায়নরূপে কীর্ত্তন করিলে সকলেই পশ্চাতে দোহার করিলেন। ভক্তগণের তুমুল সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধিস্থলী ও শ্রীরাধাকুণ্ড মুখরিত হইল। শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ এবং সাত্ত্বিক বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইলে প্রভুপাদ তাহা সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিলেন। নিম্নে আমরা দাস গোস্বামী প্রভুর কুণ্ডাষ্টকটি উদ্ধৃত করিলাম। দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির নিকট প্রায় ১ ঘণ্টাকাল সঙ্কীর্ত্তনানন্দ হইল এবং সকলেই সেইদিন সেই মুহূর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় হৃদয়ে একটী অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক

শ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ॥

বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম্মধর্ম্মোক্তিরঙ্গৈ-
র্নিখিলনিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা প্রমোদৈ-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডসেবাশ্রয়ো মে॥

ব্রজভূবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসরকৃতকটাক্ষপ্রাপ্তিকামঃ প্রকাম্।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধে-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

ব্রজভুবনসুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজমধুরকিশোরীমৌলিরত্নপ্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

অপি জন ইহ কশ্চিৎ যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ
প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্পপ্রশস্যা
তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

তটমধুরনিকুঞ্জাঃ ক্লিপ্তনামান উচ্চৈ-
র্নিজপরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকররুতরম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতিহৃদ্যাং
মধুরমধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি সুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

অনুদিনমতিরঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালিসংঘৈ-
র্বরসরসিজগন্ধৈর্হারি বারিপ্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারুকুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসিদাস্যার্পিতাত্মা।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্॥

শ্রীরাধাকুণ্ড বা আরিট্ গ্রাম

'গোবর্দ্ধন' হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে 'আরিট্' গ্রাম বা শ্রীরাধাকুণ্ড অবস্থিত। বৃন্দাবন হইতে রাধাকুণ্ড ১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে অবস্থিত। কদম-খণ্ডি হইতে প্রায় ১॥ মাইল দূরে শ্রীরাধাকুণ্ড। বহুলাবন হইতে রাধাকুণ্ড কাঁচা রাস্তা, তথায় গাড়ী, টাঙ্গা প্রভৃতি চলিতে পারে।

আরিট্গ্রামের বৃত্তান্ত

'আরিট্ গ্রামে'র নাম এবং তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যাম-

কুণ্ডের আবির্ভাব-সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্‌বিলাসময়ী কান্ত-লীলা-মাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমতী রাধারাণী তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি অরিষ্টাসুর একটি দৈত্য-বিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য-শ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, এখনই তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাত করিবামাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও তৎসখী-গণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধা-রাণীর সহিত তাঁহার সখীবৃন্দকে প্রদর্শন এবং সর্ব্বতীর্থকে সম্বোধন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইল। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক অতি শীঘ্র সখীগণের সহিত মিলিতা হইয়া শ্রীশ্যাম-

কুণ্ডের পশ্চিমদিকে আর একটি কুণ্ড খনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী নিজ-সখীগণ-সহ যে সরোবর খনন করিলেন, তাহাতে জল হইল না এবং কোনও তীর্থের আগমন হইল না। তখন তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে চিন্তিতা দেখিয়া বলিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জল গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তাঁহারা অভিমানভর-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপধৌতি-হেতু পাতকযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলেও তাহা পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণ-সহ শ্রীমতী বলিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্ব-তীর্থময়ী শ্রীমানসী গঙ্গার জল আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও তৎসখীগণের এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ-সকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, তীর্থ-সমূহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজ-কুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশ-প্রাপ্তি-মাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীর ভেদ-পূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবরে পতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিল। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি

শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে তীর-ভেদ-চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই উভয় কুণ্ডের জল উভয় কুণ্ডে গমনাগমন করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত রসিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-সৌভাগ্য-জনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উপরি-উক্ত লীলা-কথার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। কর্ম্মজড়-চিন্তা বা প্রাকৃত-সাহজিক-বিচারে বিপরীত বুঝা হইবে। এই কুণ্ড-দ্বয় নানা বৃক্ষ-লতায় পরিবেষ্টিত শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পরম আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব কেলিস্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে।

অষ্টসখীর কুণ্ড-সহ শ্রীরাধাকুণ্ডের অবস্থিতি

নীপৈশ্চম্পকপালিভির্নববরাশোকৈরসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্লবঙ্গলতিকা বাসন্তিকাভির্বৃতৈঃ।
হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে॥

(শ্রীব্রজবিলাস-স্তবে)

শ্রীরাধাকুণ্ডের সকল দিকে ললিতাদি অষ্টসখীর মঞ্জুল কুঞ্জরাজি শোভিত। আবার শ্রীশ্যামকুণ্ডের সর্ব্বদিকেও সুবলাদি নর্ম্মসখাগণের কুঞ্জ বিরাজিত।

শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বদিকে নিরুপম।
ললিতাদি অষ্টসখী কুঞ্জ মনোরম॥

সুবলাদি কুঞ্জ শ্যামকুণ্ড সর্ব্বদিশে।
দোহে বিলসয়ে অতি অশেষ-বিশেষে॥
অরিষ্ট কুণ্ডাখ্যে শ্যামকুণ্ড সবে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয়॥

(ভক্তিরত্নাকর)

স্বয়ং শ্রীরাধাশ্যাম-মিলিত-তনু শ্রীগৌরহরির শ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড আবিষ্কার ও নির্দ্দেশ

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবন-ভ্রমণ-লীলা প্রকট করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আরিট্ গ্রামে আগমন-পূর্ব্বক আরিট্-গ্রাম-বাসী ব্যক্তিদিগকে লুপ্ত শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে কেহই উক্ত লুপ্ত স্থানদ্বয়ের নির্দ্দেশ দিতে পারিলেন না; এমন কি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে যে মথুর-বিপ্র আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও সে-সম্বন্ধে কোনও সন্ধান দিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু লুপ্ত তীর্থদ্বয়ের কথা সকলই জানিতেন এবং তাহা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধা-কুণ্ড দুইটী ধান্যক্ষেত্ররূপে লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ধান্যক্ষেত্রদ্বয়ের স্বল্প জলে স্নান-পূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডকে নানা প্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলক করিলেন। তখন হইতেই গ্রামবাসী সকলে লুপ্ত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের বার্ত্তা জানিতে পারিলেন। গ্রামবাসী লোক-সমূহ বলিতে লাগিলেন যে,

তাঁহারা এতকাল 'কালী' ও 'গৌরী' নাম দিয়া উক্ত ধান্যক্ষেত্রদ্বয় পালন করিতেছিলেন। এখন তাঁহারা এই অভ্যাগত মহাপুরুষের কৃপায় ইহাদের যথার্থ তথ্য অবগত হইলেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর আদেশে জনৈক শ্রেষ্ঠীর শ্রীকুণ্ডের সংস্কার-সেবা

একদিন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু কুণ্ডদ্বয়ের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কুণ্ডদ্বয়কে জলপূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ স্বীয় ভক্তের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া অলৌকিকভাবে ইহার ব্যবস্থা করিলেন। কোনও এক শ্রেষ্ঠী বদরিকাশ্রমে গমন-পূর্ব্বক শ্রীনারায়ণকে বহু সংখ্যক স্বর্ণ-মুদ্রা প্রণামী প্রদান করিলে শ্রীনারায়ণ উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়কে স্বপ্নযোগে জানাইলেন, "তুমি এই অর্থগুলি ব্রজস্থ আরিট্ গ্রামে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া যাও এবং আমার নাম করিয়া এই অর্থগুলি তাঁহাকে প্রদান কর। যদি তিনি এই সকল অর্থ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রজস্থ কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে।" উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয় এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আরিট্ গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর সম্মুখে প্রণাম-সহকারে উক্ত মুদ্রাসমূহ ভেট দিয়া শ্রীনারায়ণের আজ্ঞাও তাঁহাকে

জানাইলেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রেষ্ঠীকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া অনতিবিলম্বে কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য বলিলেন। উক্ত শ্রেষ্ঠী মহোদয়ও মহা আনন্দে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে কুণ্ড-দ্বয়ের সংস্কার-সেবা করিতে লাগিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে পরিক্রমার যাত্রিগণের অন্যান্য স্থান দর্শন

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধির সমীপে পুনরায় সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন এবং পুনরায় তিনবার পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া অন্যান্য স্থান দর্শনার্থ চলিলেন।

তৎপরে পরিক্রমা গোবর্দ্ধনের জিহ্বা, শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাধি (চিতা) (?), কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটির, নিতাই-গৌর-গদাধর, গঙ্গামাতার স্থান, দাস গোস্বামীর ভজন-কুটির, পঞ্চপাণ্ডব এবং অন্যান্য স্থান দর্শন করিলেন।

বজ্রনাভ-কুণ্ড ও অন্যান্য স্থান

শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে শ্রীশ্যামকুণ্ড বিরাজমান। শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে প্রায় তিন দিকে বেষ্টন করিয়া ললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ড বিরাজিত। তিন কুণ্ডেই জল নির্গমনের ব্যবস্থা ও সেতু রহিয়াছে, শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যে শ্রীবজ্রনাভের আর একটী কুণ্ড আছে। প্রবাদ, যে-সময়

শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকটলীলা প্রকাশ করেন, সেই সময় তিনি শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—"শ্রীমথুরা-পুরীতে বজ্রনাভকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বদরিকাশ্রম গমন কর।" তৎপরে বজ্রনাভ মথুরা হইতে এখানে আসিয়া এই কুণ্ডটী অতি সুন্দররূপে বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ডের জল কমিলে এখনও বজ্রনাভ-কুণ্ডটী শ্যামকুণ্ডের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্যামকুণ্ডেরই পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে যে তমাল-তলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহার কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ তমাল-তলারই পশ্চিম-দিকে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক। তৎপশ্চিমে শ্রীশ্যামকুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে শ্রীরাধারমণজীউর মন্দির। তাহার পশ্চিমে ধর্ম্মশালা, তাহার পশ্চিমে রাধাকুণ্ডের দক্ষিণতীরে রাসমণ্ডল-বেদি বা রাসবাড়ী। তাহার দক্ষিণে শ্রীগোপীনাথের মন্দির। তাহার উত্তর-পশ্চিমদিকে হনূমানজী, তাহার দক্ষিণে শ্রীগোকুলানন্দের মন্দির এবং তদ্দক্ষিণে মণিপুরের মহারাজের পুরাতন মন্দিরে গৌরগোপাল-বিগ্রহ। হনূমানের সম্মুখেই রাধাকুণ্ডের বাজার ও তথা হইতে গ্রাম আরম্ভ হইয়া কুণ্ডের পশ্চিম পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হনূমানজীর উত্তর-পশ্চিম-দিকে এবং রাধাকুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে কুণ্ডেশ্বর-মহাদেব। ইঁহার কিঞ্চিৎ উত্তর-ভাগে রাধাকুণ্ডের পশ্চিম-তটে একটী বিস্তৃতশাখ বটবৃক্ষ রহিয়াছে। এখানে রাধা-কৃষ্ণের ঝুলন হইয়া থাকে। এই বটবৃক্ষরাজের পশ্চিমভাগে

রাধাকৃষ্ণের একটী পুরাতন উচ্চ মন্দির। কথিত হয় যে, শ্রীকুণ্ড হইতে এই বিগ্রহ উত্থিত হইয়াছিলেন এবং কোন ধনবান্ ব্যক্তি এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিছুকাল হইল, রাণাঘাটের এক ব্যক্তি ঐ মন্দিরটী সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এই বৃক্ষরাজের উত্তরে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। তাহার উত্তরে শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির অবস্থিত।

কুণ্ডতটে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভজনস্থানাদি-বর্ণন

তদুত্তরে শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর স্থান। এখানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহও বিদ্যমান আছেন। শ্রীশ্যাম-সুন্দরের মন্দিরের পূর্ব্বভাগে এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর পারে শ্রীজাহ্নবী-মাতার উপবেশন-স্থান ও গোপীনাথজীর মন্দির। তাহার পূর্ব্বদিকে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ঘেরা ও সমাধি। শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন-কুটীর। তাহার দক্ষিণে শ্রীবঙ্কবিহারীর শ্রীমূর্ত্তি। শ্রীবঙ্কবিহারীর দক্ষিণে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থল মধ্যবর্ত্তী তীর। ঐ স্থানের উত্তর-প্রান্তে চরণচিহ্ন ও তদুপরি মর্ম্মর-প্রস্তরের এক মঞ্চ আছে। অপর দক্ষিণ-প্রান্তে গোবর্দ্ধনশিলামঞ্চ। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজনকুটীর পূর্ব্বদিকে; শ্যামকুণ্ডের উত্তর পারে শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজনকুটীর। তাহার দক্ষিণ-

পূর্ব্বভাগে শ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরেই শ্রীল ভূগর্ভগোস্বামী, শ্রীল দাসগোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাজত্রয় একই কুটীর-মধ্যে অবস্থিত। মধ্যস্থলে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি, বামে শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী প্রভুর ও দক্ষিণে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাধি। ইহা তাঁহাদের "চিতা সমাধি" বলিয়া স্থানীয় লোকের উক্তি। কিশোরদাস নামক এক ভেকধারী (পূর্ব্বে শ্রীহট্টবাসী) সেখানকার সেবায়েত। ইনি পুরী হরিদাস-মঠের গোবিন্দ-দাসের শিষ্য। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীরের উত্তরভাগে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। উহার পূর্ব্ব-উত্তর-ভাগে শ্রীগদাধর-চৈতন্যের মন্দির। তাহার উত্তর-পশ্চিম-কোণে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মন্দির। এই মন্দিরের পার্শ্বে গোবর্দ্ধনশীলা। কথিত আছে যে, শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে গোপকূপ নামে যে এক কূপ খনন করাইয়াছিলেন, তাহা হইতে এই শিলা উত্থিত হওয়ায় এবং ঐ শিলা গোবর্দ্ধনের জিহ্বা বলিয়া স্বপ্নে বিদিত হওয়ায় গোবিন্দ-মন্দিরে তাহা আনীত হয়। পরে মন্দিরের পার্শ্বস্থিত একটী স্থানে (বর্ত্তমান তেঁতুলতলা) ঐ শিলা স্থাপিত হয়। প্রবাদ, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু তৎপরে ললিতাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে আর একটী কূপ খনন করাইয়াছিলেন। ঐ কূপ এখনও তথায় আছে। গোবিন্দ-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-দিকে শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরেবতী-

বলরামের উত্তরে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ। গোবিন্দ-মন্দিরের পূর্ব্ব-উত্তরদিকে শ্রীজগন্নাথের মন্দির। তাহার দক্ষিণে কালাচাঁদের মন্দির। কালাচাঁদের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে তরাসের (পাবনা) জমিদারের ঠাকুর-বাড়ী। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণদিকে নন্দিনী-ঘেরা। ইহার পূর্ব্ব-দক্ষিণে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভজনকুটীর ও ঘেরা। উহার পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে ললিতবিহারীর মন্দির। ললিতবিহারীর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-দিকে মণিপুর-রাজার ঠাকুর-বাড়ী। উহার দক্ষিণপশ্চিম-দিকে গোপকূয়া, তৎপশ্চিমে ধর্ম্মশালা। ইহার পশ্চিমে সীতানাথের মন্দির। ঐ মন্দিরের উত্তরে শ্রীঅষ্টসখীর কুঞ্জ। ইহার পূর্ব্ব-উত্তর-ভাগে ব্যাসঘেরা এবং তৎসংলগ্ন পূর্ব্ব-উত্তর-ভাগে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর উপবেশন-স্থান।

শ্রীকুণ্ডের পাকা ঘাট ও পরিক্রমার পাকা রাস্তা

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের ঘাট মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (পরবর্ত্তিকালে যিনি লালাবাবু নামে বিখ্যাত) বাঁধাইয়া দিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমার রাস্তা-সমূহও পাথর দিয়া বাঁধান আছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের চেষ্টা (!)

বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের জল শৈবাল-পরিপূর্ণ গাঢ় সবুজ বর্ণ। পানাদি কার্য্যে উহা অব্যবহার্য্য। কিন্তু যাঁহারা অপ্রাকৃত বিচারে দর্শন করেন, তাঁহাদের তীর্থ

জলবুদ্ধি বা ভৌমবস্তুতে ইজ্যাবুদ্ধি নাই। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় যে বুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের জল সংস্করাদি করিবার বৃত্তি-বিশিষ্ট হন, তাহা হইতে অপ্রাকৃত ভগবৎসেবকগণের বুদ্ধি পৃথক্। এইজন্য অপ্রাকৃত শ্রীহরিজনের প্রদত্ত দিব্যচক্ষে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন করিলে তাহাতে ইতর বুদ্ধি হয় না।

শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থিত-কুণ্ড-সমূহ

শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে নিম্নলিখিত কুণ্ডসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রামের উত্তরে বৃষভানুকুণ্ড বা ভানুখোর, তৎ-পূর্ব্বভাগে বলরাম-কুণ্ড, তদ্দক্ষিণে ললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ড, গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শিবখোর এবং তদুত্তরে মাল্যহারী কুণ্ড।

শ্রীরাধাকুণ্ডের কতিপয় প্রসিদ্ধ ঘাট

১। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাট—শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। ভ্রমর-ঘাট—মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাটের নিম্নে ও তৎসংলগ্ন।

৩। অষ্টসখীর ঘাট—শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে গয়াঘাট ও মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাটের মধ্যস্থলে।

৪। গয়াঘাট—ইহা শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব তীরে। গোপকূয়া হইতে রাধাকুণ্ডে যাইবার কালে এই ঘাট পাওয়া যায়।

কথিত হয় যে, ব্রজবাসিগণ পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়াকে গমন না করিয়া এখানেই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

৫। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘাট। এই ঘাট ললিতা-কুণ্ড-সঙ্গমের উত্তর-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ঘাটের পূর্ব্বভাগে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর।

৬। পঞ্চপাণ্ডব-ঘাট—শ্যামকুণ্ডের উত্তর তীরে এবং মানস-পাবন-ঘাটের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। প্রবাদ,—এই ঘাটের উপরিস্থিত পাঁচটী বৃক্ষ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর নিকট শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজনাভিলাষী পঞ্চ-পাণ্ডব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়াছিলেন। এই ঘাটের উত্তরেই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। বর্ত্তমানে তথায় ৪টী নিম্ববৃক্ষ, ১টী তমাল-বৃক্ষ এবং বৃক্ষের নিম্নে চতুর্দ্দিকে গোবর্দ্ধন-শিলা রহিয়াছে।

৭। মানস-পাবন-ঘাট—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধিকার মধ্যাহ্নস্নানের স্থান বলিয়া কথিত।

৮। গোবিন্দ-ঘাট—শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে বিরাজিত।

৯। ঝুলনবট-ঘাট—ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম তটে অবস্থিত। ঘাটের উপরিভাগে একটী বটবৃক্ষ আছে। তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন হইয়া থাকে।

১০। জাহ্নবাঘাট—এই ঘাট শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর তীরে।

শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী যে-সময় শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানে উপবেশন ও এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন,—এইরূপ কিম্বদন্তী আছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড-প্রকট-তিথি

কথিত হয় যে, কার্ত্তিকী কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত হন। এইজন্য প্রতি-বৎসর এইস্থানে এই তিথিতে একটী বড় মেলা হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাকুণ্ডের ব্রজবাসী ও বৈষ্ণবগণকে প্রসাদ-বিতরণ

শ্রীরাধাকুণ্ড পরিক্রমার দিবস অর্থাৎ ২৯ শে আশ্বিন, ১৫ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুক্রমে রাধাকুণ্ড-তটবাসী যাবতীয় ব্রজবাসী এবং কুসুম-সরোবরাদি স্থান ও তৎনিকটবর্ত্তী গ্রামের বৈষ্ণব-বেষধারী ব্যক্তিগণকে পূর্ব্বাহ্নে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রসাদ বিতরণ করান হয়। ললিতাকুণ্ডের তটে পরিক্রমার ঘেরার মধ্যে ৪০০ জন ব্রজবাসী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব-সাকল্যে প্রায় ১২০০ জন ব্রজবাসীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। বুদের লাড্ডু, কচুরী, পুরী, রায়তা, শাক ইত্যাদি যিনি যত পারেন, গ্রহণ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু প্রায় সকলেই বহু বহু দ্রব্য গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। একজন ব্রজবাসী সেখানে বসিয়াই /৫ পাঁচ সের লাড্ডু ও পুরী ভোজন করিয়া সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন;

এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধাকুণ্ড-তটবাসী সকল শ্রেণীর গৌড়ীয় বৈষ্ণব-নামে পরিচিত ব্যক্তিদিগকেও হালুয়া, পুরী ও নানাবিধ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীঊর্দ্ধমন্থী দাসাধিকারী সপরিবারে এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শিবির-সম্মুখে সভা

এই দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিবিরের সন্নিহিত উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া বসিলেন। ভক্তগণ এবং পরিক্রমার যাত্রিসমূহ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। ব্রজবাসী বহুব্যক্তি এবং রাধাকুণ্ডবাসী গৌড়ীয়গণও অনেকে ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও আচার্য্যকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীরাধা-কুণ্ডবাসী অধিকাংশ লোকই দলে-দলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোপালদাস নামক একজন ভেকধারী পলিত-কেশ ব্যক্তি সেখানে প্রভুপাদের সন্নিকটে উপস্থিত ছিলেন। কুসুমসরোবরে বাসের অভিমানকারী কল্পিত ছড়াগান-কারি-সম্প্রদায়ের কয়েক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত গোপালদাসকে শ্রীল প্রভুপাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—"গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সখীস্থলীতে যান কি?" গোপাল দাস বলিলেন,—"যাইবেন না কেন?" তদুত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু সখীস্থলীর কোন দ্রব্য পর্য্যন্ত

দেখিতে পারিতেন না। তদনুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু "শ্রীগোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থে সেই বিচারই লিখিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই বিচার অবলম্বন করিয়াই একটি গান রচনা করিয়াছেন। এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিকটে উপবিষ্ট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয়কে নিম্নলিখিত পদটী গান করিবার জন্য আদেশ করিলেন,—

কীর্ত্তন

আমি ত' স্বানন্দ-সুখদবাদী।
রাধিকামাধবচরণ-দাসী॥
দুহাঁর মিলনে আনন্দ করি।
দুহাঁর বিয়োগে দুঃখেতে মরি॥
সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে॥
যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুখ পাই তাহারে দেখি॥
রাধিকাকুঞ্জ আঁধার করি।
লইতে চাহে সে রাধার হরি॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলন-সুখ।
প্রতিকূলজন না হেরি মুখ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥

ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে।
সঁপেছে পরাণ অতীব যতনে॥

অন্য ধর্ম্মীর বিচার

কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃন্দাবনের American methodist mission এর তিনটি শ্বেতাঙ্গ ও একজন এতদ্দেশীয় মহিলা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পরিক্রমার অপূর্ব্ব সুবন্দোবস্ত, শিবিরশোভা দর্শন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের কিছু কথা শুনিবার জন্য আসিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন যে, এইরূপ একটী বিরাট্ সভা দেখিয়া এইস্থলে তাঁহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীল প্রভুপাদকে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গ-ভাষায় একটী বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, ঢাকাতে শ্রীল তীর্থ মহারাজের সহিত তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ঢাকায় জনৈক ভাগবত-ব্যবসায়ী গোস্বামী-নামধারী ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন। তীর্থ মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভগবৎ-প্রসাদ ভিক্ষা করিবার জন্য চক্রবর্ত্তীর ঠাকুর-বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপর উক্ত ভাগবত-ব্যবসায়ী গোস্বামীর আদেশ ছিল যে, কোন-ক্রমেই যেন গৌড়ীয়মঠের লোকদিগকে সাহায্য করা না

হয়। ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের এইরূপ মৎসরতা ও হিংসা-সত্ত্বেও গৌড়ীয়মঠ সত্য-প্রচারে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের এইরূপ অভ্যুদয় ও ঔজ্জ্বল্য আমরা দেখিতে পাইতেছি। এইরূপ কয়েকটি কথার অবতারণা করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের বক্তৃতা

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজ বিদেশীয়গণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ "Altruism and Service of Godhead" (পরার্থিতা ও ভগবৎ-সেবা) সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলেন এবং অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ এবং তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আউধ-বিহারী-লাল কপূর এম্-এ, হিন্দিভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দেড়-ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

———

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

২৯ শে আশ্বিন ১৩৩৯, ১৫ই অক্টোবর ১৯৩২, শনিবার

শ্রীরাধাকুণ্ড-ললিতাকুণ্ডের তট

(রাত্রি ৮টা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত)

মহাজন-পথ

মহাজনের পথই আমাদের গ্রাহ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসলীলা প্রকট ক'রে প্রেমাবেশে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে চল্‌লেন, তখন তিনি রাঢ়দেশে তিন দিন ভ্রমণ কর্‌তে কর্‌তে মহাজনের পথানুসরণে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সিদ্ধিলাভের আশার একটী গীতি গান ক'রেছিলেন।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরান্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

প্রাচীন মহাজনগণের উপাসিত পরাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর আশ্রম আশ্রয় ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণ-দ্বারা আমি এই দুরন্তপার সংসাররূপ অন্ধকার উত্তীর্ণ হ'ব।

সম্বন্ধ-জ্ঞানের পরবর্ত্তী অভিধেয়ের কথা আলোচনার আবশ্যকতা

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—আমাদিগকে যদি অভিধেয়-পথে অগ্রসর হতে হয়, তা' হ'লে কেবল সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আলোচনা কর্‌লেই হ'বে না। সম্বন্ধজ্ঞানের

পরবর্ত্তী কথা—কৃত্যের কথা কি, তা'ও আলোচনা করা দরকার।

কি প্রকারে উপদেশ পেলে আমরা ভজন-পথে অগ্রসর হ'তে পারি,—প্রাতে আমরা সে-সকল কথা পাঠ ক'রেছি।

সম্বন্ধ ও অভিধেয়-বিচার

'আমি' ও 'ভগবানে'র মধ্যে নিত্য-সম্বন্ধ আছে। দুইটি জিনিষ থাক্‌লেই সম্বন্ধ হয়। মায়াবাদী বলেন,—দুইটি জিনিষের অস্তিত্ব নাই, সম্বন্ধ নাই, বৈচিত্র্য নাই। অদ্বয়-জ্ঞানের মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে, তা' মায়াবাদী জড়ভেদ-জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বুঝ্‌তে পারেন না। ভগবদ্ভক্তের ভাষায় 'সম্বন্ধ' কথাটী পরম প্রয়োজনীয়—যেহেতু তাঁ'রা ভগবানের ভক্তি আলোচনা করেন। সেই ভক্তি 'অভিধেয়'-শব্দবাচ্য। উপাস্য-বিচারে যখন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম এবং তাঁ'র সহিত আমাদের নিত্য-সম্বন্ধ,—এইরূপ নির্ণীত হ'ল, তখন কি প্রণালীতে আমরা তাঁ'র কাছে গিয়ে পৌঁছ্‌তে পারি, তাঁ'র আলোচনা করি।

"তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের বিবৃতি "উপদেশামৃত"

"তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক আলোচনা ক'র্‌তে গিয়ে তাঁ'রই বিবৃতিস্বরূপ "শ্রীউপদেশামৃতে" তিনটী শ্লোক দেখ্‌তে পাই,—"বাচোবেগং", "অত্যাহার প্রয়াসশ্চ", "উৎসাহা-নিশ্চয়াৎ"। বাক্যের বেগ বল্‌তে—ইতর কথার বেগ। কৃষ্ণের সেবা-বুদ্ধি-ব্যতীত যে-সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তা'র

বেগ নিরস্ত হওয়া দরকার। কৃষ্ণ-কথা-ব্যতীত ইতর কথা বলা জীবের একটা প্রধান ব্যাধি।

সাঙ্কর্ষণ-সূত্রে 'ব্রহ্ম' শব্দের তাৎপর্য্য

এজন্য সাঙ্কর্ষণ-সূত্রে দুইটী সূত্র আছে। তা'তে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র উত্তরে 'বৃহদ্‌বস্তু' বা 'ব্রহ্ম' বল্‌তে একমাত্র বিষ্ণুকেই লক্ষ্য করা হ'য়েছে এবং সেই বিষ্ণুর আলোচনা বা জিজ্ঞাসাই অভিধেয় ও প্রয়োজন। সকল কথাই বিষ্ণু। যত কথা, সব ঘুরে-ফিরে বিষ্ণুতে পর্য্যবসিত হয়। যত কিছু শব্দ আছে, তা'তে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ যোজনা না কর্‌তে পার্‌লেই তা' শব্দের অজ্ঞরূঢ়ি বা অবিদ্বদ্‌রূঢ়ি। আর কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ কর্‌তে পারলেই তা'তে শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে গমনের চেষ্টার দ্বারা কৃষ্ণ-বৈমুখ্য এ'সে উপস্থিত হয়। যে শব্দে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ নাই, তা'তে নিশ্চয়ই ভোগ-চেষ্টা এ'সে উপস্থিত হ'বে।

বাক্যবেগের তাৎপর্য্য

দশটী ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আমরা ভোগের চেষ্টা কর্‌তে থাকি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের স্রোতে আমরা ভেসে যাচ্ছি। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির দ্বারা শব্দ-মাত্রকে ভোগের পথে ধাবিত কর্‌বার জন্য যে চেষ্টা হয়, তা' নিরস্ত ক'রে সকল বাক্যকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই বাক্যবেগ-ধারণ। বাক্যবেগ যদি বিদ্বদ্‌রূঢ়ি আকর্ষণ না করে, তা' হ'লে তা'তে অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না—কমবেশী

প্রতিকূল-ভাবের অনুশীলন হ'য়ে যায়। অনর্থযুক্ত জীব কৃষ্ণেতর বিষয়ের অনুশীলনকেই কৃষ্ণানুশীলন ব'লে ভুল করে। কাণে যদি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথা এ'সে উপস্থিত হয়, তা' হ'লেই অমঙ্গল হ'ল। যে-কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, তা'তে কি প্রকারে কৃষ্ণসেবা হ'চ্ছে, সেই শব্দে কি প্রকার সেবন-ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত আছে, তা' অনুভব কর্‌বার বৃত্তি উদিত হ'লেই সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

বধিরতা কিরূপে দূর হইবে ?

অন্য কেহ যদি দয়া ক'রে কৃষ্ণকথা বলেন, তা' হ'লেই আমাদের কর্ণের বধিরতা দূর হ'তে পারে। অপ্রাকৃত শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অপ্রাকৃত-শব্দ-ঝঙ্কার সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত জীবের বধিরতা দূর হয় না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু "বিলাপকুসুমাঞ্জলি"তে বল্‌ছেন,—

অমৃতাব্ধিরসপ্রায়ৈস্তবনূপুরশিঞ্জিতৈঃ।
হা কদা মম কল্যাণি বাধির্য্যমপনেষ্যতে॥

হে কল্যাণি! মদীশ্বরী শ্রীবার্ষভানবি! অমৃত-সাগরের রসস্বরূপ তোমার নূপুরধ্বনি-সমূহ কবে আমার বধিরতা দূর করবে?

কৃষ্ণ পরম চেতনময়। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ। যদি জড়ের কথা কাণে নিয়ে কৃষ্ণকথা শুন্‌তে না পাই, শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগণের কথাকে তিক্ত

মনে করি, তা' হ'লে কোন দিনই অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার পা'ব না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে গ্রাম্যকথারত ব্যক্তিগণ তাঁ'দের গ্রাম্য কোলাহল পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণ কথায় রত হ'য়েছিলেন—

স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥

সুতরাং আমরা কৃষ্ণকথা ভিন্ন 'আন্ কথা' শুন্ব না। "কেবা শুনাইল শ্যামনাম"—বার্ষভানবীর এই উক্তি পদ-কর্ত্তা বিচার কর্তে ব'সেছেন। ভোগোন্মুখ কর্ণে শ্যাম-নাম শুনা যায় না। কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ ক'রে জড়বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডে বাস হয় না, বরং তা'তে শ্রীকুণ্ডের চরণে অপরাধ হ'য়ে যায়।

জড়বুদ্ধিব্যক্তির শ্রীকুণ্ডে আগমনই অসম্ভব

জড়বুদ্ধিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমনই হ'তে পারে না। ভোগোন্মত্ত ব্যক্তি মনে কর্তে পারে যে, সে রাধাকুণ্ডে এ'সেছে, রাধাকুণ্ড দেখ্ছে, তাঁ'র জল স্পর্শ কর্ছে, তাঁ'তে স্নান কর্ছে। কিন্তু তা'র মধ্যে ও অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান র'য়েছে। রাবণ যেমন মায়া-সীতাকে স্পর্শ ক'রে অপ্রাকৃত লক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ ক'রেছে, এরূপ মনে ক'রেছিল, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ও

সেইরূপই মনে ক'রে থাকে। যাঁ'রা অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রে অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছেন, তাঁ'রা যেখানেই থাকুন, তাঁ'দের হৃদয়ে শ্রীরাধাকুণ্ডের স্মৃতি অনুক্ষণ বিরাজিত থাকে। তাঁ'দেরই প্রকৃত রাধাকুণ্ড-বাস ও মঙ্গল হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে যুগপৎ অষ্ট প্রকার অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাময় বিচার অবস্থিত

শ্রীমতী বার্ষভানবী সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের সেবা করেন। তাঁ'র মত শ্রীকৃষ্ণের সেবক আর কেউ হ'তে পারেন না। অলঙ্কারশাস্ত্রে 'কলহান্তরিতা,' 'প্রোষিতভর্তৃকা' প্রভৃতি আট প্রকার সেবিকার কথা পাওয়া যায়; বৃষভানুনন্দিনী পূর্ণ-মাত্রায় সেই আট প্রকারের সেবা করেন। বার্ষভানবীর ঐ আট প্রকারের বন্ধু আছেন। এক এক প্রকার বিচারে এক এক জন সখী এবং সখীর অনুগত মঞ্জরীগণেরও এক এক প্রকার বিচার। কিন্তু বার্ষভানবীতে সমস্ত বিচার কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবার জন্য পূর্ণভাবে র'য়েছে।

শ্রীরাধাকুণ্ড দ্রব-কৃষ্ণসেবা-বিগ্রহ ও মূল অরিষ্টবৎ

বৃষভানুনন্দিনী অতি তরল পদার্থ, তাহাই শ্রীরাধাকুণ্ড-রূপে প্রকাশিত। **শ্রীরাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃত বারি ও শ্রীমতী রাধারাণী একই বস্তু। সেই জিনিষ যেন mother tincture এর (মূল আরক বা অরিষ্টের) ন্যায়।** সেই জলে যে-সকল পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি

অবগাহন করেন, তাঁ'রা চরম মঙ্গল লাভ কর্‌তে পারেন। জীবের চরম প্রাপ্য—জীবের আকাঙ্ক্ষার শেষসীমা—প্রয়োজনের পরম প্রয়োজন—চেতন-রাজ্যের শেষ কথা—শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান। সুতরাং কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সকল কথা বৃষভানুনন্দিনীতে সর্ব্বক্ষণ পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত। অষ্ট-সখীর কুণ্ডে এক এক প্রকার ভাব পাই। কিন্তু রাধাকুণ্ড-স্নানে যুগপৎ আট প্রকার ভাব লাভ হয়। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু এই সকল কথা বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

শ্রীরূপের বাণী ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গমের অধিকার-নির্ণয়

জগতের রূপ-রসাদির বিচার সব ছেড়ে দিয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের রূপ-রসাদির বিচার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত শ্রীরূপের কথা বুঝা যায় না। আমরা মনে করি, জগতের রূপ-রসাদির বিচার ছে'ড়ে দিলে থাক্‌বে কি?—থাক্‌বে সবই। কৃষ্ণ-প্রতিকূল ভাব সব ছেড়ে যা'বে, এতদ্ব্যতীত সবই থাক্‌বে। চুলকানির রোগী মনে করে যে, চুলকান রোগ যদি সে'রে যায়, তবে চুল্‌কাতে গিয়ে রক্তপাতের মধ্যেও যে অত্যন্ত কষ্টকর সাময়িক সুখানুভব হয়, তা' ত' আর থাক্‌ল না।

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখ-দুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

'এটা রেখে যদি সুবিধা হয়, তবে কিছু বলুন'—আমাদের এ জাতীয় যে-সকল উক্তি, তা'তে আমরা সত্যের অনুসন্ধান করি না। চুলকানিটা বারমাস থাকুক, কেবল তা'র ভিতর যে কষ্টটুকু কমা'তে আমরা যে চেষ্টাটুকু করি, তা'ই পুণ্য বা পাপ-কার্য্য, কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড।

বার্ষভানবীর ভাবের অনুকূল যদি চিত্তবৃত্তি হয়, তা'-হ'লেই পরম মুক্ত হ'য়ে যা'ব—সাংসারিক স্ত্রী-পুরুষের বিচার হ'তে মুক্ত হ'য়ে যা'ব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীরাধাপদ-শোভা দর্শন

শ্রীবার্ষভানবী এখন যে নেই, তা' নয়। এখন তাঁ'কে কোথায় পা'ব? এখনই আমরা তাঁ'কে পেতে পারি, তাঁ'র সেবা লাভ কর্‌তে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা দর্শন করি, তা' হ'লে বার্ষভা-নবীকে এখন কোথায় পাব, এরূপ বিচার নষ্ট হ'য়ে যায়। **শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপদনখ-সেবা আমরা লাভ কর্‌তে পারি।** মধুর-রসে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মই বার্ষভানবীর সখী বা অভিন্ন বার্ষভানবী। যাঁ'দের ললিতাকুণ্ডাদিতে নিমজ্জন হ'য়েছে, তাঁ'দের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শ্রীবার্ষভানবীর পাদপদ্মে স্বতন্ত্র বিচার আসে না। শ্রীগুণ-মঞ্জরী প্রভুকে দেখ্‌বার জন্য চক্ষুতারকা যখন অগ্রসর হয়, তখন গুণমঞ্জরীর গুণদর্শনে তাঁ'কে বার্ষভানবী হ'তে আলাদা মনে হয় না। আমি 'গৌড়ীয়ে' (শ্রীল গৌরকিশোর-

দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডে সমাধি সংস্থাপন-কালের অভিভাষণে) সঙ্কেতে এ সকল কথা ব'লেছি। ভজনচতুর ব্যক্তিগণ তা' হ'তে বুঝে নেবেন। তাইবলে আমি **অহংগ্রহোপাসনার কথা বল্‌ছি না।** আমি শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথাই বল্‌ছি, অন্যের কথা বল্‌ছি না—অন্য মঞ্জরীর কথা বল্‌ছি না। বার্ষভানবীর পাল্য-বিচার আস্‌লেই আমাদের চরম মঙ্গল হ'বে।

ত্রিবিধ শরীর-বেগ

শরীরবেগ তিন প্রকার। বেশী খা'ব,—এটা উদরবেগ, ভাল খাব,—এটা জিহ্বাবেগ, আর তা'র ফলস্বরূপ উপস্থ-বেগ। হৃদ্‌রোগ কামের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে হ'লে অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-চরিতার্থকারী সেবকগণের সেবায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে হ'বে। নিজে কামুক হ'য়ে পড়্‌লে আর শ্রদ্ধা থাক্‌ল না।

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা চাই। অনেক সময় ভোগপিপাসাটা শ্রদ্ধার মত মুখস প'রে লোকবঞ্চনা করে। প্রাকৃত-সহজিয়া-গণ সেটা বুঝ্‌তে পারে না। তা'রা ভাগবতের এই শ্লোকের অর্থ ঠিক উল্টো বুঝে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

ইহজন্মেই অপ্রাকৃত ভগবৎসেবালাভার্থ সুতীব্র পিপাসা প্রয়োজন

কি প্রকারে উৎক্রান্ত দশা লাভ কর্‌তে পার্‌ব, বার্ষভানবীর কিঙ্করী হ'তে পার্‌ব, ইহজীবন থাক্‌তে থাক্‌তেই অপ্রাকৃত মধুর-রসের সেবায় বার্ষভানবীর পাল্যগণে গণিত হ'তে পার্‌ব, তদ্বিষয়ে **সুতীব্র চেষ্টা** থাকা দরকার। নতুবা —"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ"—এই বুদ্ধিকে অতিক্রম করা যা'বে না।

অক্ষজবিচারে অপ্রাকৃত-লীলার আলোচনা কি সম্ভব?

পশুপক্ষীর প্রেমের অভিজ্ঞতা-পূর্ণ মস্তিষ্ক নিয়ে শ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলার কথা আলোচনা, কিংবা শ্রীরাধাকুণ্ডের ইতিহাস ও স্বরূপ আলোচনা কর্‌বার ধৃষ্টতা দেখা'লে আমাদিগকে **প্রাকৃত-সাহজিক,** Archeologist, Linguist, প্রভৃতি ক'রে তুল্‌বে। Theosophist, Panthiest হ'লেও কৃষ্ণকথা বুঝ্‌তে পার্‌ব না। কৃষ্ণকথায় তা'দের প্রবেশ নিষেধ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীবল্লভাচার্য্য

যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রয়াগ-ধামে এ'সেছিলেন, তখন

বল্লভাচার্য্য প্রয়াগের অপর পারে আড়াইল-গ্রামে তাঁ'র বাড়ীতে মহাপ্রভুকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সঙ্গে শ্রীরূপ-প্রভুও ছিলেন। যমুনাদেবী-দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেবের বার্ষভানবীর স্মৃতি এ'সে উপস্থিত হ'লো। শ্রীগৌরসুন্দর যে আশ্চর্য্য লীলা প্রদর্শন কর্‌লেন, শ্রীরূপপ্রভু-ব্যতীত সেই লীলা আর কেহ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। বল্লভাচার্য্য তা' দে'খে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হ'লেন।

বল্লভাচার্য্য গৃহস্থ ছিলেন। দেহ-রক্ষার চল্লিশ দিন পূর্ব্বে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছিলেন। সে-সময় আহারাদি সব পরিত্যাগ করেন।

বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আস্‌লেন এবং মহাপ্রভুর সেবা কর্‌লেন। মহাপ্রভুও বল্লভাচার্য্যকে যথেষ্ট গৌরব প্রদান ক'রে নিজের প্রকৃত স্বরূপ বুঝ্‌তে দিলেন না। অন্য লোক যেন মহাপ্রভুর ভাবের সাহায্য না করেন, এজন্য বল্লভাচার্য্য অপর লোককে মহাপ্রভুর নিকট আস্‌তে বাধা দিলেন।

শ্রীকুণ্ড স্নানের যোগ্য পাত্র কে ?

দেহ-মনে আসক্ত আমাদের বৃষভানুনন্দিনীর কুণ্ডে স্নান করার উপযোগীতা নাই, একথা চিরদিনই বল্‌ছি। কিন্তু যাঁ'রা দেহ ও মনে আবদ্ধ নহেন, তাঁ'দের চিরদিনই যোগ্যতা আছে। পিতা-মাতা আমাদের শরীর দিয়েছেন, এ বিচার যা'দের আছে বা মনের বিচার যা'দের আছে, তা'দের

শ্রীরাধাকুণ্ডে অবগাহন হয় না। যাঁ'দের অপ্রাকৃত স্বরূপের দেহরূপাদি জ্ঞান আছে, তাঁ'রাই স্নান কর্‌তে পারেন।

আমরা ক্ষুদ্রজীব—আমাদের কাণে এই সকল কথা সঞ্চিত থাকুক। জন্ম-জন্মান্তরে সুবিধা হ'তে পার্‌বে। কথাগুলি শু'নে রাখ্‌তে দোষ নেই।

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও ঐতিহাসিকতা

অনেকে বলেন,—শ্রীকৃষ্ণলীলা ঐতিহ্য-মাত্র। কিন্তু তা' নয়। ঐতিহ্যমল বিদূরিত হ'লেই পরমার্থের প্রকাশ হয়। **পরমার্থের বা কৃষ্ণের ঘাড়ে ঐতিহ্য চাপিয়ে দিলেই Archealogist বা Athgist হওয়ার চেষ্টা হ'লো। আর ঐতিহ্য যখন কৃষ্ণের ও পরমার্থের গোলামি করে, তখনই সেটা প্রকৃত পারমার্থিক ইতিহাস।**

শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তনের স্বরূপ

আপনারা বার্ষভানবী দয়িতদাসের কথা-শ্রবণে অন্যমনস্ক থাকেন, থাকুন। কিন্তু তাঁ'র নিজের কোন কথা নেই। তাঁ'র গুরুবর্গের কথারই তিনি পিয়ন। এখন **শুনে রাখুন, পরে জন্মজন্মান্তরে মঙ্গল লাভ হ'তে পার্‌বে।** বর্ত্তমানে আউল, বাউল, সহজিয়া, সখীভেকী জাতিগোস্বামী প্রভৃতি শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবায় প্রবেশ-নিষেধের মধ্যে প'ড়ে আছেন।

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥

ব্রাহ্মণের বৃত্তি কি ?

অনেক ব্রজবাসী ক্ষেত্রাদি কর্ষণ করেন। আবার কৃষি নষ্ট হ'য়ে গেলে আমরা তীর্থ-গুরু হ'য়ে যাই। বৈষ্ণব হওয়া মানে—সকলের গুরু হ'য়ে যাওয়া। নিজে বৈষ্ণব হ'য়ে গেলে ত' আর সুবিধা হ'লো না। এই সমস্ত গুরু-গিরি ব্যবসায় থেকে ছুটী পাওয়া দরকার। নতুবা ঋষি বা ব্রাহ্মণের বৃত্তি হ'লো না।

'হরিভজন' কি ?

Historyর হাত হ'তে, allegoryর হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়াটাই হরিভজন। কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ অনুশীলনের চেষ্টা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের চেষ্টা উদিত হয় না। খুব সাবধানের সহিত অনুকূল অনুশীলন না হ'লে মাঝপথে আমাদিগকে বাঘে খে'য়ে ফেল্‌বে। তখন আমরা বল্‌তে বাধ্য হ'ব—"আমার সোণার তনুখানি বাঘে নিয়ে গেল রে।"

অসদ্বার্ত্তা-বেশ্যা বিসৃজ মতিসর্ব্বস্বহরণীঃ
কথা মুক্তিব্যাঘ্র্যা ন শৃণু কিল সর্ব্বাত্মগিলনীঃ।
অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো বোমনয়নীং
ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্মরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥

পরিক্রমার যাত্রিগণের প্রসাদ-সম্মান

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথার পর কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইলে

নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মানার্থ গমন করিলেন। তৎপর দিবস পরিক্রমা গোবর্দ্ধনে যাইবেন, —ইহা সকলের নিকট বিজ্ঞাপিত হইল।

———

শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা

২ দামোদর (গৌরাব্দ ৪৪৬), ৩০শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ
(১৩৩৯), ১৬ই অক্টোবর (১৯৩২) খৃষ্টাব্দ
রবিবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া
পরিক্রমার অষ্টম দিবস
শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ; ন্যূনাধিক ১২মাইল ভ্রমণ
শিবির—শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তীর
(শ্রীরাধাকুণ্ডে তৃতীয় দিবস)

প্রভুপাদের উক্তি

অদ্য প্রত্যূষেই পরিক্রমা শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃকালে নিজ শিবিরের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"প্রাকৃতসহজিয়াদের মধ্যে দুইটি অসুবিধা দৃষ্ট হয়—মূর্খতা অর্থাৎ প্রকৃতভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিচারে আলস্য এবং কপটতাময় লাম্পট্য"।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীকুসুমসরোবরাভিমুখে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ শ্রীরাধা-ললিতা-কুণ্ডের তট হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-দিকে চলিতে লাগিলেন। শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রাম হইতে

বহির্গত হইয়া দক্ষিণদিকে পিচ্ দেওয়া সুন্দর পাকা রাস্তা। সেই পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে কিছু দূরে "ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টে"র (irrigation-department) খালের শুষ্ক খাত দেখিতে পাওয়া গেল। চতুর্দ্দিকেই ব্রজবন-সুলভ তমাল, কেরিল, ময়ূর, গোধন প্রভৃতি দৃষ্ট হইতেছিল। দুইটী ময়ূর কেকারবের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পরিক্রমার আগে আগে চলিতেছিল ; দুই পার্শ্বেই বহু ময়ূর বিচরণ করিতেছিল। একস্থানে এত অধিক ময়ূর পরিক্রমার অন্যত্র পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। মাঝে মাঝে ময়ূরগণ পক্ষবিস্তার করিয়া যেন পরিক্রমার সঙ্কীর্ত্তনের তালে-তালে আনন্দ-নৃত্য করিতেছিল। পথের দুই পার্শ্বেই 'জোয়ার' ও 'গোয়ার নামক শস্যক্ষেত্র, উদ্যান, কূপ প্রভৃতি। পথে মাইলষ্টোন পাওয়া গেল। তাহাতে লেখা রহিয়াছে, Radhakunda—1 mile ; Gobardhan —2 miles ; Muttra—15 miles ; অর্থাৎ রাধাকুণ্ড হইতে গোবর্দ্ধনের দিকে এক মাইল আসিবার পর এই সকল সুন্দর দৃশ্য পরিক্রমা-যাত্রিগণের নয়নপথের পথিক হইল। শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে আসিলে "কুসুম সরোবর" পাওয়া যায়, আসিবার পথে ডা'নদিকে পাকা রাস্তার ধারে গোয়ালিয়রের মহারাজের ঠাকুরবাড়ী, প্রস্তরের অট্টালিকা—এখানে শ্রীরাধাকান্তজী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কুসুম-সরোবর

কুসুম-সরোবর 'সুমনঃ সরোবর' নামেও পরিচিত। 'কুসুমে'র সংস্কৃত নামান্তর—'সুমনস্'। শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'কুসুম-সরোবর' অবস্থিত। কথিত হয়, এই স্থানে কুসুম-চয়নের ছলে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইত। সরোবরের পশ্চিমতটে শ্রীবলদেবের দুইটি মন্দির বিরাজমান। সরোবরের পশ্চিম-দক্ষিণাংশে শ্রীউদ্ধবের মন্দির। উক্ত মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-ভাগে এবং কুসুম-সরোবরের পশ্চিমাংশে 'উদ্ধবকুণ্ড'। এস্থানে শ্রীউদ্ধব মহারাজ পুরমহিষীকুলের নিকট শ্রীব্রজমণ্ডল-মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

"দেখহ কুসুম-সরোবর এই বনে।
দোহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুম-চয়নে॥"

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম ৩রঙ্গ)

বজ্রাঙ্গজী

কুসুম-সরোবরের নিকট 'বজ্রাঙ্গজী' অধিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় একজন সংবাদ-দাতা বলিলেন, বর্ত্তমানে এই স্থানটি ভরতপুরের যশোমৎ সিং রাজার রাজ্যের অন্তর্গত।

কুসুম-সরোবরের অন্যান্য বৃত্তান্ত

কুসুমসরোবর একটি বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা, ৪৬০ বর্গফিট, চতুর্দ্দিকই অতি সুন্দর ও সুদৃঢ়ভাবে অজস্রমুদ্রা-বাধে বাঁধান। এরূপ সুন্দর পাকাঘাট ও ঘাটের উপর প্রস্তরনির্ম্মিত

মন্দির খুব কমই দৃষ্ট হয়। সরোবরের জলও স্বচ্ছ। স্থানীয় এক সংবাদ-দাতা বলিলেন যে, দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া ভরতপুরের কোন রাজা নাকি এই সুরম্য ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শুনা গেল, এখানে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অভিমান-কারী ২০ মূর্ত্তি এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ৫।৭ জন ব্যক্তি নির্জ্জন-ভজনে ব্যস্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আধুনিক নব্য-ছড়া-সৃষ্টিকারি-সম্প্রদায়ের শিষ্যানুশিষ্য কতিপয় ব্যক্তি এখানে আছেন। তাঁহারা গোবিন্দকুণ্ডে ভিক্ষাদি করিয়া থাকেন।

জনৈক ব্যক্তির উক্তি

উদ্ধারণ দাস নামক এক ব্যক্তি 'গৌড়ীয়'-সম্পাদকের নিকট আগমন করিয়া বিশেষভাবে জানাইতে লাগিলেন যে, রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়গণের বস্তু হইয়া বৃন্দাবনের রঙ্গজীর দেবোত্তরে পরিণত হইয়াছে। উক্ত উদ্ধারণ দাস বলিলেন, —শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ২৩৮৲ টাকা দিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন। এই-রূপ কথার সার্থকতা কতটুকু, তাহা সুধী বৈষ্ণবমণ্ডলীর বিচার্য্য। আরও শুনা গেল, রঙ্গজীর মন্দিরের মালিকগণ ও আবাগড়ের রাজা রাধাকুণ্ড ও কৃষ্ণকুণ্ডকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া বর্ত্তমানে মোকদ্দমা চালাইতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাওয়া গেল, সকল পাণ্ডা মিলিয়া রাধাকুণ্ড ক্রয় (?) করিবার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা

পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা ঐ সকল ব্যক্তির কথা কেবল শুনিয়া গেলাম, আমাদের কোন মতামত প্রকাশ করিবার যোগ্যতা ও আবশ্যকতা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

ব্রজে পশুহিংসা নিষিদ্ধ

কুসুম-সরোবরের বরাবর, রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি বড় প্রস্তরফলক বোর্ডের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বনে আসিয়া গোরা-সৈন্যেরা ব্রজের পশু-পক্ষীকে বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা শিকার করিত। ইহা ব্রজের নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া সরকারের পক্ষ হইতে এ প্রদেশে প্রাণী শিকার সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া ঐ প্রস্তরফলকে ইংরেজী, উর্দ্দু ও হিন্দী ভাষায় ঘোষণা করা হইয়াছে।

নারদকুণ্ড

কুসুম-সরোবরের পূর্ব্বদক্ষিণ-দিকে নারদকুণ্ড অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে দেবর্ষি নারদ তপস্যা করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিমতটে একটি মন্দিরে শ্রীনারদের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। মন্দিরটি দালান-আকার দোতালা। এখানে নারদজীর পাদপীঠ ও একটি বৈঠক আছে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বনোয়ারী দাস নামক এক ব্যক্তি এখানকার পূজারি। এই নারদকুণ্ডের কথা 'ভক্তিরত্নাকরে' এইরূপ লিখিত আছে—

এই যে নারদকুণ্ড, নারদ এথাতে।
তপ করি' কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥
মুনি-মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু বৃন্দা-উপদেশ॥

শ্রীরত্ন-সিংহাসন

ইহা কুসুম-সরোবরের দক্ষিণে ও শ্যামকুঠরির সম্মুখভাগে অবস্থিত। এই রত্ন-সিংহাসনে শ্রীমতী রাধিকা বিরাজ করিতেন। এই স্থান হইতে শঙ্খচূড়-বধের কারণ উৎপত্তি হইয়াছিল,—

এই রত্ন-সিংহাসন ইথে বহু কথা।
রত্ন-সিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিলা এথা॥
শঙ্খচূড়-বধের কারণ এথা হ'তে।
যৈছে কৃষ্ণ বধে তা' বিদিত ভাগবতে॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

শঙ্খচূড়-বধ-বৃত্তান্ত

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৪শ অধ্যায়ে শঙ্খচূড়-বধের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে,—"শিবরাত্রির পর হোলিকা-পূর্ণিমা-দিনে কৃষ্ণ বলরাম ও অন্যান্য সখাগণের সঙ্গে ব্রজবালাগণের মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া বনের মধ্যে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপিকাকুল ললিত-রাগিণীতে রাম ও কৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন। তখন রজনীর প্রথম

যায়। আকাশে তারকাবলীর সহিত চন্দ্র উদিত হইয়াছে। মল্লিকা-সৌরভে আকুল হইয়া ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জন করিতেছিল। গন্ধবহ কুসুমগন্ধ বহন করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিল। রাম-কৃষ্ণ চিত্তহারিণী রাগিণীতে গান করিতে লাগিলেন। রাম-কৃষ্ণের নাম-শ্রবণে গোপনারীগণ মূর্চ্ছিতা হইলেন। মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাঁহাদের দেহ হইতে বসন এবং কবরী হইতে মাল্য-সকল স্খলিত হইয়া গেলেও তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই।

কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড়ের গোপীকাগণে প্রাকৃতবুদ্ধি

রাম ও কৃষ্ণ যখন এইরূপ ক্রীড়া ও গান করিতেছিলেন, তখন কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় ভগবান্‌কে মনুষ্যমাত্র জ্ঞান করিয়া গোপীগণকে হরণ করিবার ইচ্ছায় তথায় উপস্থিত হইল। শঙ্খচূড় গোপীগণকে ভয় দেখাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে গোপীকুল 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন রাম ও কৃষ্ণ স্ব-স্ব প্রমদাকে রক্ষার্থ শালবৃক্ষ-হস্তে শঙ্খচূড়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। শঙ্খচূড় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গোপী দিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের অভিমুখে গমন করিয়া মুষ্টি-দ্বারা তাহার শিরোমণির সহিত মস্তক ছেদন-পূর্ব্বক সেই মণি শ্রীবলদেবকে প্রদান করিলেন।

ভরতপুর-রাজগণের সমাধি

রাস্তার ধারে ভরতপুরের মহারাজগণের সমাধি-স্থান দেখিতে পাওয়া গেল।

দুধের ধার বর্ষণ করিয়া গোবর্দ্ধন পরিক্রমা

পথে দুই একটি ব্যক্তিকে দুধের ধার লইয়া সাত ক্রোশ গিরিরাজ পরিক্রমা করিতে দেখা গেল। অর্থাৎ এই স্থানে এইরূপ এক প্রকার পরিক্রমার কথা প্রচলিত আছে যে, ৫/ মন দুগ্ধ পরিক্রমার সমস্ত স্থানে বর্ষণ করিতে করিতে পরিক্রমাকারী তাঁহার ভ্রমণ শেষ করিবেন। একটি হাঁড়ির নিম্নভাগে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তাহাতে প্রায় দশসের পরিমাণ দুধ লইয়া পরিক্রমাকারী চলিতে থাকেন। ঐ ছিদ্র-দ্বারা দুধের ধার ক্রমে ক্রমে ব্রজের পথে বর্ষিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে যেন ষ্টেশনের মত এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, হাঁড়ির দুধ ফুরাইয়া গেলে সে-সকল স্থান হইতে পুনরায় হাঁড়িতে দুধ পূর্ণ করিয়া পরিক্রমাকারী আবার চলিতে থাকেন। এইরূপ ভাবে সাত ক্রোশ স্থান পরিক্রমা করা হয়, তাহাতে পাঁচ মণ দুগ্ধ ব্যয় হইয়া থাকে। এই পরিক্রমায় রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন ও যতিপুরা—এই তিনটি স্থান স্পর্শ হয়।

গিরিরাজের সীমা আরম্ভ

পরিক্রমা কিছুদূর অগ্রসর হইলে পথ-প্রদর্শকগণ বলিতে লাগিলেন,—"গিরিরাজের সীমা আরম্ভ হইল"। "গিরিরাজ"

নাম শ্রবণ করিবামাত্র পরিক্রমার যাত্রিসঙ্ঘ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গণের আনুগত্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে গিরিরাজের জিহ্বা ও মুখারবিন্দ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রজ-বাসিগণ বলিলেন, পূর্ব্বে গিরিরাজ আরও অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া প্রকটিত ছিলেন; বর্ত্তমানে ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে আত্মসংগোপন করিতেছেন।

গোয়াল-পুকুর

পশ্চিম-দিকে 'গোয়াল-পুকুর' বা 'গোয়াল-কুণ্ড' নামক স্থান অবস্থিত। কিংবদন্তী—এখানে মধুমঙ্গলের নিকট হইতে সখাগণ সূর্য্যপূজার নৈবেদ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

যুগল ও কিল্ললকুণ্ড

গোয়াল-পুকুরের অগ্নি-কোণে 'যুগল-কুণ্ড'। এখানে স্থানটি-মাত্র আছে, কুণ্ড লুপ্ত। যুগল-কুণ্ডের দক্ষিণে 'কিল্লল-কুণ্ড" অবস্থিত।

খেলন বন

এই কুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনকে 'খেলন' বন বলে। এখানে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 'কুন্দক' ক্রীড়া করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব-তোষণীতে (ভা ১০।২০শ অধ্যায়) 'কিল্লল' কুণ্ডের কথা লিখিয়াছেন। কুণ্ডটি ছোট, জল ভাল নহে, এখানে কিল্লল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি শ্রীরাধা-মূর্ত্তি-সহ বিরাজিত আছেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের হংসদাস নামক এক ব্যক্তি এবং তাঁহার গুরু ঘনশ্যামদাস এখানে

পূজাদি করিয়া থাকেন। ঘনশ্যামের গুরু নারায়ণদাস সালিমা-বাদের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আখড়ায় থাকেন। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। হংসদাস জানাইলেন,—কেবল-মাত্র "আকাশ-বৃত্তি"-দ্বারা ঠাকুরের সেবা-পূজা চলে। এখন ঐস্থানে তিন মূর্ত্তি স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আছেন। নিম্ববৃক্ষের তলে পুরাতন মন্দিরে প্রাচীন বিগ্রহ; একটী ছোট দরজা দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম 'হরিগোকুল' ছিল।

বাহ্যদর্শনে গিরিরাজ

শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ বাহ্য-দর্শনে সমতল ভূমি হইতে যেন অকস্মাৎ উদিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে প্রায় ৪।৫ মাইল ব্যাপিয়া স্বীয় অঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। বাহ্য-দর্শনের পরিমাপে বিচার করিলে এই পর্ব্বতরাজ গড়ে প্রায় ১০০ ফিট্ উচ্চ হইবেন। স্থানীয় লোক শ্রীগোবর্দ্ধনকে 'গিরিরাজ' নামেই অধিকাংশ সময়ে অভিহিত করিয়া থাকেন। শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীগিরিধারীর শ্রীঅঙ্গ বলিয়া শাস্ত্র এবং স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং গিরিরাজের উপরে কাহাকেও উঠিতে নিষেধ করিয়াছেন। এজন্য পরিক্রমা-কালে সকলেই সাবধান হইয়া গিরিরাজের পার্শ্বদেশ দিয়া হরি-কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন 'যতিপুরা' ও 'আনোর' গ্রামের মধ্য-ভাগে দক্ষিণ-দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত অঙ্গ প্রকাশ

করিয়াছেন। এই স্থানে পর্ব্বতের শিখর-দেশে একটী প্রাচীন মন্দির অবস্থিত রহিয়াছে, ইহার সবিশেষ প্রসঙ্গ যতিপুরার বিবরণ-মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

আমরা পাঠকবর্গকে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপাল-পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ ও অন্নকূট-মহোৎসব এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ-ক্রমে উপহার প্রদান করিতেছি।

ইন্দ্রের পূজার কারণ

যাঁহারা এই জগতের প্রাচীনতম ইতিহাস ঋগ্‌বেদাদি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, ঐ সকল সংহিতা-মধ্যেও তাৎকালিক ব্যক্তিগণের ইন্দ্রপূজা-বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সংহিতা-অংশে ইন্দ্রের বহু স্তব রহিয়াছে, কারণ ইন্দ্র মেঘপতি। মেঘ পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করিয়া শস্যাদিকে সঞ্জীবিত রাখে। শস্য সঞ্জীবিত হইলে জীবগণ উহার দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামাদি-সাধনে সমর্থ হয়। এইজন্যই জগতের প্রাচীন সভ্যতার যুগ হইতে মেঘপতি ইন্দ্রের আরাধনার কথা ঐতিহ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

অচিজ্জগৎ চিজ্জগতের হেয় প্রতিচ্ছবি

নিত্যধামে যে যে কার্য্য একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র নন্দনের সুখ-তাৎপর্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, মর্ত্ত্যধামে সেই সকল

কার্য্যেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। নিত্যধামের কার্য্যগুলি এক অদ্বয়বস্তুর সুখের জন্য সাধিত হয় বলিয়া তাহাতে হেয়তা ও অবরতা নাই, আর জগতের কার্য্যগুলি দেহ ও মনে আবদ্ধ ভোগারামিগণের নিজ-নিজ দেহ ও মনের তোষণের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহাতে অবরতা ও হেয়তা বর্ত্তমান।

ব্রজবাসিগণের সকল কার্য্যই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর

ব্রজবাসিগণ যাহা কিছু কার্য্য করেন, তাহাতে তাঁহাদের নিজের সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। তাঁহাদের শরীর রক্ষা, ভয়ভীতি যাহা কিছু, তাহা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-যুক্ত দেহ ও মনে আবদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় নহে। তাঁহাদিগের দেহরক্ষা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণের জন্য, তাঁহাদিগের ভয়ভীতি পাছে ভগবানের সেবাসুষ্ঠুতায় কোন বিঘ্নোৎপাদিত হয়—এই আশঙ্কায়; তাঁহাদিগের মমতা, মোহ, স্নেহ প্রভৃতি এক অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবানে পাল্যজ্ঞান-নিবন্ধন। সুতরাং তাঁহাদিগের চেষ্টা জগতের বিকৃত চক্ষু বা বিকৃত ধারণা লইয়া দর্শন ও অনুধাবন করিলে প্রাকৃত ব্যক্তির প্রাকৃত চেষ্টারই ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা চিদ্বিলাসরাজ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা এই জগৎকে এবং এই জগতের অধিবাসীর যাবতীয় চেষ্টাকে চিদ্ধামের ও চিদ্ধামবাসী নিত্যভগবৎ-সেবকগণের

বিকৃত প্রতিচ্ছবিরূপে দর্শন করিয়া চিদ্ধামে নিত্যবস্তুর নিত্যস্বরূপাবস্থিতি দর্শন করিতে পারেন।

দ্বাপরে ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রপূজার উদ্যোগ

দ্বাপরযুগান্তে ব্রজবাসি-গোপসকল দেবরাজ ইন্দ্রের যথোচিত পূজাবিধানের জন্য যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিতেছিলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপগণ পর্জ্জন্যাধিপতি ইন্দ্রের আরাধনার জন্য নানাপ্রকার পূজাসম্ভার আয়োজন করিতেছেন। গোপগণের এইপ্রকার চেষ্টা দেখিয়া দেবরাজ গর্ব্বে অবলিপ্ত। ইন্দ্র আজ নিজকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিতেছেন। ইন্দ্রের এই দর্প নষ্ট করিবার জন্য এবং জগতে নিজের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব প্রচার করিবার জন্য দর্পহারী ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় অভিনয়পূর্ব্বক শ্রীনন্দাদি গোপবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পিতঃ, আপনাদের এ পূজার আয়োজন কেন? এই পূজার দেবতাই বা কে?" শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণে পরমবাৎসল্যবিধুর ব্রজরাজ নন্দ বলিলেন,—"তাত, আমরা আজ ইন্দ্রের পূজার আয়োজন করিতেছি। পর্জ্জন্যরূপী ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিয়া জীবগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই ইন্দ্রার্চ্চন আমাদের পারম্পর্য্যাগত আচার। ইন্দ্রদেব-বর্ষিত বারিসেকে যে-সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই আমরা তাঁহার অর্চ্চন ও আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ

বলিলেন,—"পিতঃ, জীবের সুখ, দুঃখ, ভয় ও ক্ষেমাদি কর্ম্মদ্বারাই উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মপ্রভাবেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর কেহ থাকেন, তিনিও কর্ম্মফলদানদ্বারা কর্ত্তারই ভজনা করেন। কেন না, যে-ব্যক্তি কর্ম্ম না করেন, তাঁহার তিনি প্রভু নহেন অর্থাৎ তাঁহাকে তিনি ফলদানে সমর্থ হইতে পারেন না। যদি কর্ম্ম হইতেই ফলসিদ্ধি হইল এবং সকল প্রাণী কর্ম্মেরই পরতন্ত্র হইয়া পড়িল, তবে কর্ম্মানুবর্ত্তী প্রাণিগণের ইন্দ্রের প্রয়োজন কি? 'অজাগলস্তনে'র ন্যায় তাঁহার ত' কোন কার্য্যই দৃষ্ট হয় না। প্রাক্তন সংস্কারবশতঃই কর্ম্মসকল বিহিত হয়, তাহার অন্যথা করিতে ইন্দ্র কিংবা কোন দেবতারই ক্ষমতা নাই। অতএব কর্ম্মই ঈশ্বর।"

শ্রীকৃষ্ণের লীলা-রহস্যের উদ্দেশ্য

অচিন্ত্যচরিত্র শ্রীভগবান্ কর্ম্মজড় যাজ্ঞিক বিপ্রগণের গর্ব্ব বিনাশ করিবার অব্যবহিতপরেই আজ আবার কর্ম্মদেবতা ইন্দ্রের গর্ব্ব বিনাশ করিবার জন্য ও জগতে কর্ম্মজড়ব্যক্তিগণের অক্ষজ্ঞানচেষ্টা গর্হণ করিয়া অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি বা আত্মার সহজধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য, বাৎসল্যরসসর্ব্বস্ব পশুপেন্দ্র নন্দমহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মজড়-ব্যক্তিগণের ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণা এবং তাহাদের কর্ম্মাঙ্গাধীন ঈশ্বরের পূজাচেষ্টার প্রাকৃতত্ব ও সহজ আত্মধর্ম্মের অপ্রাকৃতত্ব প্রচারার্থ এইরূপ অভিনয় করিলেন।

গোপরাজ নন্দ ও গোকুলগোপগণের গোপত্বই তাঁহাদের নিত্যস্বরূপ এবং "গোপবেশবেণুকর" গোকুল-কুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়োপকরণ, সেবোপকরণ, ধেনু, শৈল প্রভৃতির সেবা করাই নিত্যগোপগণের নিত্য "স্বধর্ম্ম" বা "স্বরূপ-ধর্ম্ম"; তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপেন্দ্র নন্দকে বলিলেন,—

"বরং গোবৃত্তয়োঽনিশম্"

অর্থাৎ আমরা গোপজাতি, গো-রক্ষাই আমাদের বৃত্তি। আরও বলিলেন,—

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যঃ বনশৈলনিবাসিনঃ॥
তস্মাদ্গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রমখ সংভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ॥
পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ
সংযাবা পূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্॥

(ভাঃ ১০।২৪।২৩-২৫)

—হে তাত, আমরা বনবাসী, বন ও পর্ব্বতে বাস করি। পত্তন, দেশ, গ্রাম—এসকল আমাদের কল্যাণের হেতু হইতে পারে না, বরং শৈলাদিই আমাদের যোগক্ষেমের কারণ। অতএব আপনারা গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের পূজা আরম্ভ করুন। ইন্দ্রের যজ্ঞার্থ যে-সকল দ্রব্যসম্ভার আহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই যজ্ঞ সাধিত হউক। পায়সাদি, মুদ্গ ও সূপ প্রভৃতি বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি,

গোধূমাদির বিকার পিষ্টক ও শষ্কুলি প্রস্তুত হউক এবং আপনাদের দ্বারা দুগ্ধ, দধি, নবনীতাদি সংগৃহীত হউক।

ব্রজ ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহজ মাধুর্য্য চরিত

পাঠক! গোপেন্দ্রনন্দনের এই সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন কি? এই সকল সরল কথার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আজ তাঁহার স্বরূপ ও তাঁহার ভক্তগণের স্বরূপধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। কৃষ্ণ শুদ্ধ মাধুর্য্যময়, কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়; পরব্যোমের ঐশ্বর্য্যপ্রভাব, বৃন্দারণ্যের মাধুর্য্যের নিকট পরাভূত। ফল, ফুল, কিশলয়ই ব্রজের সম্পত্তি। গোধন-সমূহই ব্রজের প্রজা। তথাকার ব্রাহ্মণগণ ব্রজপুরের হিতকারিরূপে কৃষ্ণের সেবক। শৈলাদি শ্রীকৃষ্ণের বিচরণ-ভূমি অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবোপকরণ বলিয়া তাঁহার সেবাই গোপগণের যোগক্ষেমের কারণ। নবনীত, দধি, দুগ্ধই ব্রজের খাদ্য। সমস্ত কানন, উপবন, ভূধর কৃষ্ণপ্রেমময়। ব্রজের সমস্ত প্রকৃতি কৃষ্ণপরিচারিকা; সুতরাং সেই অদ্বয় চিদ্বিলাসধামে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন-ব্যতীত দ্বিতীয় ভোক্তার অধিষ্ঠান নাই। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহাদিগকে যে স্বতন্ত্র ভোক্তা বলিয়া অভিমান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতা বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ-প্রসূত ব্যাপার।

কৃষ্ণই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ও অদ্বিতীয় স্বরাট্ ভোক্তা

ইন্দ্রের পূজা বারণ করিয়া এবং ইন্দ্রের পূজার জন্য

আহৃত বস্তুদ্বারা নিজের পূজা বিধান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ আজ কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদের সার্থকতা বিধান করিলেন—

অনন্যাশ্চিয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

(গীঃ ৯।২২-২৭)

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে দেবতান্তরপূজা অবৈধ

যাঁহারা একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বতন্ত্র ভগবান্ জ্ঞান না করিয়া অন্যান্য দেবতার আরাধনা-তৎপর বা যাঁহারা স্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণকে সমপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী, যাঁহারা দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া প্রাকৃত-শ্রদ্ধার সহিত অন্যদেবতাভজনকে 'ভগবদ্ভজন' বলিয়া ধারণা

করেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের অবৈধত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অযোগ্য, সেই সকল প্রাকৃত ব্যক্তিগণের দুর্ব্বুদ্ধি নিরাস করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার জন্য সংগৃহীত দ্রব্যের দ্বারা তাঁহার নিজের পূজা করাইলেন; দেখাইলেন যে, তিনিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। অন্য দেবতার উদ্দেশ্যে যে-সকল দ্রব্যসম্ভার সংগৃহীত হয়, তদ্দ্বারা অবৈধভাবে তত্তদ্দেবতার পূজা না করিয়া সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরের পূজা করাই বিধি বা কর্ত্তব্য।

ব্রজবাসিগণের গিরিরাজ-পূজা

কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরমভোক্তা অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের বিচরণভূমি গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা আরম্ভ করিলেন। গোপগণ গোধনগণকে অগ্রে করিয়া গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিশ্রাম-স্থান; এই স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র গোপালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন।

গোবর্দ্ধনের স্বরূপ

এই গোবর্দ্ধন শৃঙ্গার রসের সিংহাসনস্বরূপ। এই স্থান গোকুলপতির অজস্রপ্রেমামৃতে প্লাবিত, এই গিরিরাজ কৃষ্ণের সেবোপকরণ গো, মৃগ, বিহঙ্গম, বিটপী প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মনোহর আশ্রয়স্থানস্বরূপ; এই গোবর্দ্ধন-

গিরিরাজ হরিভক্তগণের অগ্রণী ; কেন না, বৈষ্ণবরাজ শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিয়া শিবস্বরূপ এবং সকলের মাননীয় হইয়াছিলেন ; কিন্তু গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সেই মহাভাগবত শিব অপেক্ষাও অধিকতর মাননীয় হইয়াছেন। কারণ, তিনি নতমস্তকে ভক্তিপরিপ্লুতহৃদয়ে সর্ব্বদা কোটীগঙ্গা হইতেও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচরণজাত শ্যামকুণ্ড এবং অমূল্যনিধিস্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করিতেছেন। এই গিরিরাজ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহভাজন হইয়া ভক্তগণের অতিশয় স্তবনীয় হইয়াছেন, এই গোবর্দ্ধনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি বয়স্যগণ ও শ্রীবলদেবের সহিত মিলিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে কতই না মধুর গীতি গান করিয়া থাকেন, এই গিরিরাজের নিভৃত গুহা ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের ক্রীড়ার স্থান, এই গিরিরাজের চতুর্দ্দিকে শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহু বহু কুণ্ড শোভিত রহিয়াছেন, অবধুতকুল-চূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত শতমুখে এই গিরিরাজের গুণ বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তপনতনয়া কালিন্দীকে, অত্যুন্নত গিরিগণকে, ব্রজ-জনের আশ্রয়ীভূত ও অভীষ্টপ্রদ নন্দীশ্বরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনরক্ষার্থ ভূধরগণের শিরোভূষণস্বরূপ এই গিরিরাজকে অর্চ্চন করিয়া ইঁহার সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন ; এই গোবর্দ্ধনগিরিরাজ রসিককুলনায়ক রসরাজ শ্রীগোবিন্দের দানক্রীড়ার সাক্ষী-স্বরূপ এবং রসিকভক্তগণের হ্লাদবর্দ্ধক।

গিরিরাজের স্ব-স্বরূপ প্রকাশ

তাই আজ অদ্বয়তত্ত্ব শ্রীভগবান্ গোপদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য অন্যপ্রকার রূপ গ্রহণ করিয়া "আমি শৈল" —এই বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক বিবিধ পূজোপকরণ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রজবাসিগণকে কৃপা করিবার জন্য ব্রজবাসিদিগের সহিত আপনি আপনাকে নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন,—"অহো ! দেখ ঐ মূর্ত্তিমান্ পর্ব্বত আমা-দিগকে কিরূপ অনুগ্রহ করিতেছেন। যে-সকল বনবাসী ব্রজবাসিগণকে অবজ্ঞা করিতেছিল, এই শৈল সর্পাদিরূপে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। আইস, আমাদের এবং গোসকলের ক্ষেমার্থ ইহাকে নমস্কার করি।"

ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ ও কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ

ব্রজেন্দ্রনন্দনের এই কথা শ্রবণ করিয়া গোপগণ যথা-বিহিত গোবর্দ্ধনগিরিরাজের পূজা-বিধান-পূর্ব্বক ব্রজে প্রত্যাগত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইলেন ; তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত বালক এবং ব্রজ-বাসি-গোপগোপীগণকে প্রাকৃত মনুষ্যবিবেচনায় অজস্র বর্ষণ ও মেঘগর্জ্জনাদির দ্বারা ব্রজস্থ কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপ-কুলের ভীতি সঞ্চার করিলেন। ব্রজ-জনবান্ধব ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরে গিরিরাজকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া ভক্তগণকে রক্ষা ও ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিলেন। সুতরাং যিনি শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলি-

রূপ পদ্মকোষে মুগ্ধ ভৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত হইয়া অতিবৃষ্টিকারী শক্রনক্রমুখ হইতে ব্রজকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গোকুল-বান্ধব গিরিবর গোবর্দ্ধনকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই সেবা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীগৌরপদাঙ্কিত ক্ষেত্র

স্বয়ং গৌরহরি নিজে আচরণপূর্ব্বক এই গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রকাশিত করিয়া কুসুমসরোবরের নিকটস্থ গোবর্দ্ধনগিরিরাজের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা-দান

গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইল দণ্ডবৎ।
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)

গোবর্দ্ধন যে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি,—ইহা জানাইবার জন্য ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরহরি গোবর্দ্ধনের উপরিস্থিত শ্রীগোপাল-মূর্ত্তি-দর্শনার্থ গোবর্দ্ধনের উপরে আরোহণ করিলেন না। তিনি—

গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপালরায়ের দর্শন কেমনে পাইব ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ)

—এইপ্রকার ভঙ্গী প্রদর্শন করিয়া তথায় অবস্থান করিলেন। এদিকে "গোবর্দ্ধন-শৈলে আরোহণ করিব না"—এইরূপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত এবং "আমি কৃষ্ণভক্ত"—এই অভিমান-যুক্ত গৌরহরিকে গোপালরায় স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক দর্শন প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপালকে দর্শন করিবেন না জানিয়া গোপাল 'অন্নকূট গ্রাম' হইতে ম্লেচ্ছভয়ের ছল বাহির করিয়া 'গাঁঠুলি' গ্রামে আসিলেন। মহাপ্রভু তৎপর দিবস প্রাতঃ-কালে মানস-গঙ্গায় স্নান করিয়া গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন—

গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥
"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয় সূযবসকন্দর কন্দমূলৈঃ ॥
(ভাঃ ১০।২১।১৮)

—এই গোবর্দ্ধনগিরি হরিদাসগণের অগ্রণী; যেহেতু, ইনি রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া পানীয়, সুকোমল তৃণ, কন্দমূল এবং উপবেশন-যোগ্য রমণীয় স্থান প্রভৃতি দ্বারা গো ও গোপগণের সহিত বর্ত্তমান রামকৃষ্ণের তর্পণ বিধান করিতেছেন।

শ্রীরূপ-সনাতনের আচরণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ও স্তবাদি করিলেন এবং গোপালের গাঁঠুলি-গ্রামে বিজয়-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই গ্রামে গমনপূর্ব্বক গোপাল দর্শন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুও যখন বৃন্দাবনে আসিয়া ব্রজবাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারাও গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপরে আরোহণ করিতেন না। গোপাল যেরূপ মহাপ্রভুকে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ দর্শন দান করিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু গোবর্দ্ধনে গমন করিতে অপারক হইলেও গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য তাঁহার বড়ই অভিলাষ হইল। গোপাল শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে দর্শন-প্রদানার্থ এবারও পূর্ব্বের ন্যায় ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্‌ঠলেশ্বরের ভবনে বিজয় করিলেন এবং একমাস-যাবৎ স্বগণসহ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন।

শ্রীজগদানন্দের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভু যখন মহাপ্রভুর নিকট আজ্ঞা লইয়া বৃন্দাবনে আগমন করিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দর জগদানন্দকে উপদেশ দিলেন—

গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩শ)

শ্রীজগদানন্দ যখন ধাম দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীসনাতনপ্রভু মহাপ্রভুর উপযুক্ত ভেটজ্ঞানে জগদানন্দের নিকট রাসস্থলীর বালু ও গোবর্দ্ধনের শিলা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চটক-পর্ব্বত-দর্শনে গোবর্দ্ধন-স্মৃতির বিষয় আমরা চরিতামৃতের অন্ত্য ১৪শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই—

চটক-পর্ব্বত-দর্শনে মহাপ্রভুর গোবর্দ্ধন-উদ্দীপনা

গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪শ)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও শ্রীগোবর্দ্ধন

শ্রীগৌরহরির বৃন্দাবন-আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনসমীপে উপনীত হইলেন। একদিন তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান-সমাপন-পূর্ব্বক সন্ধ্যা-কালে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটী গোপবালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া পুরী-গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি 'ঐ গ্রামবাসী একজন বালক,

গ্রামের স্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক উপবাসী সন্ন্যাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন,'—শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট এইরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শেষরাত্রে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তন্দ্রাযোগে সেই গোপবালককে দেখিতে পাইলেন, যেন ঐ বালক পুরীপাদের হস্তধারণ-পূর্ব্বক একটী কুঞ্জের ভিতরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার (গোপালের) ঐ কুঞ্জে বৃষ্টি-বর্ষা-রৌদ্র প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর, সুতরাং গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তথায় মঠ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পুরী গোস্বামীর নিকট কাতরোক্তি জানাইলেন; আরও বলিলেন যে, তাঁহার নাম "গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল", তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র—অনিরুদ্ধের পুত্র মহারাজ বজ্রের প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি। তিনি পূর্ব্বে ঐ গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপরেই অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছভয়ে তাঁহার সেবক তাঁহাকে কুঞ্জে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরী এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন-পূর্ব্বক গ্রাম-মধ্যে গমন করিলেন এবং গিরিধারীর কথা জানাইয়া গ্রামের লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাদি কাটিয়া সেই গোপাল-বিগ্রহকে উদ্ধার করিলেন ও শ্রীগোপালকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অভিষেকাদি সমাপনপূর্ব্বক

গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত নানাবিধ উপহার-দ্বারা মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন,—

অন্নকূট-মহোৎসব

দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ।
জনা-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ॥
বন্য শাক-ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া-বড়ি করি' করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ সাত রুটী করে রাশি রাশি।
অন্নব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নববস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তা'র উপর রাশি কৈল ভাত॥
তা'র পাশে রুটী-রাশির পর্ব্বত হইল।
সূপ-আদি ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥
তা'র পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি'॥
হেনমতে "**অন্নকূট**" করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥

* * *

একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিয়া।
অন্নকূট করে সবে হরষিত হইয়া॥

* * *

দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব **অন্নকূট** যেন হৈল সাক্ষাৎকার॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ)

গোবর্দ্ধন-গ্রাম

গোবর্দ্ধন-গিরিমালার প্রায় মধ্যস্থানে সমতল প্রদেশে গোবর্দ্ধন-গ্রাম অবস্থিত। এই গোবর্দ্ধন-গ্রাম "মানসী-গঙ্গা"র ধারে বিরাজমান।

মানসী-গঙ্গা

মানসী-গঙ্গা একটি অসমানাকার কুণ্ড। কুসুমসরোবরের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মানসীগঙ্গা-তীর্থ অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের মানস-সঙ্কল্প-মাত্রে এই তীর্থ প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম "মানসী-গঙ্গা" হইয়াছে। কথিত হয়, এক সময়ে শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোমতী গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে গোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে বাস করিয়াছিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন যে, এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজিত রহিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণ-প্রণয়-বিহ্বল সরল ব্রজবাসিগণ এতদ্বিষয়ে কিছু অবগত নহেন। আমি ব্রজবাসিগণকে এতদ্বিষয়ে জানাইব। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র নিত্যকৃষ্ণকিঙ্করী গঙ্গা মকর-বাহিনী-রূপে সমস্ত ব্রজবাসীর নয়ন-গোচর হইলেন। ইহা দেখিয়া ব্রজবাসিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বলিতে লাগিলেন,—

"এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজিত থাকিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের সেবা করেন, আপনারা ব্রজের বাহিরে গিয়া গঙ্গা-স্নানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়াই গঙ্গাদেবী আপনাদের সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছেন। অতএব আপনারা অবিলম্বে এখানে গঙ্গা-স্নান সম্পন্ন করুন। অদ্য হইতে এই তীর্থ 'মানসী-গঙ্গা' নামে পরিচিত হইলেন। কার্ত্তিকী অমাবস্যা-তিথিতে এই মানসী-গঙ্গার প্রকট হইয়াছিল; এইজন্য দীপাবলীতে মানসী-গঙ্গা-স্নান ও গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা একটি মহামেলায় পরিণত হইয়াছে। গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ ব্যাপিয়া গোবর্দ্ধন-গ্রাম অবস্থিত। গঙ্গার উত্তর-পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-তীরে অনেকগুলি মন্দির বিরাজিত রহিয়াছেন।

দীপাবলী-উৎসব

কার্ত্তিক অমাবস্যায় দীপাবলী উৎসব এবং আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-তিথিতে গোবর্দ্ধন গ্রামে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। তখন গিরিরাজ দর্শন ও পরিক্রমা করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া থাকেন। তবে বঙ্গদেশের লোক খুব কমই দেখা যায়।

ব্রজের প্রধান পর্ব্বতত্রয়

ব্রজের তিনটি পর্ব্বত প্রসিদ্ধ,—গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণ ইহারা যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার তনু বলিয়া বিখ্যাত গিরিরাজের অঙ্গ হইতে মানসীগঙ্গা প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি

মানসী-গঙ্গার পশ্চিম-তটে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি (চাকলেশ্বর ঘেরায়)। তৎসংলগ্ন নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি—প্রাচীন সেবা। নিত্যানন্দ-দাস নামক একজন প্রাচীন সেবাইত বা মোহান্ত এখানে আছেন। নবদ্বীপের প্রেমানন্দদাস ইঁহার গুরু বলিয়া পরিচয় দিলেন। এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের একটী আলেখ্য আছে।

বিভিন্ন মন্দিরাদি

কৃষ্ণদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণবের সমাধি এবং গৌরনিত্যানন্দের মন্দিরের নিকট বল্লভাচার্য্যের বৈঠক।

মানসীগঙ্গার তটে গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দের মন্দির

মানসীগঙ্গার কুণ্ডটি বক্রাকার ও খুব দীর্ঘ; গিরিরাজের পদ ধৌত করিয়া মানসীগঙ্গা অবস্থান করিতেছেন। জল শেওলাপূর্ণ, সবুজ রং; মানসীগঙ্গার পারে ছত্র আছে এবং গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারা বাঁধান রহিয়াছে। মন্দিরটীর আকার অনেকটা কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরের আকারের মত। স্থানীয় পাণ্ডারা বলিলেন, এখানে গিরিরাজ ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্থানীয়-পাণ্ডা-সম্প্রদায়

পূজা ও দক্ষিণার জন্য পাণ্ডাগণ লোককে খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। মন্ত্রদেশের

কয়েকটি ব্যক্তি গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দের সম্মুখে বসিয়া পাণ্ডাগণের কথিত মন্ত্র পড়িয়া সঙ্কল্প করিতেছে দৃষ্ট হইল।

মানসী-গঙ্গার অন্যান্য বিবরণ

মানসী-গঙ্গার এক দিকের সীমা গিরিরাজের শিলাখণ্ড-দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে এবং অন্যান্য দিকের প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানাবলী মানসী-গঙ্গার সীমা রচনা করিয়াছে। ভরতপুরের রাজন্যবৃন্দ সময় সময় বহু অর্থ-ব্যয়ে এই সকল সোপানাবলী সংস্কার করিয়াছেন। কিন্তু কথিত হয় যে, জয়পুরের রাজা মানসিংহই প্রথমে মানসী-গঙ্গার ঘাট প্রভৃতি বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

দীপ-দান-মেলার সময় যখন চতুর্দ্দিকের দীপমালা শোভিত হইয়া গঙ্গায় তাহার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়, তখন এই স্থানের দৃশ্য বড়ই মনোভিরাম হইয়া থাকে।

মানসীগঙ্গা সম্বন্ধে শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'ব্রজবিলাস'-স্তবে মানসী-গঙ্গাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাস্থান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দ্দন নৌবিহার
লীলাবিনোদ রসনির্ভরভোগিনীয়ম্।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল শিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাম্॥

(ব্রজবিলাসস্তব ৬৪ সংখ্যা)

শ্রীরাধাগোবিন্দর নৌকাবিহার-লীলার চিত্তবিনোদন রসাবলীকে যিনি আস্বাদন এবং গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল শিলা-সমূহকে যিনি তরঙ্গভরে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন, সেই মানস-গঙ্গা আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দির

মানসী-গঙ্গার সন্নিকটস্থ তট-প্রদেশে শ্রীহরিদেবের শ্রীমন্দিরের উচ্চ চূড়া বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরের ভগ্নচূড়ার সহিত সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

অম্বরাধিপতি ভগবান্‌দাসের নির্ম্মিত

এই হরিদেবের মন্দির আকবরের রাজত্বকালে অম্বরাধিপতি রাজা ভগবান্‌দাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজা ভগবান্‌দাস জয়পুরের রাজা মানসিংহের পিতা। ভগবান্‌দাস 'সারনালে'র যুদ্ধে আকবরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তিকালে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আনুমানিক ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ভগবান্‌দাসের লাহোরে মৃত্যু হয়; ভগবান্‌দাসের কন্যা যুবরাজ সেলিমের মহিষী হইয়াছিলেন। এই সেলিমই পরবর্ত্তিকালে জাহাঙ্গীর নামে বিখ্যাত হন। ভগবান্‌দাসের কন্যা ও জাহাঙ্গীরের পুত্রই খসরু।

মন্দির-সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ

হরিদেবের মন্দির বহু অর্থ-ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রথমে প্রাকার-বেষ্টিত চত্বর অতিক্রম করিয়া উঁচু সিঁড়ি দিয়া মন্দিরের সুবৃহৎ দ্বার পাওয়া যায়; সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত-নাটমন্দির অতিক্রম করিবার পর গর্ভমন্দিরের সন্নিকটস্থ জগ-মোহনে যাওয়া যায়। জগমোহনের সম্মুখীন দ্বারের চৌকাট রৌপ্য-মণ্ডিত। মন্দিরটি খুব মজবুত পাথরে নির্ম্মিত ও বৃহৎকায়। বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরের ন্যায় ভরত-পুরের লালপাথরে এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দিরের প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন-স্বরূপ বহু কারুকার্য্য রহিয়াছে। পরবর্ত্তিকালে 'আড়িং' নামক স্থানে একজন ধনাঢ্য বণিক্ মন্দিরের সংলগ্ন কোন কোন স্থান সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে মিঃ গ্রাউস্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"Had it been preserved as a national monument, it might at some day, in the future golden age, have been to Gobardhana what the Pagan Pantheon is now to Christian Rome."

হরিদেব-মন্দিরের চূড়া আওরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক বিনষ্ট(?)

হরিদেবের মন্দিরের দুইটি সংলগ্ন চূড়াই আওরঙ্গজেবের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে; তথাপি এই মন্দির মানসীগঙ্গার তটে যেন সদর্পে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতের গৌরব-কাহিনী গান করিতেছে।

শ্রীহরিদেব-শ্রীবিগ্রহ

এই মন্দিরে গোবর্দ্ধনধারী হরিদেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত।

হরিদেবের সহিত শ্রীমতী নাই, শালগ্রাম আছেন। রৌপ্য-নির্ম্মিত ফ্রেমের দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির চতুষ্পার্শ্ব বাঁধান রহিয়াছে।

মন্দিরের পূজারি-সম্প্রদায়

মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত পূজারিগণ প্রথমে তাঁহাদের পরিচয়-প্রদানে অনিচ্ছুক ছিলেন, তৎপর তাঁহারা জানাইলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের কেশবাচার্য্যের অধস্তন 'সানোড়িয়া' ব্রাহ্মণ। তাঁহারা আরও বলিলেন,—কেশবাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য সমসাময়িক ব্যক্তি। উপস্থিত পূজারীর নাম—বাসুদেব, হরিদেবের অনেক পূজারী; তখন সকলে উপস্থিত ছিলেন না। ইঁহারা সকলেই গৃহস্থ।

মন্দিরের আয়

এই মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় ২৩০০৲ টাকা। 'ভাগসা' ও 'লধিপুরি' গ্রামদ্বয় হইতে ঐ টাকা আদায় হয়। পূর্ব্বে ভরতপুরের রাজা বাৎসরিক ৫০০৲ টাকা দিতেন। তৎ-পরিবর্ত্তে কিছুকাল হইল 'লধিপুরি' গ্রাম দিয়াছেন। তবে এখনও প্রত্যহ ভরতপুরের রাজা প্রাত্যহিক পূজার জন্য রোজ ১৲ টাকা হিসাবে প্রতিমাসে ৩০৲ টাকা করিয়া দিয়া থাকেন। এই জমিদারী ২৪টি হিস্যায় পূজারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্দিরের পূজারিগণের সম্বন্ধে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে 'গ্রাউস' সাহেব তদানীন্তন অবস্থা দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল বংশপরম্পরা-জাত পূজারিবর্গ মন্দিরের সমস্ত আয় তাঁহাদের ব্যক্তিগত

পারিবারিক ভোগসাধনে নিযুক্ত করিয়া মন্দির এবং সেবার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীহরিদেবের প্রাচীন বিবরণ

যাহা হউক, হরিদেব মথুরাপদ্মের পশ্চিমদলের অধিদেব। এই হরিদেবের দর্শনে বনভ্রমণ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন। প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রেও হরিদেবের কথা উল্লিখিত আছে। হরিদেবের মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক রাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা নিম্নলিখিত বর্ণন দেখিতে পাই :—

শ্রীগৌরপদাঙ্কিত স্থান

তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুমনঃ-সরোবর'।
তাঁহা 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ।
'একশিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত॥
প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
'হরিদেব, দেখি' তথা হইলা প্রণাম॥
'মথুরা'-পদ্মের পশ্চিম দলে যাঁ'র বাস।
'হরিদেব' নারায়ণ—আদি-পরকাশ॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া॥
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার॥

ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল॥
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে॥
'গোবর্দ্ধন'-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব॥'
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮শ পঃ)

শ্রীভক্তিরত্নাকরে আমরা এই সকল স্থানের উল্লেখ এইরূপ পাইয়া থাকি,—

শ্রীমানস-গঙ্গাবারি পরম নির্ম্মল।
কে কহিতে পারে এথা যৈছে স্নানফল॥
এত কহি হরিদেবে দর্শন করিয়া।
গোবর্দ্ধন-মহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া॥
অহে শ্রীনিবাস! গোবর্দ্ধনানন্দময়।
মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয়॥
মথুরা-পশ্চিমভাগ গোর্দ্ধবন-ক্ষেত্র।
বিষম সংসার-দুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র॥
মানস-গঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন॥
অন্নকূট গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে।
তাঁ'র গতাগতি কভু না হয় সংসারে॥

এই গোবর্দ্ধন কৃষ্ণ বামকরে ধরি'।
ব্রজরক্ষা কৈল ইন্দ্র-গর্ব্ব চূর্ণ করি'॥
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাহি সীমা।
বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা॥

আদিবরাহে

অস্তি গোবর্দ্ধননামক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্যোজনদ্বয়ম্॥
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্য্যাদস্য প্রদক্ষিণম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্দেবি সত্যং ব্রবীমি তে॥
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্দ্ধনে হরিম্।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে॥
ইন্দ্রস্য বর্ষতোঽত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলম্।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরং ময়া॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে

গোবর্দ্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্ব্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ॥
অহো গোবর্দ্ধনং বিষ্ণুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসত্যেব ন সংশয়ঃ॥

শ্রীব্রহ্মকুণ্ড

মানসীগঙ্গার দক্ষিণতীরে হরিদেবের মন্দির অবস্থিত। উক্ত মন্দিরের বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ড। কুণ্ডটি এখন সম্পূর্ণ শুষ্ক। শ্রীচরিতামৃতের উক্তি হইতে জানা যায়, এই ব্রহ্মকুণ্ড

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন-ভ্রমণকালে জলপূর্ণ ছিল। মহাপ্রভু এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন, বল্লভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে 'পাকযাত্রা' করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং রাত্রিতে হরিদেবের মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১৮-২১)। এইস্থানে বর্ত্তমানে সামান্য একটু শেওলাপূর্ণজল এবং গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের বড় বড় শিলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও গিরিরাজের অঙ্গসমূহ প্রকাশিত রহিয়াছে। গিরিরাজের মর্য্যাদালঙ্ঘন-ভয়ে পরিক্রমার যাত্রি-সঙ্ঘকে ব্রহ্মকুণ্ডে নামিতে দেওয়া হয় নাই। সকলেই দূর হইতে সে-স্থানের রজঃ মস্তকে গ্রহণ ও সে-স্থানকেসাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়াছেন। এখানে কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা-গ্রন্থ হইতে তত্তৎস্থানের বিবরণ-সমূহ পঠিত হইয়াছিল।

মানসীদেবীর মন্দির

ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে মানসীদেবীর প্রাচীন মন্দির, কেহ কেহ ভুলক্রমে ইহাকে 'মনসাদেবী' বলিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-কুণ্ডের সংলগ্নই মানসীগঙ্গা, কেবল মধ্যে একটি পথ-মাত্র ব্যবধান। উত্তরে মানসীগঙ্গা, দক্ষিণে ব্রহ্মকুণ্ড।

ধর্ম্মশালা, বাজার প্রভৃতি

গোবর্দ্ধনে পাঁচ ছয়টি ধর্ম্মশালা আছে। এখানে বল্লভা-চার্য্য-সম্প্রদায়ের লক্ষ্মীনারায়ণের একটি মন্দির আছে। গোবর্দ্ধনের বাজার বেশ বড়। এখান হইতে পরিক্রমার

অনেক জিনিষপত্র ক্রয় করা হইয়াছিল। এখানে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসও আছে।

নৈর্ঋতকোণে গোঘাটের উপরে একটি 'হনুমানে'র মন্দির রহিয়াছে। গঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহাদেব। তৎসম্মুখেই একটি প্রাচীন নিম্ববৃক্ষ, এই নিম্ববৃক্ষের নীচে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর। তাহার উত্তরে একটি মন্দিরে গৌর-নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি আছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবর্দ্ধনে বাস করিবার কালে প্রত্যহ অপতিত-ভাবে গিরিরাজ-পরিক্রমার নিয়ম করিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া মদনমোহন এক ব্রজবাসী শিশুর ছদ্মবেশে শ্রীল সনাতনের নিকট আসিয়া নিজ উত্তরীয় দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন এবং গোবর্দ্ধনের উপরিভাগ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নাঙ্কিত শিলা আনয়ন করিয়া গোস্বামীকে বলিলেন,—"আপনি এই গোবর্দ্ধনশিলা প্রত্যহ পরিক্রমা করিলেই আপনার গিরিরাজ পরিক্রমা হইবে; ইহা বলিয়া কপট শিশু অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি সনাতন প্রভু ঐ শিলা পরিক্রমা করিতে করিতে তাহা প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত করিতেন। বর্ত্তমানে ঐ শিলা শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে বিরাজিত রহিয়াছেন।

গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাকালে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দর্শন হয়,—কুসুম-সরোবর, তৎপশ্চিমে উদ্ধবকুণ্ড, নারদকুণ্ড,

রত্নসিংহাসন, গোয়ালপুকুর, বিহারকুণ্ড, কিল্লকুণ্ড, মানসী-গঙ্গা, গোবর্দ্ধন গ্রাম, ঋণমোচন ও পাপমোচন কুণ্ড, ইন্দ্র-ধ্বজ বেদী, বলরামকুণ্ড, বলদেবজীর রাসমণ্ডল, শৃঙ্গারমন্দির, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, আনিয়োর গ্রাম, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নীপ-কুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিশ্রামস্থান, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোপাল বা শ্রীনাথজীর প্রকটস্থান, অন্নকূট-পূজার স্থান, শক্রতীর্থ, শ্রীনৃসিংহদেব, অপ্সরাকুণ্ড, পুছ্‌রি, রাঘব পণ্ডিতের গুহা, মুকুটচিহ্ন, সুরভিকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারণস্থান, হরজীকুণ্ড, গোপালপুরা বা নামান্তর যতিপুরা, শ্রীনাথজীর মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধন-মুখারবিন্দ, বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, বিল্‌চুকুণ্ড, জান-অজানবৃক্ষ, হনু-মান্‌জী, দানীরায়ের মন্দির, দানঘাটী, শ্যামাসলিলা, চক্রেশ্বর মহাদেব, সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মন্দির, মুকুট-চিহ্ন, শ্রীহরিদেব, শ্রীমানসীদেবীর মন্দির, শ্রীব্রহ্মকুণ্ড, শ্রীহনুমান্‌জী।

নিম্নে উপরিউক্ত স্থানের মধ্যে কএকটির বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ইন্দ্রধ্বজ বেদি

ইহা গোবর্দ্ধন গ্রামের পূর্ব্বভাগে বিরাজিত। এই-স্থানে মহারাজ শ্রীনন্দ প্রতি বৎসর ইন্দ্রদেবের পূজা করিতেন; পরে 'শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রদেবতার বিদ্বদ্রূঢ়ি শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত', ইহা জানাইলে গোবিন্দাভিন্নতনু গিরিরাজ

গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে থাকেন। শ্রীনন্দের ইন্দ্রপূজা সগুণ উপাসকের দেবতা-পূজার ন্যায় কোনও দিন ছিল না। সগুণ উপাসকগণ নিজ স্থূল-লিঙ্গদেহ বা স্থূল-লিঙ্গ-দেহসম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের স্থূল-লিঙ্গ-দেহ-গত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্রের পূজা করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণৈক-জীবাতু শ্রীনন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ গোধনগণের খাদ্যাদি সংগ্রহার্থ যে ইন্দ্রের পূজা করিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সকল চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণৈকসুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত হওয়ায় সেই ইন্দ্র-পূজাই পূর্ণ কৃষ্ণপূজা হইত। তথাপি তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রাকৃত লোক পাছে সগুণ উপাসকের "অবিধি-পূর্ব্বক" পূজাকেই "ভগবানের পূজা" বলিয়া ভ্রান্ত হয় এবং অক্ষজ জ্ঞানে শ্রীনন্দের আদর্শের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহার অবৈধ অনুকরণে সকাম উপাসনার প্রশ্রয় দেয়,—এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের ইন্দ্র-পূজা বারণ করিয়া ইন্দ্র-পূজার সমস্ত উপকরণ-দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে বলিলেন—

ইন্দ্রধ্বজ-বেদি এই, এথা নন্দরায়।
করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্ব্বলোকে গায়॥
এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ।
বংশীস্বনে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ॥

(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

ঋণমোচন ও পাপমোচন-কুণ্ড

ইন্দ্রধ্বজ বেদির উত্তর-পশ্চিমদিকে 'ঋণমোচন-কুণ্ড' এবং পশ্চিম-দক্ষিণদিকে 'পাপমোচনকুণ্ড' অবস্থিত।

এ ঋণমোচন, পাপমোচন আখ্যান।
ঋণ পাপ ঘুচে, কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান॥

(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

চন্দ্রসরোবর

মথুরা হইতে পাকা রাস্তা দিয়া গোবর্দ্ধন যাইতে হইলে তিন মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক অতিক্রম করিবার পর 'সাঁতোয়া' গ্রাম পাওয়া যায়। মথুরা হইতে প্রায় পাঁচ মাইলের মধ্যে 'খায়ী' গ্রাম। তৎপরে প্রায় এগার মাইলের মধ্যে 'আড়িং' গ্রাম। আড়িং গ্রামের বাজার ও দোকান গোবর্দ্ধন যাইবার পাকা রাস্তার পার্শ্বেই দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন প্রায় ষোল মাইল।

গোবর্দ্ধন গিরিরাজের উপর যে দানী রায়ের একটি পুরাতন মন্দির দেখা যায়, পাকা রাস্তা দিয়া সেই দিকে কিছু অগ্রসর হইলেই দক্ষিণদিগভিমুখে ভরতপুর যাইবার একটি কাঁচা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা দিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে যাইতে ন্যূনাধিক দুই মাইলের মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ ঘাট বাঁধান কুণ্ড এবং তাহারই বিপরীত দিকে পরাসৌলি গ্রামের বস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে চন্দ্রসরোবর ও পূর্ব্বদিকে পরাসৌলি গ্রাম অবস্থিত। চন্দ্র-

সরোবর হইতে পরাসৌলি-গ্রাম ন্যূনাধিক এক ফার্লং এর মধ্যে হইবে। মুসলমান-রাজত্বের সময় এই গ্রামের নাম 'মহম্মদপুর' হইয়াছিল।

চন্দ্রসরোবরের চারিদিকই বাঁধান রহিয়াছে। সরোবরের দক্ষিণে বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, সরোবরের পূর্ব্বদিকে দাউজীর মন্দির ও পশ্চিমে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন; এই ভবনের দ্বারদেশে এইরূপ লিখিত আছে,—

"শ্রীহরিচরণাশ্রম, স্থাপিত সন১৩২৭সালের ২৯শে মাঘ"।

কেহ কেহ বলেন যে, ভরতপুর-রাজবংশের কোন অধস্তনের নাম চন্দ্রশেখর * ছিল; তিনি এই কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন বলিয়া তাঁহার নামানুসারে এই কুণ্ডের নাম চন্দ্রসরোবর হইয়াছে। ইহা 'চন্দ্রাসরোবর' নহে।

---

* গ্রাউস্ সাহেব তাঁহার সময়ে চন্দ্রসরোবরের নিম্নলিখিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনামতে চন্দ্রসরোবরের প্রস্তর-বাঁধান-ঘাট ভরতপুরের রাজা নহরসিংহের কীর্ত্তি।

CHANDRA-SAROVAR :—'The moon lake; where Brahma, joining with the Gopis in the mystic dance, was so enraptured with delight that, all unconscious of the fleeting hours, he allowed the single night to extend over a period of six months. This is at a village called Parsoli by the people, but which appears from the maps and in the revenue-roll only as Muhammadpur. The tank is a fine octagonal basin with stone ghats, the work of Raja Nahar Singh of Bharatpur.

(Grouse's Mathura p. 83)

চন্দ্রসরোবরের তীরে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিখণ্ড রহিয়াছে। এই স্থানে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের পরিক্রমার সময় শিবির-শ্রেণী সংস্থাপিত হয়। সরোবরের তীরে একটি নলকূপ ভগ্নাবস্থায় অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতেছে। ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের দ্বারা ঐ নলকূপটি তথায় কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছিল, শুনা গেল। চন্দ্রসরোবরের জল শৈবালপূর্ণ, ইহা পানের যোগ্য নহে।

বল্লভাচার্য্যের বৈঠকের সংলগ্নেই একটি ধর্ম্মশালা আছে। উহা উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহা সরোবরের পশ্চিম পারে অবস্থিত। "শেঠজী খেমজী কুম্বারজীকা ধর্ম্মশালা" বলিয়া এক সাইনবোর্ড ধর্ম্মশালার দ্বারদেশে ঝুলান' রহিয়াছে।

দাউজীর মন্দিরে দাউজী বা বলদেব-মূর্ত্তি এবং চন্দ্রা-বিহারীর মূর্ত্তি আছেন। এই চন্দ্রাবিহারীর নাম হইতে এই স্থান চন্দ্রাবলীর স্থান, সাধারণের এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব নহে অথবা এই চন্দ্রাবিহারী যে পরবর্ত্তিকালে শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত হইয়াছেন, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তবে ঐ শ্রীবিগ্রহের বর্ত্তমান পূজারী মুরলীধর আপনাকে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেন। মুরলীধরের গুরুপাট কাম্যবনে।

সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড

চন্দ্রসরোবরের নিকট সঙ্কর্ষণকুণ্ড বিরাজিত—

ঐ দেখ সঙ্কর্ষণকুণ্ড তেজোময়।
এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয়॥

(ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ)

পরাসৌলি

চন্দ্রসরোবরের নাম 'ভক্তিরত্নাকরে'র ৫ম তরঙ্গে দৃষ্ট হয়। এই চন্দ্রসরোবরের পূর্ব্বদিকে পরাসৌলি-গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর 'স্তবাবলী'র গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশকে ও ভক্তিরত্নাকরে এই পরাসৌলির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। 'পরা' ও 'রাসস্থলী'-শব্দদ্বয়ের অপভ্রংশ হইতে 'পরাসৌলি'-শব্দটি প্রচলিত হইয়াছে, যথা,—"রাসে শ্রীশতবন্দ্যসুন্দর-সখীবৃন্দাঞ্চিতা সৌরভভ্রাজৎ-কৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী। রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥"

এই পরাসৌলি বা পরা-রাসস্থলীতে মহারাস হইয়াছিল ভক্তিরত্নাকরে—

এই পরাসৌলি গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
বসন্ত সময়ে এথা করিলেন রাস॥
এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনুপম।
এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম।

ভক্তিরত্নাকরের এই বর্ণনা হইতে জানা যায়, এই স্থানে বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ রাস করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রসরোবরের তটে কৃষ্ণচন্দ্র রাসরসের আবেশে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এই রাসে শ্রীরাধা ও তদনুগত সখীবৃন্দ যোগদান করেন। এই রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ কৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনেরই কোন গুহা-মধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে পান। কৃষ্ণ তখন একান্তে একমাত্র শ্রীরাধাকে পাইবার জন্য ঐ গুহার মধ্যে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণকে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিতে দেখিয়া 'ইনি আমাদের কৃষ্ণ নহেন, ইনি ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্ নারায়ণ'—এই বিচার করিয়া দূর হইতে নমস্কার-পূর্ব্বক বিদায় হইলেন; কিন্তু যখন শ্রীরাধারাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আর চতুর্ভুজত্ব সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমার নিকট হরির ঐশ্বর্য্য-প্রদর্শন-চেষ্টা পরাভূত হইল। তখন তিনি মাধুর্য্যময় অপ্রাকৃত নবীনমদনরূপে নিজস্ব-স্বরূপ শ্রীরাধার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। এই প্রসঙ্গ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে আলোচনা করিয়াছেন,—

ভুজাচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ।
রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা॥

রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুম্।
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥
(উজ্জ্বলনীলমণি নায়িকাপ্রকরণ ৫ম-৬ষ্ঠ শ্লোক)

পৈঠগ্রাম

শ্রীকৃষ্ণ যে গুহায় লুক্কায়িত হইয়া চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীরাধার দর্শনে যে-স্থানে তাঁহার চতুর্ভুজের মধ্যে দুইটি ভুজ দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিভুজে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থান 'পৈঠ'-গ্রাম বলিয়া পরিচিত। এই পৈঠগ্রামের বর্ণন ভক্তিরত্নাকরে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

দেখ 'পৈঠ'নামে গ্রাম অতি সুশোভিত।
পৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥
রাসে কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা এই বনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি ফিরে গোপীগণে॥
চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল।
রাই দৃষ্টে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল॥

* * *

দেহে পৈঠে দ্বিভুজ এ কৌতুক ব্যাপার।
এই হেতু 'পৈঠ' নাম লোকেতে প্রচার॥

দেহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ 'পৈঠে' অর্থাৎ প্রবেশ করে, এই অর্থ হইতে গ্রামের নাম 'পৈঠ' হইয়াছে।

পরাসৌলি বা চন্দ্রসরোবর হইতে ভরতপুরের সেই কাঁচা রাস্তার দক্ষিণদিগভিমুখে ন্যূনাধিক তিন মাইল অগ্রসর হইয়া সামান্য একটুকু পশ্চিমদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পৈঠগ্রামাভিমুখে একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা গিয়াছে। সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই পৈঠগ্রামের বস্তি পাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই একটি দীর্ঘিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা 'নারায়ণ-সরঃ' বা 'নারায়ণ-সরোবর' নামে খ্যাত।

গ্রাউস্ সাহেব তাঁহার 'মথুরা' পুস্তকে পৈঠ-গ্রাম-সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"At Paitha the original temple of Chatur-bhuj is said to have been destroyed by Aurangzeb. His successor, which also is now in ruins, was probably built on the old foundations, as it comprised a nave. Choir and sacrarium, each of the two latter cells being surmounted by a sikhsrs. It thus bore a general resemblance to the temples of Akbar's reign at Brinda-ban. The nave is unroofed, and both the towers partly demolished; what remains perfect is only a brick and quite plain and unornamented. It stands on the Kadam-Khandi (107 bighas), which spreads over the low ground at the foot of the village Khera: its deepest hollows forming the Narayan Sarovor, which is only a succession of ponds with here and there a flight of masonry steps. A cave is shown, which is believed to reach the whole way to

Gobardhon, and to be the one that people of Braj went into (Paitha) to save themselves from the wrath of Indra. On the road to Gobardhon near Parsoli is the Mohabon, and in it a Lingam called Mohesvar Mahadeva, that is said to be sunk an immense depth in the ground and will never allow itself to be covered over. Several attempts have been made to build a temple over it; but whenever a roof to be begun put on, the walls were sure to fall in. This and several other of the sacred sites of the neighbourhood are marked by inscribed tablets set up last century by an officer under Sindhia."—(P. 83)

গ্রাউস্ সাহেবের বর্ণনানুসারে পৈঠগ্রামের চতুর্ভুজ নারায়ণের আদিমন্দির আওরঙ্গজেবের দ্বারা বিনষ্ট (?) হইয়াছিল। প্রাচীন ভিত্তির উপর পরে যে আর একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে।

গ্রাউস্ সাহেবও গুহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময় ঐ গুহা রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন হইল সর্পের ভয়ে উহা রুদ্ধ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন হইতে পৈঠগ্রাম ন্যূনাধিক ছয় মাইল হইবে।

পৈঠগ্রামের নারায়ণসরোবর শৈবালাবৃত হইয়া ঘন সবুজবর্ণ দীর্ঘিকারূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। ইহাতে বহু হংস ক্রীড়া করে। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সরোবরের পশ্চিমতটে কিঞ্চিৎ উচ্চপ্রদেশে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণের শ্রীমন্দির। এই মন্দিরটি গুহার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে।

গর্ভমন্দির ও জগমোহন-মন্দির দুইটি পৃথক্ পৃথক্ চূড়াবিশিষ্ট। জগমোহনের মন্দিরটি অতীব জীর্ণ। গর্ভমন্দির গুহার উপরিভাগে নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্থানীয় ব্যক্তিগণ গুহাটিকে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা জানাইলেন যে, এই গুহা হইতে খুব বড় বড় কৃষ্ণবর্ণের বিষাক্ত সাপ প্রায়ই নির্গত হইত। গুহার উপরে বর্ত্তমানে শ্রীবিগ্রহের পীঠ ও আসনবেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐ স্থানে যে গুহা ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঐ স্থানে প্রমাণাকার কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী চতুর্ভুজ শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন অতীব সুন্দর। সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির দক্ষিণদিকের নিম্নহস্তে পদ্ম, দক্ষিণদিকের উর্দ্ধহস্তে শঙ্খ, বামদিকের উর্দ্ধহস্তে গদা ও বামদিকের নিম্ন হস্তে চক্র শোভিত রহিয়াছে। হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের মতে পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্রধর এই শ্রীমূর্ত্তি 'কেশব'-নামে অভিহিত। আলালনাথের শ্রীবিগ্রহ সিদ্ধার্থ-সংহিতার মতানুসারে জনার্দ্দন অর্থাৎ পদ্ম-চক্র-শঙ্খ-গদাধর-শ্রীমূর্ত্তি।

পৈঠ গ্রামের প্রকাশই আলালনাথ; যেমন দ্বারকার প্রকাশ কুরুক্ষেত্র। গোপী ব্রজবাসী নামক এক বয়স্ক স্থানীয় অধিবাসী এই শ্রীবিগ্রহের পূজা করিতেন। তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী। দ্বারকাদাস নামক একজন যুবক পূজারী পূজা করিয়া থাকেন। ইঁহার পূর্ব্বনাম—পূর্ণদত্ত। ইঁহার গুরুর

নাম—রাম-প্রসাদজী। শ্রীবিগ্রহ পূর্ব্বাভিমুখী। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহের পূজা একরূপ বন্ধই ছিল। গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে কেহ কেহ অনিয়মিতভাবে সামান্য কিছু ভোগাদি দিয়া যাইতেন। দ্বারকাদাসের গুরু এই স্থান-দর্শনে আসিয়া পূজা-রহিত শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে ব্যথিত হন এবং দ্বারকাদাসকে নিয়মিত পূজায় নিযুক্ত করেন। ভিক্ষার দ্বারাই কোনও রূপে পূজা চলিতে থাকে। মাত্র দুই বৎসর যাবৎ নিয়মিত পূজা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানা গেল।

এখানকার কুণ্ডের জল পানোপযোগী নহে। তবে নিকটেই 'মিঠাকুয়া' আছে। কোন বাজার নাই, সামান্য রকমের গ্রাম্য দোকান আছে। এখান হইতে গোবর্দ্ধন চারি মাইল, আনোয়ার প্রায় দুই মাইল, পুছ্‌রী তিন মাইল। এই স্থান হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর বিরাজিত যতিপুরার শ্রীনাথজীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকেরা পাণ্ডাশ্রেণীর নহেন। ইঁহারা কৃষিজীবী ব্রজবাসী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। এই স্থানের স্বভাব-শোভা অতীব রমণীয় ও ব্রজভাবের উদ্দীপক। ময়ূরের নৃত্য, গাভীর বিচরণ ও স্থানে স্থানে ব্রজের নিজস্ব তরু-লতার শোভা দেখা যায়। ইহা মাধুর্য্য-মর্য্যাদার স্থান।

গৌরীতীর্থ

গৌরীতীর্থ বা গৌরীকুণ্ড এখন লুপ্ত। ভরতপুরের কাঁচা রাস্তা হইতে পূর্ব্বদিকে একটি মাঠ অতিক্রম করিয়া পিলু

ও কেরিল বনের মধ্য দিয়া একটি 'পাগ্‌দণ্ডী' অর্থাৎ পদব্রজের পথ অনুসরণ করিলে লুপ্ত গৌরীতীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এই স্থান সম্পূর্ণ শুষ্ক। তবে পূর্ব্বে যে এখানে কুণ্ড ছিল, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই তীর্থের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি কেলিকদম্ব ও তমালবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। স্থানটি সম্পূর্ণ নির্জ্জন।

এই গৌরীতীর্থের কথা 'গোবিন্দলীলামৃতে'র বিভিন্ন স্থানে চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাত্যাহত্যাচঞ্চুনা লম্ভিতাসৌ
শৈব্যা বাত্যা সানিসার্দ্ধং স্বসখ্যা।
গৌরী-সঙ্গোৎকেন তেন স্বসঙ্গা-
দ্গৌরীতীর্থং তৎ সপর্য্যাচ্ছলোক্ত্যা ॥
(গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গঃ ৭৯)

যাতাসু তাসু লঘুসূক্ষ্মধিয়ং শুভাঞ্চ
সা শারিকে সুচতুরা ন্যদিশৎ প্রবৃত্তৈঃ।
আদ্যাং ব্রজায় সুজবামভিমন্যুমাতু-
শ্চন্দ্রাবলেরথ পরাং গিরিজালয়ায় ॥
(গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গঃ ৯৯)

বৃন্দা কহিলেন,—হে রাধে, তৃণাবর্ত্ত-বিনাশ-নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সঙ্গের জন্য উৎসুক হইয়া, তুমি যে গৌরী, সেই গৌরী-পূজার ছল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চন্দ্রাবলীর সহিত শৈব্যাকে গৌরীতীর্থে পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর সখীগণ তথায় উপস্থিত হইলে বৃন্দাদেবী সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ও শুভানাম্নী দুইটি বেগবতী সারিকাকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রথমাটিকে অভিমন্যু-মাতা জটিলার প্রবৃত্তি জানিবার জন্য ব্রজধামে এবং দ্বিতীয়াটিকে চন্দ্রাবলীর প্রবৃত্তি জানিবার জন্য গৌরীতীর্থে যাইতে আদেশ করিলেন।

গৌরীতীর্থের প্রসঙ্গ ভক্তিরত্নাকরে দৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু পৈঠগ্রাম পরিক্রমা করিয়া গৌরীতীর্থ হইয়া আনোয়ার গ্রামের দিকে গিয়াছিলেন। যথা,—

পৈঠগ্রাম আদি রম্যস্থান দেখাইয়া।
গৌরীতীর্থে পণ্ডিত আইলা উলটিয়া ॥
পণ্ডিত উল্লাসে কহে দেখ শ্রীনিবাস।
এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস ॥
গৌরীতীর্থে নীপ-বৃক্ষরাজ মনোহর।
নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর ॥
(ভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ)

পরাসৌলি হইতে এই গৌরীতীর্থ ন্যূনাধিক দেড় মাইল হইবে। [শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শিবিরকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য যে-সকল স্থান পরিক্রমা হইয়াছিল, তাহার বিষয় পরে লিখিত হইবে।]

———

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা

২ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৪৭
৩০শে আশ্বিন, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯
১৬ই অক্টোবর, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩২
রবিবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া

পরিক্রমার অষ্টম দিবস—অপরাহ্ণ

শিবির—শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডের তীর
(শ্রীরাধাকুণ্ডে তৃতীয় দিবস)

শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া সকলে শ্রীরাধাকুণ্ডে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন মধ্যাহ্নকালের তীব্র তাপ সকলেরই ক্লান্তদেহে অনুভূত হইতেছিল। পরিক্রমার সকল যাত্রী আসিয়া মিলিতে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন প্রমুখ কএকজন ভক্তকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে উত্তরাংশে প্রায় পাঁচ মাইল ব্যবধানে সূর্য্যকুণ্ডে গিয়াছিলেন। এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের গুরুদেব শ্রীশ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও ভজন-স্থান আবিষ্কার করেন এবং তৎপরে গোবিন্দকুণ্ড ও আনোয়ার গ্রাম প্রভৃতিও দর্শনার্থ গমন করেন। গোবিন্দকুণ্ডে শ্রীযুক্ত মনোহর দাস বাবাজীর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ হয়।

প্রভুপাদ নিজের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই, কিন্তু অপরের মুখে শ্রীমনোহরদাস বাবাজী আমাদের প্রভুপাদের নাম শুনিবামাত্রই বলিলেন,—"আমি জানি, মহাপ্রভু আপনাকে শক্তিসঞ্চার করিয়া পুনরায় জগতে তাঁহার কথা প্রচার করাইতেছেন।" তিনি প্রভুপাদকে তাঁহার আশ্রমে প্রসাদ পাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহার জনৈক শিষ্যকে রন্ধনার্থ চাউলপর্য্যন্তও বসাইবার জন্য বলিয়া দিলেন; কিন্তু প্রভুপাদ জানাইলেন যে, তিনি বিভিন্ন স্থানে গমন করিবেন।

গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা হইতে পূর্ব্বেই কেহ কেহ ফিরিয়া আসিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের নিকট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি আবিষ্কারের কথা জানাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—"আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে (ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের) ভজন-রীতি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহার হরিসেবাময় বৈরাগ্যের কোটাংশের একাংশও আধুনিক কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার মধ্যে কৃত্রিমতার কোনপ্রকার ছায়াও কখনও কেহ দেখিতে পায় নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রীগোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের সহিত একসূত্রে গ্রথিত ছিল।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় শ্রীললিতাকুণ্ডের তীরে শিবিরের সম্মুখস্থ ময়দানে উপবিষ্ট

হইলেন। একে একে ভক্তগণও আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। তখন শ্রীগোপালদাস নামক স্থানীয় একজন ভেকধারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামী ২৫৮৲ টাকায় শ্রীরাধাকুণ্ড ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান খরিদ করিয়াছিলেন। ইহা ৩৯৬ বৎসর যাবৎ গৌড়ীয়দের সম্পত্তি ছিল। শেঠজীর রঙ্গজী ষ্টেট্ ও আবাগড় ষ্টেট্ এই দুই জনের জমিদারীর আয়ু মাত্র ৮০ বৎসর হইয়াছে। মহম্মদ সা বাদসাহের সময় মোকদ্দমা হইয়াছে; তাহার রায় আছে। ইংরাজ আমলে গৌড়ীয়দের সাত বার মোকদ্দমা জয় হইয়াছে। লালা বাবু রাধাকুণ্ডের ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে মানসিংহ বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামকুণ্ড পূর্ব্বের বাঁধান' ছিল, তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে বিশ্বরূপ পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ভিক্ষা করিয়া শ্যামকুণ্ডের ঘাট বাঁধাইয়াছিলেন। জমিদারের তরফ্ হইতে (রঙ্গজী ও আবাগড়ের ষ্টেট) পঙ্কোদ্ধার করিতে দেয় না বলিয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। ফৌজদারীতে বিপক্ষের কোন কোন ব্যক্তির দণ্ড হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডের আশেপাশের জমিও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের। বর্ত্তমানে কুণ্ডের জমি লইয়া মোকদ্দমা হইতেছে। পাণ্ডারা ৪০,০০০৲ টাকা Valuation (মূল্য

নির্দ্দেশ) হয় বলিয়াছেন।" এই সকল কথা শ্রীল প্রভুপাদ কেবল তাঁহার মুখে শুনিয়া গেলেন। এসম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট বিশেষ কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না।

কিছুকাল পরে আরও কএকজন তদ্দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের একজনের নাম বাবু যুগলকিশোর, ইনি গোয়ালিয়র ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ ইন্‌জিনীয়ার। বর্ত্তমানে কুসুম-সরোবরে যে গোয়ালিয়রের রাজার মন্দির আছে, তাহার ম্যানেজিং ট্রাষ্টী। তিনি বলিলেন যে ঐ মন্দির হইতে ১৩৫ জন বৈষ্ণবকে (?) পাঁচ টাকা করিয়া মাসহারা দেওয়া হয়। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন আর একজন রামানুজীয় সম্প্রদায়ের তিলকপরিহিত প্রাচীন বৈষ্ণব। ইনি ভরত-পুর নরেশের মাতার সমাজে থাকেন এবং ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের সহিত উদয়পুর ষ্টেটের বাবু সজ্জন সিংহ, গোবর্দ্ধনের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মিউনিসিপ্যাল চেয়ার-ম্যান প্রভৃতি আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ ভাগবত-পাঠক রামানুজীয় বৈষ্ণবটি শ্রীল প্রভুপাদের উচ্চারিত শ্রীমদ্ভাগবতের এক একটী শ্লোক প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিতে করিতে মস্তক-সঞ্চালন-দ্বারা প্রভু-পাদের কথার অনুমোদন ও আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী বিশিষ্ট সত্যানুরাগী বৈষ্ণববৃন্দ ও ব্রজবাসিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের তটে আসিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভক্তগণের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের সম্মেলনস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গে ভূপতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণও গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত একটি উড়ুম্বর বৃক্ষতলে প্রভুপাদের পদান্তিকে উপবেশন করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে প্রভুপাদের উপদেশামৃত ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ-রূপে গুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর স্তব-পাঠ হইল। শ্রীল প্রভুপাদ রাধাকুণ্ডাভিমুখী হইয়া উড়ুম্বর বৃক্ষতলে উপবিষ্ট। শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে বহু ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ, ভরতপুরের রাজপণ্ডিত, গোবর্দ্ধনের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয়, যুগলকিশোর মন্দিরের ম্যানেজিং ট্রাষ্টী এবং সমগ্র ভারতের বহুযাত্রী ও পরিক্রমার ভক্তবৃন্দ।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্তোত্র-পাঠের পর পঞ্চতত্ত্ব-বন্দনা কীর্ত্তন হইল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরের কথা তাঁহার অন্তরঙ্গগণই বলিতে পারেন, তবে বাহিরের লোকেও তখন

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব অতিমর্ত্ত্য দীপ্তি লক্ষ্য করিলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল প্রভুপাদের কণ্ঠে গুরু-গম্ভীর করুণ-স্নিগ্ধ-মধুর-উদার-স্বর ও শ্রীমুখমণ্ডলে অপ্রাকৃত-ভাবের সমাবেশ লক্ষিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ গদগদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—

"আমরা আজ শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান ক'রছি। আমরা গৌড়ীয়ের শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়। শ্রীরূপের আনুগত্যে সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোনও কথা নাই। শ্রীরূপানুগগণের অনুগত ব'লে আমরা তাঁদের নামে যে কলঙ্ক আরোপ ক'রেছি, সেই কলঙ্ক-পঙ্ক হ'তে শ্রীরূপের উপদেশামৃত আমাদিগকে উদ্ধার ক'রবার জন্য যে সকল কথা ব'লেছেন, তাহা পাঠ হ'বার পূর্ব্বে রূপানুগ ঠাকুরমহাশয়ের গীতির মধ্যে আপনারা শ্রীরূপের মহিমা শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীল হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গীতটি কীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ দিলেন। পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহোদয় গাহিতে লাগিলেন,—

(১)

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন॥

সেই মোর রস-নিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র-জপ,
সেই মোর ধরম করম॥
অনুকূল হবে বিধি, সেপদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরীরাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিন॥
দুষ্ট অদর্শন-অহি গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ॥

---

(২)

শুনিয়াছি সাধু-মুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপ-কৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সেপদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

হেন কি হইবে মোর —নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥

কীর্ত্তন-সমাপ্ত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ আবার বলিতে লাগিলেন,—"শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা লাভ ক'র্‌তে হ'লে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য-ব্যতীত উপায় নাই। শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামী শ্রীরূপের সর্ব্বপ্রধান অনুগ। শ্রীজীব রঘুনাথের অনুগ। শ্রীরূপগোস্বামী যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা পরমহংস বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে।

শ্রীরাধাকুণ্ডতট জম্বুদ্বীপ বা বৈকুণ্ঠ কিংবা মথুরামণ্ডলের ন্যায় পবিত্রতীর্থ-মাত্র নহে; শ্রীরাধাপাদপদ্ম-ভিখারীগণের আশ্রয়ণীয় আর কোন বস্তু নাই। শ্রীকুণ্ডই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেই শ্রীকুণ্ডের পথে কিরূপে যেতে হয়, 'উপদেশামৃত' সেই সন্ধান প্রদান ক'রেছেন।

পরমহংসগণের হৃদয়ে শ্রীরূপের বাণীর আভাস পাওয়া যায় ব'লে মহাভারতের হংসগীতার একটি শ্লোক শ্রীউপদেশামৃতের শ্লোকের সহিত এক। সেটি এই,—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

"বাক্য-বেগ"—শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকাষ্ণের কথা ত্যাগ ক'রে অন্য কথা বলার নাম বাক্য-বেগ। মৌন হ'য়ে ব'সে থাকাটাও বাক্য-বেগ—সেটা অব্যক্ত বাক্য-বেগ। যাঁ'রা জগতের অনেক কিছু গ্রাম্য কথা ব'লেছেন—এজন্মেই হউক বা পূর্ব্বজন্মেই হউক, যাঁ'দের বাক্‌শক্তি স্বৈরিণীর মত গ্রাম্যকথাতেই ব্যস্ত হ'য়ে র'য়েছে, তাঁ'রা তাঁ'দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌বার জন্য অনেক কথা বলার পর খানিকটা বিশ্রাম নিবার ইচ্ছায় মৌন হ'য়ে থাকেন। কেহ সপ্তাহে একবার মৌন হ'চ্ছেন, কেহ বা যুগযুগান্তর ধ'রে মৌন থাক্‌বার অভিনয় ক'র্‌ছেন; কিন্তু তাঁ'দের অন্তরে অব্যক্ত বাক্‌বেগের কামান গুলি-ভরা অবস্থায় র'য়েছে। ঐ প্রকার কৃত্রিম চেষ্টা দ্বারা কখনও আত্যন্তিক মঙ্গল হ'তে পারে না। যে জিহ্বা কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করে, তাহাই সতী। আর যে জিহ্বা ভেকের ন্যায় গ্রাম্য কোলাহল করে, অথবা অজগরের ন্যায় চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থেকে অব্যক্ত বাক্যবেগের প্রশ্রয় দেয়, সেই জিহ্বার সতীত্ব নাই। আমাদের মৌন থাক্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা মহাবাক্য শুনেছি,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—সর্ব্বদাই হরিকীর্ত্তন ক'র্‌তে হ'বে। কৃষ্ণানুশীলনের বিভিন্ন রসের রসিকগণের তত্তদ্‌রসের আশ্রয় ও বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তের অন্য কোনপ্রকার জীবন নয়। তাঁ'দের জীবন কেবলা-

ভক্তিময়—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের অনুসন্ধানময়। তাঁ'দের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা, যোগমিশ্রা বা তপস্যামিশ্রা নহে। তাঁ'দের সমগ্রজীবন—কৃষ্ণসেবাসর্ব্বস্ব, কৃষ্ণসেবাজীবাতু।

পাঁচপ্রকারে কৃষ্ণসেবা সিদ্ধ হয়। শান্তরসে মথুরামণ্ডলে যামুনতটে বাস; দাস্যরসে রক্তক, পত্রক, চিত্রকের আনুগত্য; বিশ্রম্ভ সখ্যরসে সুদাম, শ্রীদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতির অনুসরণ; বাৎসল্যরসে শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্য এবং মধুর রসে ব্রজগোপীগণের কৈঙ্কর্য্য।

অপ্রাকৃত গোপীপদরেণু শিরে ধারণ ক'রে সম্রাট্ হ'তে পার্‌লে কৃষ্ণসেবা হয়। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের পদপরাগ শিরোভূষণ ক'র্‌লে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (ভাঃ ৭।৫।৩২)

ভূসুর ব্রাহ্মণাদি সকলেরই একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণসেবা; তা' না হ'লে সকলকেই যমদণ্ড্য হ'তে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে যমরাজ তাঁ'র দূতগণকে ব'লেছেন,—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্ ।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥"

(ভাঃ ৬।৩।২৮-২৯)

"মনসঃ ক্রোধবেগম্"—মনের দু'রকম বেগ,—পরস্পর প্রণয় ও পরস্পর বিরোধ; প্রীতিবেগ ও বিরোধ-বেগ। "জিহ্বা, উদর ও উপস্থ বেগ"—এই তিনপ্রকার শারীর-বেগ। কায়মনোবাক্যবেগ যে ব্যক্তি সংযত ক'র্‌তে পারেন, তিনিই ত্রিদণ্ডী। এই ত্রিবিধ বেগ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই গোস্বামিত্বের লক্ষণ। কৃষ্ণভজন ক'র্‌তে হ'লে 'গোস্বামী' হ'তে হ'বে। কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী ছিলেন।

শ্রীরূপের দ্বিতীয় উপদেশ হ'চ্ছে—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

অত্যন্ত আহার, প্রচুর পরিমাণে অর্থসংগ্রহ, বল-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ—এসকলই 'অত্যাহার'। সকল বিষয়ে 'যাবন্নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ'ই হ'বে বৈষ্ণবের বৃত্তি। 'প্রজল্প'—কৃষ্ণভজনের কথা ছেড়ে দিয়ে বাদবাকী সকল কথাই প্রজল্প। জাগতিক পাপ-পুণ্যের কথা—সকলই প্রজল্প। 'নিয়মাগ্রহ' ব'ল্‌তে নিয়মে অত্যন্ত আসক্তি ও

অনাসক্তি উভয়ই বুঝায়। নিয়মে আসক্তি ক'রে কৃষ্ণ-ভজন ছেড়ে দিব বা কৃষ্ণভজনের নিয়ম ত্যাগ ক'র্‌ব—এ দু'টোই হরিভজনের প্রতি বিমুখতা। শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবকবর রূপানুগবর শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন,—

রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।

(চৈঃ চঃ অ ৬।৩০৯)

'জনসঙ্গ' ব'ল্‌তে—কৃষ্ণভজন-বিমুখের সঙ্গ বুঝায়। বহু বহির্ম্মুখ ধনী, মানী, জ্ঞানীকে শিষ্য মনে ক'রে তা'দের সঙ্গ বা কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গই জনসঙ্গ। কাঞ্চনের সহিত সঙ্গ জনসঙ্গ নয়।

শ্রীরূপের তৃতীয় উপদেশ—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ
তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ
ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥

কৃষ্ণসেবায় উত্তরোত্তর উৎসাহ, কৃষ্ণসেবায়ই সমস্ত মঙ্গল হ'তে পারে,—এরূপ নিশ্চয়, যে যে কার্য্যে কৃষ্ণের সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সকল কার্য্য সাধন, কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গত্যাগ, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ পরিবর্জ্জন, সাধু-মহাজনগণের সদাচারের অনুবর্ত্তন—এই ছয়প্রকার ভক্তির অনুকূল কার্য্যের দ্বারা ভক্তিসিদ্ধি হয়।

শ্রীল রূপ প্রভুর চতুর্থ উপদেশ হ'চ্ছে সঙ্গ-বিষয়ক। সঙ্গ কা'কে বলে এবং কি কি ভাবে আমাদের অপরের সঙ্গ হয়?—

দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি
গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব
ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

কৃষ্ণভজনকারীর যে কিছু প্রয়োজনীয় দ্রব্য, তাঁ'কে প্রীতিপূর্ব্বক দান ক'র্‌তে হ'বে। আর ভক্তের দেওয়া জিনিষ গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে। প্রকৃত কৃষ্ণভজনকারীর নিকট নিজের অন্তরের কথা ব'ল্‌তে হ'বে ও তাঁ'র কাছ থেকে তাঁ'র অন্তরের কথা শুন্‌তে হ'বে। বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করা'তে হ'বে ও বৈষ্ণবের প্রদত্ত প্রসাদ নিজে ভোজন ক'র্‌তে হ'বে—এই ছ'টি হ'চ্ছে প্রীতির লক্ষণ। এই ছয় রকমে সাধু ও অসাধু উভয়ের সঙ্গেই আমাদের সঙ্গ হ'য়ে যায়। যা'রা অপস্বার্থপর হ'য়ে বিষয়ীর সঙ্গে, পাপীর সঙ্গে, নাস্তিকের সঙ্গে, কিম্বা ধর্ম্মধ্বজী 'ভক্তবিটেল' প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সঙ্গে ঐ ছ'রকমের ব্যবহার করে, তা'দের কৃষ্ণভজন হয় না, অসৎসঙ্গ হ'য়ে যায়। যে গুরুক্রব বিষয়ী ও পাপী শিষ্যের বিষয় বর্দ্ধন ও পাপের প্রশ্রয় দান করে, সেই বিষয়ী ও পাপীর সঙ্গ ক'রে থাকে, সেই গুরুক্রব ও

শিষ্যক্রবের পরস্পর অসৎসঙ্গই হ'য়ে যায়, কৃষ্ণভজন হয় না।

শ্রীরূপ-প্রভুর পঞ্চম উপদেশ বৈষ্ণব-সেবা-সম্বন্ধে। কোন্ বৈষ্ণবের সঙ্গ কতটুকু ক'র্‌ব? শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁ'র একটি গানে ব'লেছেন,—

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের সেবা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
অবশ্য পাইব তবে॥

(কল্যাণকল্পতরু)

শ্রীরূপ-প্রভুও ব'লেছেন,—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজস্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

যিনি (সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে) কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তাঁ'কে মনে মনে আদর ক'র্‌তে হ'বে। আর যদি দীক্ষিত হ'য়ে তিনি অকপট গুরুসেবাময় হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তা' হ'লে তাঁ'কে মধ্যম বৈষ্ণব জেনে প্রণামাদি-দ্বারা তাঁ'র আদর ক'র্‌তে হ'বে। আর যিনি অনন্যশরণ হ'য়ে নিন্দা-বন্দনাদিতে উদাসীন থেকে অষ্টকাল অকৃত্রিম কৃষ্ণ-ভজনে নিযুক্ত থাকেন, তা' হ'লে সেরূপ মহাভাগবতকে

বাঞ্ছিত-সঙ্গ জেনে সর্ব্বপ্রকারে তাঁ'র শুশ্রূষা ক'র্‌তে হ'বে। কায়মনোবাক্যে মহাভাগবতের সেবাই কৃষ্ণভজনের মূল। কনিষ্ঠাধিকারী আপনাকে অনেক সময় গুরুর অভিমানে 'মহাভাগবত' মনে ক'রে অধঃপতিত হ'য়ে যায়। বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর ক'র্‌তে হ'বে, আর অবৈষ্ণবকে লৌকিক বাহ্য সম্মান দিতে হ'বে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তা' হ'লে আমাদের পতন অনিবার্য্য। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে পুরাণের বাক্য উদ্ধার ক'রে ব'লেছেন,—

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

(স্কন্দপুরাণ)

বৈষ্ণবকে হত্যা করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা, বিদ্বেষ করা, বৈষ্ণবের নিন্দা করা, বৈষ্ণবকে দেখে প্রণাম না করা, অধিক কি, তাঁ'কে দেখে হৃদয়ে আনন্দানুভব না করা—এ ছ'টি অধঃপতনের কারণ।

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে আগম-প্রমাণ উদ্ধার ক'রে দীক্ষা-শব্দের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রেছেন,—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

যে গুরু মন্ত্রদানের দ্বারা প্রাকৃত জ্ঞানের পরিবর্ত্তে চিন্ময় অনুভূতি প্রদান ক'রে জড়ীয় পাপরূপ অবৈধ-চেষ্টা-সমূহ

নিরাস ক'র্‌তে সমর্থ, তিনি দীক্ষা-দাতা, আর তদাশ্রিত ব্যক্তি—দীক্ষিত। যিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছেন, সেই বৈষ্ণবের জড়াহঙ্কার নাই। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু পুরাণ-বচন উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন—

অহঙ্কৃতির্ম কারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্ত, নমসা ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎপরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥

ভগবন্নাম—সাক্ষাৎ ভগবান্। সেই ভগবানে আনুগত্য-জ্ঞাপিকা ভক্তিবৃত্তিতে নমঃশব্দযোগেই ভগবন্মন্ত্র। 'ম'কার শব্দে—প্রাকৃত অহঙ্কার, উহার নিষেধের জন্য 'ন'কার। ভগবদানুগত্যে জড়াহঙ্কার-ত্যাগের উদ্দেশ্যে 'নমঃ'শব্দের প্রয়োগ হ'য়েছে। যা'র দেহরূপ ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রের অধিপই জীব-শব্দবাচ্য। 'নমঃ'শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সেই জীবের জড়াভিনিবেশরূপ স্বতন্ত্রতা নিবারণ করা হ'য়েছে।

ভজনকারীর ত্রিবিধ সংজ্ঞা—কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। ভজনেও তিন প্রকার কথা—ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী ও অজ্ঞজনে কৃপা। বিদ্বেষীকে উপেক্ষাও ব্যতিরেক-ভাবে কৃপা বা অসৎসঙ্গ-ত্যাগ। বিদ্বেষীকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ দিবে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ, অন্যান্য দেবতা-সম্প্রদায়কেও দূর হ'তে দণ্ডবৎ। যিনি হরিকথা শুন্‌তে চান, তাঁ'কেই হরিকথা শুনা'তে হ'বে।

হরির আরাধনাই মূল বিষয়। তপস্যা-ব্রতাদি মূল কথা নয়।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

পূর্ব্বে শ্রী-সম্প্রদায়ে যোগ-মিশ্রিত বিচার ছিল। গোষ্ঠী-পূর্ণপাদ তা' ছুটি ক'রে দিলেন।

মহাভাগবতের লক্ষণ হচ্ছে,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
(ভাঃ ১১।২।৪৫)

'সবে কৃষ্ণ ভজন করে, এইমাত্র জানে।'
সকল লোকই ভক্ত, আমার কিছু ভক্তি হ'লো না—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥
(চৈঃ চঃ ম ২।৪৫ শ্লোকধৃত মহাপ্রভুপাদোক্ত শ্লোক)

সকলের অন্তর্যামিরূপে ভগবানের অবস্থিতি। আখ-গোখর-চণ্ডাল—সকলকেই প্রণাম ক'র্‌ছেন মহাভাগবত।

কনিষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও উত্তমত্ব—ভাগবত ও পঞ্চরাত্র উভয় মতে বিচারিত হ'য়েছে। পাঞ্চরাত্রিকগণ—অর্চ্চনমার্গে রুচিবিশিষ্ট, আর ভাগবতগণ—কীর্ত্তনপর। শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে ব'লেছেন,—

"ততঃ প্রেমতারতম্যেন ভক্তমহত্ত্ব-তারতম্যং মুখ্যম্। যৈর্লিঙ্গৈঃ স ভগবতঃ প্রিয় উত্তম-মধ্যমতাদি-বিবিক্তো ভবতি তানি লিঙ্গানি। তত্রৈব অর্চ্চনমার্গে ত্রিবিধত্বং লভ্যতে। পাদ্মোত্তরখণ্ডোক্তং মহত্ত্বন্তু অর্চ্চনমার্গপরাণাং মধ্য এব জ্ঞেয়ম্। তত্র মহত্ত্বং—

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ॥

মধ্যমত্বং—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রোযাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥

তত্র কনিষ্ঠত্বং—

শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্।
তন্নমস্করণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে॥

ভাগবতমতে মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি (ভাগবত ১১।২।৪০)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

অথ মানসলিঙ্গবিশেষেণ মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি (ভাগবত ১১।২।৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি (ভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ ন তেষামন্যসাধনম্॥
যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত-শাস্ত্রবাক্য)

প্রত্যহ চব্বিশঘণ্টা হরিনাম গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে। সকল সময় যাঁ'র ভজনে অধিকার হ'য়েছে, তিনি 'সকল লোকই হরিভজন ক'র্‌ছে, আমারই হরিভজন হ'লো না' —এরূপ বিচার ক'রে থাকেন। 'কেহ ভাল, কেহ মন্দ'—এই বিচার তাঁ'র নয়; কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারী, মধ্যমাধিকারী বা অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ যদি মহাভাগবতের অনুকরণ ক'রে 'কোন ভাল-মন্দ বিচার ক'র্‌ব না, সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গ উভয়ই এক'—এরূপ মনে করে, তা' হ'লে তা'রা অসৎসঙ্গেই লিপ্ত হ'য়ে প'ড়্‌বে, ভজনরাজ্যের ত্রিসীমানায় যেতে

পার্‌বে না। মধ্যমাধিকারীকে প্রণাম ও কনিষ্ঠাধিকারীকে আদর অর্থাৎ উৎসাহ দিতে হ'বে—তীর্থগুরু পাণ্ডাজীদিগকে আদর ক'র্‌তে হ'বে, তাঁ'রা অর্চ্চনকারী; আর ভজনকারিগণকে প্রণাম ক'র্‌তে হ'বে এবং ভজনবিজ্ঞকে কায়মনোবাক্যে শুশ্রূষা ক'র্‌তে হ'বে, তাঁ'র সেবার জন্য সব সময় চেষ্টান্বিত থাক্‌তে হ'বে। বাইরের দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছেড়েও ভক্তের সেবা ক'র্‌তে হ'বে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

(পদ্মপুরাণ)

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

(হরিভক্তিসুধোদয় ১৩।৭৬)

'আমি সকলের গুরু হ'য়ে গিয়েছি, সকলেই আমার শিষ্য'—এরূপ বিচারের নাম—অহঙ্কার। ত্রিদণ্ডী—নিরাশীর্নির্ণমস্ক্রিয়ঃ। পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতাও ত্রিদণ্ডীকে প্রণাম ক'র্‌বেন।

শ্রীরূপের ষষ্ঠ উপদেশ—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

এই জগতে অবস্থিত ভগবদ্ভক্তের নীচবর্ণ, কর্কশতা, আলস্য প্রভৃতি স্বাভাবিক দোষ বা কদর্য্যবর্ণ, কুগঠন ও পীড়াজনিত কুদর্শন প্রভৃতি শারীরিক দোষ কখনও প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখ্‌তে নাই। যেহেতু আমাদের চক্ষে ঐ সকল দোষ প্রতিভাত হ'চ্ছে, সুতরাং হরিভজনকারী বৈষ্ণবও সাধারণ জীবের ন্যায় প্রাণিবিশেষ, এরূপ বিচার আস্‌লে আমাদের অমঙ্গল হ'বে। গঙ্গাজল-প্রবাহে কত বুদ্‌বুদ্, ফেন, পঙ্ক ও নানাপ্রকার আবর্জ্জনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু তাই ব'লে দ্রবব্রহ্ম গঙ্গার মহিমা খর্ব্ব হয় না।

শঠকোপ দাস শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হ'লেও ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ মহাত্মা যামুন মুনি শঠকোপ প্রভুকে ব'লেছিলেন,—

মাতা-পিতা-যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্কুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

আমাদের কুলের প্রথম আচার্য্য শ্রীশঠকোপের শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তকের দ্বারা প্রণাম ক'রছি। আমার বংশীয় সকলের সর্ব্বস্বই শ্রীশঠকোপ প্রভুর শ্রীচরণ। তাঁদের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য—সমস্তই ঐ শঠকোপ দেবের পাদপদ্ম

যামুনাচার্য্য আরও ব'লেছেন,—

তব দাস্যসুখৈকসঙ্গিনাং ভবনেষ্বস্তুপি কীটজন্ম মে।
ইতরাবসথেষু মাস্মভূদপি মে জন্ম চতুর্ম্মুখাত্মনা॥

হে ভগবন্, আপনার ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে আমার কীটজন্মও ভাল, কিন্তু অবৈষ্ণবের গৃহে সাক্ষাৎ ব্রহ্মশরীরেও অবস্থান ক'রতে আমি ইচ্ছা করি না।

আচার্য্য রামানুজ ব'লেছেন,—

বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালস্যানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তান্তপ্রকাশ্যানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ।
তেষাং দোষান্ বিহায়াশু গুণাংশ্চৈব প্রকীর্ত্তয়েৎ॥

(লোকমঙ্গল ও কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের হিতের জন্য) বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি জানা থাক্‌লেও দম্ভ ক'রে নিন্দার উদ্দেশে কখনও লোকের নিকট সে সকল কথা ব'লবে না। বৈষ্ণবের আপাত-প্রতীয়মান দোষগুলি পরিত্যাগ ক'রে গুণাবলী কীর্ত্তন ক'রবে।

প্রাকৃত সহজিয়াগণের প্রাকৃতবুদ্ধি শ্রীরূপ প্রভু এই শ্লোকে নিরাস ক'রেছেন। প্রভু-বংশে বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না ক'রলে অকৃত্রিম কৃষ্ণভক্তকে যাঁরা 'গোস্বামী' বা 'প্রভু' জানেন না, আর প্রভু বা আচার্য্য-বংশের পরিচয়-প্রদানকারী হরিসেবা-বিমুখ কপট ব্যক্তিগণকে যাঁরা 'গোস্বামী' বা 'প্রভু' কল্পনা করেন, তাঁদের প্রাকৃত-দর্শন হয়, তাঁরা কখনও ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ ক'রতে পারেন না।

যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত-দৃষ্টিতে না দেখে তাঁ'র অনন্য-ভজন দর্শন ক'রে থাকেন, তিনি অবিলম্বে মহাভাগবতে সেরূপ দুরাচার-দর্শন হ'তে মুক্ত হ'য়ে সাধুতা লাভ ক'র্‌তে পারেন। অজাতরতি সাধক ও সিদ্ধভক্তের মধ্যে ভেদ আছে; প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় একথা ধ'র্‌তে পারে না। তাঁ'দের এক ব্যক্তিকে শিষ্য, আর এক ব্যক্তিকে গুরু জান্‌তে হ'বে। গুরুকে উপদেশ দিতে হ'বে না। শিষ্যের নিকট হ'তে উপদেশ গ্রহণ ক'র্‌তে হ'বে না।

শ্রীল ব্যাসদেব এজন্য ব'লেছেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

(পদ্মপুরাণ)

শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥

(পদ্মপুরাণ)

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দ-বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

(ভাঃ ৭।৯।১০)

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।২-৩)

বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট নৈরন্তর্য্য, তা' দেখে প্রকৃত-বৈষ্ণবই 'বৈষ্ণব' চিন্‌তে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে একাকার ক'র্‌তে হ'বে না। নবদ্বীপের বংশীদাস বাবাজী মহারাজের তাম্বূলভোজনের বা তামাক-পানের স্বভাব দেখ্‌তে হ'বে না, আর তাঁ'র অনুকরণও ক'রতে হ'বে না। দেখ্‌তে হ'বে তাঁ'র ভজনের বৃত্তি কতটা।

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥

অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

পান, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য কলির স্থান। ভজনকারী কখনও মাদকদ্রব্যের সেবা ক'র্‌বেন না। কোন সাধুতে যদি মাদকদ্রব্য-সেবার আদর্শ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তবে তাঁ'র সেবা-বৃত্তি কিরূপ দেখ্‌তে হ'বে, নতুবা তিনি অধিক গাঁজা পান ক'র্‌তে পারেন ব'লে তাঁ'কে সাধু ব'ল্‌তে হ'বে না, নেশাখোরেরা হয় ত' তাঁ'কে 'সাধু' ব'ল্‌তে পারেন, কিন্তু হরিভজনকারিগণ ব'ল্‌বেন না।

অভক্ত ব্যক্তির বপুর দোষ বিচার ক'র্‌তে হ'বে। তা'র নীচু উঁচু জাত্‌ দেখ্‌তে হ'বে। তা'দিগকে 'হরিজন' নাম দিয়ে অপ্রাকৃত হরিজনগণের সঙ্গে একাকার ক'র্‌তে হ'বে না। অম্বরীষ গৃহস্থ ছিলেন, সুতরাং তিনি সন্ন্যাসী হ'তে কম; তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণের সেবক—এরূপ বিচার ক'র্‌তে হ'বে না। তাঁ'কে ঐরূপ মনে ক'র্‌লে দুর্ব্বাসার ন্যায় অসুবিধা হ'বে। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ব'লেছেন—

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥ (চৈঃ চঃ ম ২২।৯০)

যমুনার জলে যখন নালার জল মিশে যায়, তখন আর বিচার ক'র্‌তে হ'বে না—কোন্ জল? তুলসীদাসজীর একটি দোঁহা আছে,—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সব্‌কোই করত বিচার।
হরি না ভজেত চারো চামার॥"

শ্রীরূপের সপ্তম উপদেশ—

"স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি সিতাঽপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"

পিত্তরোগীর মুখে যেরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও তিক্ত মনে হয়, সেইরূপ অবিদ্যা-পিত্তদ্বারা যা'দের রসনা অনাদিকাল থেকে উত্তপ্ত, সেই সকল অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবেরও সুমধুর কৃষ্ণনামে রুচি হয় না। কিন্তু পিত্তরোগীর পক্ষে মিশ্রি তিক্তবোধ হ'লেও যেমন মিশ্রিই পিত্ত-দমনের ঔষধ, সেরূপ হরিনামই অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও কৃষ্ণপ্রেম-লাভের একমাত্র মহৌষধি। নিরন্তর অপ্রতিবন্ধকভাবে হরিনাম গ্রহণ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে। তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন না ক'রে চুপ ক'রে ধ্যান ক'র্‌তে হ'বে—এরূপ বিচার বিষয়ী ও মায়াবাদিগণের। কিন্তু শ্রীসনাতন-প্রভু ব'লেছেন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।

কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-যাজন, ধ্যান ও পূজাদি-চেষ্টা যাঁর অপ্রাকৃত নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'তে বিরাম লাভ হয়, সেই আনন্দ-কন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। হরিনামের আভাসেই জীবের অবিদ্যা-নিবৃত্তি হ'য়ে থাকে। হরিনামই একমাত্র অমৃতস্বরূপ, আমার জীবন ও ভূষণ।

যিনি হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন, তাঁ'র বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম-ধর্ম্ম সব ছুটি হ'য়ে যায়। তাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের যে বাণী শ্রীরূপ-প্রভু তাঁ'র পদ্যাবলীতে সংগ্রহ ক'রেছেন, তা'তে শুন্‌তে পাই,—

সন্ধ্যা-বন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো
ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ
স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে ॥

হে সন্ধ্যা-বন্দন, তোমার মঙ্গল হউক; হে স্নান, তোমাকে নমস্কার; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণ-কার্য্যে অক্ষম, আমাকে ক্ষমা করুন; আমি যে কোন স্থানে অবস্থান ক'রে যাদবকুলের শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ ক'রে অনায়াসে সংসারদুঃখ ও পাপাদি বিনাশ ক'র্‌তে পার্‌ব। কাজেই এই অচিরস্থায়ী

সংসারদুঃখ বা পাপ-প্রবৃত্তি দূর কর্‌বার জন্য আমার নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-বন্দনাদি-কার্য্যের প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মী, সান্‌কি, খরৌষ্টি বা পুষ্করাসাদি লেখ-প্রণালীর শব্দ হ'তে শব্দীর ভেদ আছে। সেই সকল লেখ-প্রণালীতে যে-সকল অভিধান সৃষ্টি হ'য়েছে, তা' বহির্ম্মুখ জীবের ভোগ্যবস্তু; নামের বিচার তদ্রূপ নয়।

যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যাধৃত-শাস্ত্রবাক্য)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

আমার অর্চ্চনে, তীর্থস্নানাদিতে রুচি হ'লো, কিন্তু একান্ত নাম-ভজনে রুচি হ'লো না। অর্চ্চন, তীর্থস্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের যাবতীয় ফল ও প্রভাব শ্রীনামে অতি আনুষঙ্গিকভাবেই অনুস্যূত র'য়েছে। অধিক কি, শ্রীনামে শ্রীনামীর নিজস্ব সর্ব্বশক্তি অর্পিত আছে, তথাপি জীবের এমনই দুর্দ্দৈব যে, নামে রুচি হয় না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গান ক'রেছেন,—

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।

কর্ম্মকাণ্ডীর বিচারে—চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্থযাত্রা, কিন্তু নামকীর্ত্তনকারীর চিত্তশুদ্ধি স্বতঃসিদ্ধা—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥
(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ব'লে থাকেন,—ভগবানের নাম বৃথা নেওয়া দরকার নেই, যখন-তখন ভগবানের নাম নিলে ভগবান্‌কে উদ্বেগ দেওয়া হয়। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ বলেন,—চাতুর্ম্মাস্যকালে বিষ্ণু শয়ন ক'রে থাকেন, সুতরাং সেই সময় উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম ক'র্‌লে হরির নিদ্রাভঙ্গ হ'তে পারে এবং তিনি রাগ ক'রে দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আন্‌তে পারেন, কাজেই চুপচাপ ক'রে অব্যক্ত বাক্যবেগ, না হয় প্রজল্প বা গ্রাম্যকথা ব'লে ভোগের প্রশ্রয় দেওয়া যা'ক! কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে যে, অনাবশ্যক ভগবন্নাম-গ্রহণের নিষেধ র'য়েছে, তা'র উদ্দেশ্য এই নয় যে, সকল সময় ভগবান্‌কে ডাকা উচিত নয়। তা'র উদ্দেশ্য হ'চ্ছে—একমাত্র ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'বে। ভগবান্‌কে বাগানের মালির মত ডাক্‌তে

হ'বে না নিজের কোন সুবিধা ক'রে নেওয়ার জন্য। কোন কোন পার্থিব সুবিধা আদায়ের জন্য ভগবন্নাম-গ্রহণই—বৃথা নাম-গ্রহণ; তা'কেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে 'নামাপরাধ' বলা হ'য়েছে।

শ্রীল রূপ-প্রভুর অষ্টম উপদেশ হ'চ্ছে অখিল উপদেশের সার,—

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥

সাধক ক্রম-পন্থা অনুসরণ ক'রে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণপরিকর ও কৃষ্ণলীলার কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে বাক্য ও মন নিয়োগ ক'রে যখন জাতরুচি হ'বেন, তখন ব্রজবাসিগণের আনুগত্যে ব্রজে বাস ক'রে কালাতিপাত ক'র্‌বেন,—ইহাই হ'চ্ছে সকল উপদেশের সার। আমাদের সর্ব্বক্ষণ ব্রজবাসিগণের অনুগত থাক্‌তে হ'বে। কৃষ্ণকামকেলি-নিকেতন যমুনার সৈকত, যমুনার জল, গো, বেত্র, বিষাণ ও বেণু—এরা সকলেই ব্রজবাসী—এরা শান্ত-রসের ব্রজবাসী। রক্তক, চিত্রক, পত্রক প্রভৃতি দাস-রসের নিত্যব্রজবাসী। বাহিরে ব্রজবাসের অভিনয়, আর অন্তরে কৃষ্ণেতর বিষয়ের চিন্তা এ'র নাম 'ব্রজবাস' নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা ছাড়া যাঁ'রা অজ্ঞানে

অবশেও অন্য কিছু ক'র্‌তে পারেন না, কৃষ্ণসেবায়ই যাঁ'দের অনুক্ষণ স্বাভাবিক অনুরাগ, তাঁ'রাই ব্রজবাসী। এ শরীরে ব্রজবাস ক'র্‌তে না পার্‌লে শুদ্ধচিত্তে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হ'য়ে মনে মনে ব্রজবাস ক'র্‌তে হ'বে। মনকে সর্ব্বদা ব্রজের বিচারে সংলগ্ন রাখ্‌তে হ'বে। এ মন—ভোগ ও ত্যাগের বিচারের মন নয়। ভোগ ও ত্যাগ—এ উভয় বুদ্ধিকে ছেড়ে দিতে হ'বে। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" অত্যন্ত আসক্ত স্ত্রৈণ গৃহব্রত ও অত্যন্ত শুষ্কবৈরাগীর হরিভজন হ'বে না।

ক্রম-পথ অনুসরণ ক'র্‌তে হ'বে। আগে শ্রবণ-দশা। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা শুন্‌তে হ'বে। কৃষ্ণনামই রূপ-নাম, রূপ-গুণ, রূপ-পরিকর ও রূপ-লীলারূপে আত্মপ্রকাশ ক'র্‌বেন। শ্রবণ-দশার পর বরণ-দশা। শ্রবণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বরণ-দশা উপস্থিত হ'লে শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অনুক্ষণ অকপটে কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্মরণাবস্থা লাভ হয়। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি ও সমাধি-ভেদে স্মরণ পাঁচ প্রকার। ব্যবধান-রহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণ-দশার পরেই আপন-দশা। এই অবস্থায় সাধকের নিজের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ইহার পরে সম্পত্তি-দশায় বস্তুসিদ্ধি-লাভ।

ভগবানের নাম, রূপ, চরিতাদির **সুকীর্ত্তন** ক'র্‌তে হ'বে। কুকীর্ত্তন বা কীর্ত্তনের অভিনয় ক'র্‌লে হ'বে না।

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥
(ভাঃ ২।৮।৪)

কীর্ত্তন ছেড়ে স্মরণে যা' বিরাম লাভ করে, তা' স্মরণ নয়। কীর্ত্তন ছেড়ে স্মরণের অভিনয়ের দ্বারা ভোগ্য বিষয় ধ্যান হ'য়ে যা'বে। শাস্ত্রে প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ—এই দু'টি পথের কথা ব'লেছেন। আমাদের যেটি ভাল লাগে, সেটি প্রেয়ঃপন্থা, আর আমাদের যেটি ভাল না লাগ্‌লেও আমাদের মঙ্গলজনক, সেটি শ্রেয়ঃপথ। **শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ যখন এক হ'য়ে যায়, যখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের যুগলমিলন হয়, তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আমাদের চিত্ত ধাবিত হ'য়ে থাকে। তখন শ্রেয়ঃই 'প্রেয়ঃ' ও প্রেয়ঃই 'শ্রেয়ঃ' হয়।** কৃষ্ণভজনকারী মহাভাগবতের প্রেয়ঃই শ্রেয়ঃ, আর শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ।

'তদনুরাগী' ব'ল্‌তে রাগাত্মিক-ব্রজজন। গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-কদম্ব-যমুনাপুলিন—এরা শান্তরসের অনুরাগী; রক্তক-চিত্রক-পত্রক-বকুল—যাঁ'রা নন্দের ঘরের চাকর—কৃষ্ণ উত্তরগোষ্ঠ হ'তে ফিরে আস্‌লে যাঁ'রা তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রা দাস্যরসের 'তদনুরাগী'; শ্রীদাম-সুদামাদি বিশ্রম্ভ-সখ্যরসের 'তদনুরাগী'; অর্জ্জুনের জ্ঞানমিশ্র-বিচার, তাঁ'র শুদ্ধসখ্য নয়; গৌরব-সখ্যে ও বিশ্রম্ভ-সখ্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য

আছে। সুদাম-শ্রীদামাদির বিশ্রম্ভ-সখ্যে তাঁ'রা কৃষ্ণের কাঁধে উঠে তালবনে তাল পেড়ে এঁটো তালফল কৃষ্ণকে খাওয়ান, কৃষ্ণের সঙ্গে মারামারি ক'রে থাকেন, কৃষ্ণ সখাদের কাঁধে ক'রে খেলা করেন; কিন্তু অর্জ্জুন বিরাট্ রূপ দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যান। "তুমি এত ঐশ্বর্য্যশালী, তোমাকে আমি সখা ব'লে অপরাধ ক'রেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর"—কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে এসকল কথা ব'লে থাকেন।

নন্দ-যশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যরসের 'তদনুরাগী'। মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য রঘুপতি উপাধ্যায় ব'লেছিলেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

(চৈঃ চঃ ম ১৯।৯৬)

ব্রজগোপীগণ উন্নত উজ্জ্বলরসের 'তদনুরাগী'। বিরহ-বিধুরা গোপীগণ স্বমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পেয়ে ব'লেছিলেন,—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

(চৈঃ চঃ ম ১।৮১)

সংসারীর বিচার—সংসার হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে পারলেই তা'দের মঙ্গল হয়, আর সংসারত্যাগী ধ্যানযোগীর বিচার

—সূক্ষ্মানুভূতি—যা'কে তাঁ'রা 'চিন্মাত্রানুভূতি' বলেন, ইহা প্রগাঢ় অনুভূতি নয়। এই বিচার ছেড়ে দিয়ে পারকীয় বিচারে যে ভগবৎসেবার পরাকাষ্ঠা, তাহাই গোপীগণে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ধ্যানযোগীর ন্যায় গোপীগণ কৃষ্ণকে দূর হ'তে সেবা ক'র্‌তে প্রস্তুত ন'ন; তাঁ'দের ধ্যান সহজ ও অতি স্বাভাবিক। গোলোক ও ভৌমব্রজে এই পাঁচপ্রকার রস সম্ভব। বৈকুণ্ঠের বিচারে আড়াই প্রকার রস আছে—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের অর্দ্ধ অর্থাৎ সেখানে গৌরবসখ্য পর্য্যন্ত আছে, বিশ্রম্ভ সখ্য নাই।

শ্রীরূপ প্রভুর নবম উপদেশে ভজন-স্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান কি, তা' তুলনামূলক বিচারের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে,—

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

শ্রীরাধার পাল্যদাসীর বিচারে কুণ্ডতীরেই সর্ব্বক্ষণ বাস ক'র্‌তে হ'বে। নারায়ণ স্বামীতে মাতা-পিতার বিচার নাই, কার্য্য-কারণ-বিচারে মহাকারণের কারণ নাই, তিনি অজ; কিন্তু মথুরায় দেবকী-বসুদেবের পুত্রত্বে অজের জন্ম-লীলা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠে ভগবান্ কেবল অজ, কিন্তু মথুরায় অজ ভগবান্‌ও তাঁর অচিন্ত্যশক্তি-

প্রভাবে জন্ম-লীলা প্রকাশ করায় ভগবত্তার অধিকতর চমৎকারিতা প্রকাশিত। তাই বৈকুণ্ঠ হ'তে মথুরা শ্রেষ্ঠ। সাধকের বিশুদ্ধ মনে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। সেই বিশুদ্ধ মনও মথুরা। অনেকে মথুরাকে রূপক বা আধ্যাত্মিক মনে করেন, তা' নয়; **রূপক বা আধ্যাত্মিক কর্‌বার চেষ্টা—কৃষ্ণের অবিচিন্ত্যশক্তিকে অস্বীকার করা।** কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে এই ভৌমজগতে কৃষ্ণের সহিত মথুরা অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণের জন্ম স্থান মথুরা হ'তেও কৃষ্ণের রাসোৎসব-ক্ষেত্র বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥
(চৈঃ চঃ আ ১।১৭)

মথুরায় কৃষ্ণ অপগণ্ড শিশু, রাসস্থলীতে কিশোর কৃষ্ণ। রাসস্থলীতে মণ্ডলি-নৃত্য হ'চ্ছিল—পাঁচমিশালি গোপীগণের সঙ্গে। রাধিকাজী এসে দেখ্‌লেন,—তাঁ'র সেবার বৈশিষ্ট্য পঞ্চায়েতী মণ্ডলি-নৃত্যে রক্ষিত হ'তে পারে না; তাই তিনি রাসস্থলী ছেড়ে গোবর্দ্ধনে চ'লে আস্‌লেন। তখন যূথেশ্বরী চন্দ্রাও এসে গেলেন। গোবর্দ্ধন-গুহায় কৃষ্ণ ব'সে আছেন, চন্দ্রা প্রভৃতিকে দেখে চা'র হাত দেখা'লেন; তুলসী, ধনিষ্ঠা প্রভৃতি রাধাপক্ষীয় গোপীগণ চন্দ্রার দূতি শৈব্যাকে বঞ্চনা ক'রে চন্দ্রাবলীকে সখীস্থলীতে পাঠিয়ে দিলেন। রূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু এজন্য সখীস্থলীকে

দূর হ'তে দণ্ডবৎ ক'রেছেন। চন্দ্রাবলীকে বঞ্চনা ক'রে রাধার অনুগতাগণ শ্যামসুন্দরকে রাধাকুণ্ডে নিয়ে আসেন।

পঞ্চায়েতী রাসলীলার স্থান বৃন্দাবন হ'তে যে গোবর্দ্ধন-গুহায় রাধা ও কৃষ্ণের সুগোপ্য রতিক্রীড়া হ'য়ে থাকে, সেই গোবর্দ্ধন বৃন্দাবন হ'তে শ্রেষ্ঠ।

যস্যাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকে নিপাত-বলনাভ্রাসৈঃ স্তবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতীপ্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ॥
(স্তবাবলী, গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্ ৬)

কোটি কোটি গঙ্গা হ'তেও শ্রেষ্ঠ শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডকে মস্তকে বহন ক'রে গোবর্দ্ধন মহাদেব অপেক্ষাও অধিকতর পূজনীয় হ'য়েছেন। এই স্থানে শত শত লক্ষ্মীর বন্দনীয়া সখীগণে পরিবেষ্টিত কৃষ্ণের রসময় সৌরভ-শোভিত বাহুদ্বারা আলিঙ্গিতা হ'য়ে মাধবপ্রিয়া রাধিকা মধুমাসে নৃত্য ক'রেছিলেন; তাই গোবর্দ্ধনে দ্বিতীয় রাসস্থলী বিরাজ ক'রছে।

গোবর্দ্ধন হ'তেও রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ; এস্থান কৃষ্ণপ্রেমামৃতের পূর্ণতম প্লাবন-ক্ষেত্র। শ্রীগৌরসুন্দরের মর্ম্মজ্ঞ শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চতম অভীষ্ট রাধাকুণ্ড-সেবাকেই সেবার পরাকাষ্ঠা ব'লে উপদেশ ক'রেছেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বা চন্দ্রাবলীর অনুগত কোন সম্প্রদায়ের কিংবা গৌরভক্তিহীন মধুর-

রসাশ্রিতাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষেও এই শ্রীরাধাকুণ্ড সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় ও অগম্য। তাই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্।
জনয়তি হৃদিভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
ত্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে॥

(স্তবাবলী, রাধাকুণ্ডাষ্টকম্ ২)

যে রাধাকুণ্ড-স্নানকারী ব্যক্তির হৃদয়ে অবিলম্বে কৃষ্ণ-প্রেমরূপ কল্পতরুর আবির্ভাব হয়, যে প্রেমকল্পবৃক্ষ ব্রজ-ভূমি তথা মুরারি কৃষ্ণের প্রেয়সীগণেরও দুষ্প্রাপ্য, সেই কৃষ্ণপ্রিয়তম রাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয়স্থান হউন।

শ্রীরূপ প্রভু তাঁ'র দশম উপদেশের মধ্যে তুলনামূলক বিচারের দ্বারা ভজনকারীর মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তা' নিরূপণ ক'রেছেন,—

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥

পাপী ও অসৎকর্ম্মী হ'তে সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্ম-নিরত পুণ্যবান্ কর্ম্মী ভাল, আবার পুণ্যবান্ কর্ম্মী হ'তে সর্ব্বতো-ভাবে গুণত্রয়-বর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞানই ভাল, সকল প্রকার ব্রহ্ম-

জ্ঞানী হ'তে জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তি-প্রধান সনকাদি শুদ্ধভক্তগণ কৃষ্ণের অধিক প্রিয়, তাঁ'দের চেয়ে প্রেমৈকনিষ্ঠ নারদাদি শুদ্ধভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়, কৃষ্ণগতপ্রাণা ব্রজসুন্দরী-গণ শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষা প্রিয়, সর্ব্বপ্রকার গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই কৃষ্ণের প্রিয়তমা। শ্রীরাধার ন্যায় রাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তির সহিত বাস ক'রে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকাল ভজন ক'রে থাকেন।

গোলোকের সর্ব্বোচ্চস্থান, মধুর রসের রসিকগণের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আশ্রয়—শ্রীরাধাকুণ্ড। ভূঃ, ভুবঃ ও স্বর্—এই তিন লোক সকাম পুণ্যকামী গৃহস্থদিগের ভোগস্থান; আর তদূর্দ্ধবর্ত্তী মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই চা'র লোক অগৃহস্থদিগের ভোগাগার। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী মহর্লোক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী জনলোক, বানপ্রস্থাশ্রমী তপোলোক এবং সন্ন্যাসিগণ সত্যলোক ভোগ ক'রে থাকেন। আমরা গীতায় দেখ্‌তে পাই,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।"

সান্দ্রানন্দ চিদাত্মক বৈকুণ্ঠধাম মুক্তপুরুষগণেরও দুর্লভ। নিষ্কাম ভগবদ্ভক্তগণ দেহান্তে সদ্যঃ ঐ লোক লাভ ক'রে থাকেন। এই বৈকুণ্ঠ হ'তেও মথুরা শ্রেষ্ঠ, মথুরা হ'তে রাসোৎসব-লীলা-নিকেতন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, বৃন্দাবন হ'তে গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ, আর রাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সনাতন গোস্বামী প্রভুর ত্রিপাদ-বিভূতির বিচার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবৈজ্ঞানিক। কারণবারির পরে নির্ব্বিশেষ লোক। পঞ্চোপাসকের কাল্পনিক সূর্য্যদেবতা, গণদেবতা, শক্তিদেবতা কিছুই থাক্‌বে না—ব্রহ্মের কাল্পনিক রূপ সব একাকার হ'য়ে যাবে—নির্ব্বিশেষবাদীর এই জাতীয় বিচার। বস্তুতঃ—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৬ষ্ঠ অঙ্কে ৩৭শ শ্লোকধৃত
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বচন)

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ বলেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন ক'রে থাকেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভগবানের এ দু'টো গুণই নিত্য, ইহা বিচার ক'র্‌লে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হ'য়ে উঠে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন—

নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত-স্থাপন॥ (চৈঃ চৈঃ ম ৬।১৪১)

"জড়সবিশেষ যখন নিরস্ত হ'য়েছে, সুতরাং চিৎসবিশেষও পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে, জড়সবিশেষের ন্যায় চিৎসবিশেষও মায়া," যা'রা এরূপ বাদ অবলম্বন ক'রেছে, তা'রাই মায়াবাদী। কারণ-বারির পরপারে নির্ব্বিশেষধাম। অচিৎ গুণত্রয় ধৌত ক'রে ওপারে ব্রহ্মজ্যোতির বিচার; কিন্তু—

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরম্।"

বৈকুণ্ঠে চিৎসবিশেষের বিচার। সেখানে মর্য্যাদা-বিচারে আড়াই-প্রকার রস। অনন্তশক্তিমান্ ঈশ্বর এবং তাঁ'রই অধীন চিৎ ও অচিৎ;—যেরূপ রামানুজের বিচার। অচিৎ ও চিৎশক্তির মালিক—ঈশ্বর।

অবৈষ্ণবের পৃথিবী ভোগ কর্‌বার বিচার; কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার তা' নয়। পৃথিবী-ভোগ ও পৃথিবী-ত্যাগ—এ দু'টোই বৈষ্ণবের বিচার নয়। এখানে বিষয়াভিমানী অনেক, বৈকুণ্ঠে এক অদ্বিতীয় বিষয়; কিন্তু আশ্রয় বহু —"লক্ষ্মী-শতসহস্র-সেব্যমানম্"।

মর্য্যাদাময়ী পূজা ও বিশ্রম্ভ-সেবার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। উৎক্রান্ত দশায় যখন মাতা-পিতার প্রদত্ত শরীর ছুটি হ'য়ে যা'বে, তখন অপ্রতিহত সেবা লাভ হ'বে। পরমেশ্বর স্বতন্ত্র পুরুষোত্তম, তাঁ'র স্বতন্ত্রেচ্ছাই স্বীকার ক'রতে হ'বে। যা'র সেবাবৃত্তি উদিত হয় নাই, যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ, তা'র জন্যই বিধি। নতুবা এ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ হ'য়ে অপ্রাকৃত-সহজধর্ম্মের বিচার-গ্রহণাভিনয় প্রাকৃত-সহজিয়াগিরি মাত্র।

'কাব্যপ্রকাশ', 'সাহিত্যদর্পণ' প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থের বর্ণিত রস জড়-সম্বন্ধগত। এক মানব, আর এক মানবী বা বহু মানব, বহু মানবীর রসের বিচার। আবার আড়াই প্রকার রস ভগবানের জন্য ও বাকী আড়াই প্রকার রস

ভগবানে প্রযুক্ত না হ'য়ে ভগবদ্‌বিস্মৃত জীবের অনুপাদেয়, হেয় ব্যাপারে নিযুক্ত হ'লেও রস-বিচারের পূর্ণতা প্রকাশিত হ'লো না। পূর্ণরাজ্য গোলোকে সম্পূর্ণ পাঁচপ্রকার রস। নাভির নিম্নপ্রদেশ ও উচ্চ প্রদেশের মধ্যে ছোট বড় বিচার অপ্রাকৃত গোপিকার নাই। তাঁ'রা সর্ব্বাঙ্গদ্বারা—সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন। যে-সকল মুনি গোপাল-উপাসক হ'য়ে অভীষ্ট সিদ্ধ ক'র্‌তে পারেন নাই, তাঁ'রা শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দেখে নিজাভীষ্ট-সাধনে যত্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু একপত্নীব্রতধর শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় সেই রসে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই সে-সকল মুনি লব্ধভাব হ'য়ে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন,—একথা পদ্মপুরাণে আছে। তাঁ'দের মধ্যে কেউ কেউ রাসারম্ভে সিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন, এরূপ উক্তি বৃহদ্‌বামন-পুরাণে আছে। মহোপনিষদ্‌গণ গোপীগণের ভাগ্য দেখে বিস্মিত হ'য়েছিলেন এবং কৃষ্ণসেবার উৎকণ্ঠায় আরাধনা করার ফলে প্রেমবতী গোপী হ'য়ে ব্রজে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন।

শান্তপ্রেম, দাস্যপ্রেম ও সখ্যপ্রেম অপেক্ষাও তটস্থ-বিচারে মধুর রসের গোপিকাগণের প্রেম আরও অধিকতর চমৎকারিতাময়। গোপীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা। শ্রীমতী সর্ব্বযূথেশ্বরীর প্রধানা। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি অষ্টসখী শ্রীমতী রাধিকার পৃথক্ পৃথক্ গণ-নায়িকা।

বহুভাগ্যফলে শ্রীমতী ললিতার গণে প্রবেশ-লাভ হয়। তাই শ্রীরাধাকুণ্ডের পরিক্রমা-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ আজ ললিতাকুণ্ডের তীরে বাস কর্‌বার প্রযত্ন ক'রেছেন। কেউ কেউ যূথেশ্বরী-বিচারে চন্দ্রাবলীকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন; কিন্তু মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার পাল্যদাসী হওয়ার সৌভাগ্য-লাভ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবত বহির্ম্মুখ লোকের হাতে প'ড়ে যেতে পারে, সেজন্য ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-স্বরূপা কৃষ্ণপ্রিয়তমা রাধার নাম ভাগবতে গুপ্তভাবে র'য়েছে। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌর-সুন্দর ও আমার গুরুদেব শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু প্রকৃত অধিকারিগণের নিকট গোপন না ক'রে শ্রীরাধার কথা জানিয়েছেন।

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

(শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ভক্তামৃতধৃত ১০ম সংখ্যা)

শ্রীরাধার কৃপা হ'লে কুণ্ডতটে নিত্যস্থান পাওয়া যায়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান। তাই শ্রীরূপপ্রভু উপদেশা-মৃতের চরম উপদেশে কুণ্ডস্নানের কথাই ব'লেছেন,—

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সিভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের অন্যান্য প্রেয়সীগণ অপেক্ষাও সর্ব্বপ্রকারে অধিক প্রিয়তমা। শ্রীমতীর কুণ্ডই কৃষ্ণের প্রিয়তম, মুনিগণ একথা সকল শাস্ত্রেই ব'লেছেন। সাধারণ সাধক ভক্তগণের সম্বন্ধে আর কথা কি, নারদাদি শ্রেষ্ঠবর্গের পক্ষেও যে প্রেম অত্যন্ত দুর্ল্লভ, শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁর স্নানকারীকে সেই প্রেম কৃপা পূর্ব্বক প্রদান ক'রে থাকেন। 'আমি শ্রীরাধা-কুণ্ডে স্নান ক'রে ফেলেছি, শ্রীরাধাকুণ্ডে ডুব দিয়ে ফেলেছি, আমি রক্ত-মাংসের পিণ্ড, আমি পত্নীর ভর্ত্তা বা আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র'—এরূপ বিচার নিয়ে কুণ্ড-স্নানের অধিকার নেই। এমন কি, ঐশ্বর্য্যমার্গের বিচার নিয়েও কুণ্ডস্নান করা যায় না। আমাদিগকে শ্রীরাধার পাল্যদাসীগণের বিচার 'অনুসরণ' ক'র্‌তে হ'বে, 'অনুকরণ' ক'র্‌তে হ'বে না; 'সখীভেকী' হ'লে মঙ্গল হ'বে না। পুরুষ-শরীরকে স্ত্রীদেহ সাজালেই শ্রীরাধাকুণ্ড-সেবায় অধিকার হয় না। বৈধমার্গে—ত্রিদণ্ড, আর অনুরাগ-পথে পারমহংস্য-বিচারে শ্বেতবস্ত্র। অনুরাগ-পথের পথিকের বৈধমার্গের বেষ 'রক্তবস্ত্র পরিতে না যুয়ায়'। কিন্তু কপটতা থাক্‌লে কোন পথেই মঙ্গল হ'বে না। অন্তরে অনুরাগ-বিচার রেখেও কেউ কেউ বাহ্যে ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ করেন বা কাষায়বস্ত্র পরিধান করেন, অজ্ঞলোক তা'তে বঞ্চিত হয়। 'রাধারস-সুধানিধি'র লেখক কাম্যবনবাসী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বাহ্যে ত্রিদণ্ড-গ্রহণের অভিনয়

ক'রেও হৃদয়ে অনুরাগের বিচার প্রবল ক'রেছিলেন। প্রাকৃত-বিচার পরিত্যাগ ক'র্‌তে হ'বে। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত আত্মা অপ্রাকৃত গোপীদেহ লাভ ক'রে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা গুরুরূপা সখীর অপ্রাকৃত কুঞ্জে অপ্রাকৃত পাল্যদাসীভাবে অবস্থান ক'রে বাহ্যে অনুক্ষণ অপ্রাকৃত নামাশ্রয়-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত অষ্টকাল-সেবায় অপ্রাকৃত রাধার পরিচর্য্যা ক'রে থাকেন।

শ্রীল মধুসূদন দাস—যিনি সূর্য্যকুণ্ডে ভজন ক'রে-ছিলেন, তাঁ'রই শিষ্য ছিলেন—শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজ। আমার গুরুদেব সেই শ্রীল জগন্নাথেরই শিষ্য। তাঁ'র বিচারে কোন প্রাকৃত ভাব ছিল না।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ও স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি থাক্‌লে শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শন বা শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় মনে করে, স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদিতে নিজ-বুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি ক'রে শুদ্ধভগবদ্ভক্তে অকপট

আত্মীয়বুদ্ধি না থাকলেও অর্থাৎ ভোগময় ও বহির্ম্মুখ ত্যাগময় দর্শনেও শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নান হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-১৯৩)

চেতনের বৃত্তিতে বৈষ্ণবতা প্রকাশিত হ'লে অপ্রাকৃত শরীর প্রকাশিত হয়; জড় কিন্তু চিৎ হয় না, চিৎ নিত্য-কালই চিৎ, জড় কখনও চিৎ নয়। ভাবকে স্থূলে আন্‌তে হ'বে না। সখীভেকীর কৃত্রিম সজ্জিত দেহের সজ্জা উন্মোচন ক'র্‌লে তা'র স্বাভাবিক পুরুষদেহ প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়বে। রাধারমণ-চরণ-দাসজীকে আমি একথা ব'লে-ছিলাম। শ্রীরাধাকুণ্ড-স্নানই পরমার্থ-রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম কথা।"—এই সকল কথা বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপের উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদ (প্রভুপাদের রচিত) পাঠ করিলেন। উপদেশামৃত ব্যাখ্যা ও পদ্যানুবাদ পাঠ সমাপ্ত হইলে উপস্থিত ব্রজবাসিগণের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব লাল শর্ম্মা ব্রজবাসী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণলাল শর্ম্মা ব্রজবাসী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবলাল শর্ম্মা ব্রজবাসী বলিতে লাগিলেন,—

"আজ শ্রীরাধাকুণ্ডে আপনার শুভাগমনে আমরা সকলেই বিশেষ তুষ্টি লাভ করিয়াছি। শ্রীরাধার নিজ-জন আজ আমাদের সৌভাগ্যে প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। আপনাকে কি ধন্যবাদ দিব? কারণ, আজ আপনি শ্রীরাধাকুণ্ডতটে যে অমৃত-নিষ্যন্দিনীবাণী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীরাধাশ্যামের আরতি করিলেন, তাহাতে শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু তাঁহার নিজ-জনগণের সহিত আপনাকে সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছেন। আমরা আর আপনাকে কতটুকু অভিনন্দন দিতে পারি? তবে ভাগবতের বাণী উচ্চারণ করিয়া এইটুকু বলি,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

(ভাঃ ১।১৮।১৩)

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

(ভাঃ ১।১৩।১০)

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

(ভাঃ ১০।৮।৪)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আমাদের সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়া গিয়াছেন, উহাকে আমরা অসত্য বলিতে পারি না। তিনি বহির্ম্মুখতাকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ উক্তি করিয়া-ছেন, বস্তুতঃ যাঁহাদের সহজ কৃষ্ণপ্রীতি, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে

বলেন নাই। কেন না, কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আরাধ্য শ্রীল রঘুনাথ-দাস গোস্বামী প্রভু ব্রজবাসিগণের সহজ কৃষ্ণ-সেবাপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া সরল গ্রাম্য ব্রজবাসিগণের সঙ্গ পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। রাধাকুণ্ডে কিরূপে বাস করিতে হয়, রাধাকুণ্ডের স্বরূপ কি, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; আপনি আজ এখানে আসিয়া সমস্ত গোস্বামি-সিদ্ধান্তের সার কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে সে সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। আপনাকে আমরা আর কি বলিব? আপনার নিকটে এই প্রার্থনা যে, আপনি বৃষভানুসুতার নিত্যজন, আপনি এখানে বসতি করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন। আপনার নিকট ব্রজবাসিগণের এই প্রার্থনা যে, অন্ততঃ আপনি বৎসরে একবার করিয়া আপনার এই নিত্যভজনীয় স্থানে আগমন করিয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীমান্ চিরঞ্জীবলাল ব্রজবাসীজী শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমাসূচক একটি শ্লোক কীর্ত্তন করিলেন ও শ্রীল প্রভুপাদকে "শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্যম্" নামক একখানি পুস্তিকা উপহার দিলেন।

ব্রজবাসিগণের অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—"ব্রজবাসিগণের বাক্য আমার শিরোধার্য্য। আমার প্রতি এইরূপ বিনয় বাক্য আপনাদের পক্ষে শোভনীয় হ'লেও আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য ও দীন,—

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তা'র পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥
কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে সূর্য্যকুণ্ডে শ্রীল মধুসূদন-দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধির কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণের মধ্যে অনেকে সেই স্থান দর্শনের জন্য ১৭ই অক্টোবর প্রত্যূষে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শিবির হইতে সূর্য্যকুণ্ডে গমন করিলেন। রাধাকুণ্ড হইতে সূর্য্যকুণ্ড উত্তরাভিমুখে প্রায় পাঁচ মাইল। এখানে শ্রীমতী মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য-পূজার ছলনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। কৃষ্ণ পুরোহিতের বেশে শ্রীমতীর সেবা গ্রহণ করিতেন। এখানে 'সূর্য্যকুণ্ড'-নামক একটি দীর্ঘিকা আছে। বাহ্য-দৃষ্টিতে উহা এখন শৈবালাচ্ছাদিত সবুজবর্ণ জলপূর্ণ

পুষ্করিণীরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। সূর্য্যকুণ্ডের তটে সূর্য্য-বিহারীর একটি মন্দির আছে। সূর্য্যবিহারী শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবান্' বলিয়াই পূজিত। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সকল দেবতা রহিয়াছেন। সূর্য্যকুণ্ডের পূর্ব্বতটে একটি ছোট মন্দিরে শ্রীমতীর পাদপদ্ম আছে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী গঙ্গাদাস-নামক এক ব্যক্তি মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা সূর্য্যবিহারীর পূজা করিয়া থাকেন। হোড়ল থানার অন্তর্গত বহিন্‌গাঁও এর কিশোরদাসের শিষ্য নরোত্তমদাস ও নরোত্তমদাসের শিষ্য গঙ্গাদাস।

সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতটে উত্তরাভিমুখে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি-মন্দির ও পূর্ব্বমুখে গিরিধারীর সেবা। তথাকার পূজারী যদুনন্দন দাস জানাইলেন যে, তাঁহারই চেষ্টায় দুই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধির উপর একটি চূড়াযুক্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্মুখে একটি প্রাঙ্গণ আছে। পূর্ব্বে এখানে বন-জঙ্গল ছিল। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কএকটি মৃন্ময় ভজনকুটীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের সময়ে শ্রীগিরিধারীর যে মন্দির ছিল, তাহার সীমানা ভগ্নাবশেষ-চিহ্নরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয় তথায় 'সিদ্ধবাবাজী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সমাধির সংলগ্ন স্থানেই তাঁহার ভজনকুটী রহিয়াছে,

উহাও জীর্ণ। শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের পূজিত গিরিধারী ও নামব্রহ্ম (পটে লিখিত 'শ্রীহরেকৃষ্ণ' ও 'শ্রীহরিবল' নাম) পূর্ব্বদিকে একটি মন্দিরে রহিয়াছেন। উত্তরাভিমুখে সমাধি-মন্দির। অগ্রহায়ণ শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে বলিয়া পূজারী যদুনন্দনদাস জানাইলেন। মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা বাবাজী মহাশয়ের ভোগ এবং গিরিধারীর গুড় মাত্র ভোগ হইয়া থাকে। সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরে অপর সমাধিও শ্রীযদুনন্দন দাস দেখাইলেন। মধ্যস্থলে শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি এবং তাহার দক্ষিণদিকে গোবিন্দদাস, হরিগোপাল দাস ও গৌরদাস বাবাজীর সমাধি। যদুনন্দনদাসের প্রদত্ত বিবরণানুসারে মধুসূদনের তিন শিষ্য—(১) গোবিন্দদাস, (২) হরিগোপাল দাস ও (৩) বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ। হরিগোপালের শিষ্য গৌরদাস ও জয়কৃষ্ণদাস। জয়কৃষ্ণের শিষ্যই বর্ত্তমান সেবাইত যদুনন্দন দাস। এই স্থানের ডাকের ঠিকানা এই,—শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের আশ্রম, পোঃ—সাহার, গ্রাম—ছোট ভরণা (ভরণাখোর্দ), জিলা—মথুরা।

সেবাইত যদুনন্দন দাস এই স্থানের কএকটি কিংবদন্তী বলিলেন। শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের ভজনকুটীতে যখন ভাগবত পাঠ হইত, তখন এক অজগর সাপ

আসিয়া তাঁহার ভাগবত-পাঠ শুনিত এবং পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পরে দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইত।

এখানে একটি রক্তবর্ণ প্রস্তরখণ্ডে মুকুটের দাগ দর্শকগণের নিকট প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে, শ্রীমতী এই প্রস্তরখণ্ডের উপর তাঁহার পরিহিত মুকুট রাখিয়া সূর্য্যকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। পাথরে সেই মুকুটের দাগ পড়িয়াছে। পরবর্ত্তিকালে সূর্য্যকুণ্ডের ঘাট হইতে ঐ প্রস্তরখণ্ডটি আনিয়া মন্দিরে সংরক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের বেষগুরু শ্রীল ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের সমাধিও এখানে আছে; কিন্তু তাহা অতি অনাদৃতাবস্থায় বৃক্ষলতাদি দ্বারা আবৃত ও অপরিষ্কৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যদুনন্দনদাস ইহার কোন সেবা বা যত্ন করিতেছেন না। যেরূপ জঙ্গলপূর্ণ স্থানে ও নিতান্ত বহির্দ্দেশে এই সমাধি অবস্থিত, তাহাতে কোন জন-মানব এখানে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হন না। এই সমাধির সংস্কার হওয়া আবশ্যক।

যদুনন্দনদাস উপস্থিত ভক্তগণকে কিছু কিছু মাধুকরী প্রদান করিলেন। ব্রজের মাধুকরী রুটীর টুক্‌রা ভক্তগণ সানন্দে সম্মান করিতে লাগিলেন। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ মধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধির একটি

শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহারাজের
সমাধি-মন্দির—সূর্য্যকুণ্ড

আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে মুদ্রিত হইল। যদুনন্দন দাস তাঁহার ব্যক্তিগত চেহারার আলোক-চিত্র উঠাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রমুখ কএকজন ভক্ত প্রভুপাদের কথিত সূর্য্যকুণ্ড ও শ্রীমধুসূদন দাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি দর্শন করিতে আসিয়া-ছিলেন। সকলেই বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময়ে শ্রীরাধা-কুণ্ডের শিবিরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণান্তিকে উপস্থিত হইলেন। ঐদিবসই (১৭ই অক্টোবর) বেলা ৩ ঘটিকার সময় শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দ্দিক্ পরিক্রমা করিয়া পরিক্রমা-সঙ্ঘ গাঁঠুলির দিকে গমন করেন।